SAMBANDHANIRNAYA

OR

A Social History of the principal Hindu castes in Bengal

BY

LAL MOHAN VIDYANIDHI.

HEADMASTER NORMAL SCHOOL, KRISHNANAGAR

"A people that could feel no pride in the past, in its history and literature, lost the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind was now passing in India." *International Congress of Orientalists. Professor Max Muller's address.*

সম্বন্ধনির্ণয়

বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক

কৃষ্ণনগর নর্ম্যালস্কুলের প্রধান শিক্ষক

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

CALCUTTA.

PRINTED AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS.

No. 8 Dixon's Lane,

ক্রোড়পত্র।

——oo——

(১৬২ পৃষ্ঠার পর বসিবে)

যদি আইন আক্‌বরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লালের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল ধরা যায় তাহা হইলে আদিশূরকে কদাচ ৯৯৯ শালীবাহন শকে পুত্রেষ্টিযাগ করিতে দেখা যায় না। কারণ যে বৎসর ৯৯৯ শক সে বৎসর খৃঃ ১০৭৭, এই গণনা যখন ঠিক, তখন অবশ্যই কহিতে হইবে যে ক্ষিতীশ বংশাবলীর ৯৯৯ অব্দ পদটী সংবতের পরিচায়ক। সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যতিক্রম দোষ ঘটে। আদিশূর, মহারাজ বল্লালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক ও রাজা। বল্লালকে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের অধীশ্বরকে পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে [অর্থাৎ ১০৭৭] খৃঃ অব্দে রঙ্গভূমিতে নর্ত্তন করান যুক্তি বহির্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। ৯৯৯ শকে পুত্রেষ্টি যাগ কহিলে [১০৭৭] খৃঃ অব্দ আসিয়া পড়ে, সুতরাং পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যতিক্রম দোষ উপস্থিত হয়। ইতিহাসে কাল ঘটিত দোষই সর্ব্বপ্রধান। সেই হেতু বশতই সংবৎ অর্থ যে গ্রহণযোগ্য তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সংবৎ অর্থ না ধরিলে কোন দিক্ রক্ষা পায় না। বল্লাল নিজ রচিত ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে ঐ গ্রন্থের রচনার সময় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ১০১৯ শক [১০৯৭ খৃ অব্দ] বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা যদি ৯৯৯ অব্দকে শক ধরেন তাহা হইলে কি বল্লাল, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের পরে বিংশতি বর্ষ মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন ?

বিজ্ঞাপন।

সম্বন্ধনির্ণয় নামক বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের পরিচয় পুস্তক লিখিত হইল। ইহার রচনা বিষয়ে কোন বিদেশীয় পুস্তক অবলম্বন করি নাই। আমাদিগের সমাজ ও ভাষার ভাণ্ডারে যে সকল পুস্তক আছে তাহাই এই পুস্তকের প্রধান অবলম্বন। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের পরিচয় দ্বারা বাঙ্গালা দেশের ইতিবৃত্তের ও অনেক সমাচার পাওয়া যাইবে এবং আমাদিগের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে পারিবে ভাবিয়াই এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তৎসমস্তকে সমূলক করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। এই পুস্তকের দোষ গুণ বিচারের ভার দোষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হইল। তাঁহাদিগকে সাদরে ও সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, এই পুস্তকখানি যে একেবারে দোষসম্পর্কশূন্য হইয়াছে ইহা বলা আমার মূঢ়তা মাত্র। তবে আমি এই মাত্র কহিতে সাহসী হই, পাঠকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তক খানির প্রতি একবার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাঠের শ্রম নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি বঙ্গদেশীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এই পুস্তক খানি সসম্মান উপহার দিলাম। তাঁহারা এখানিকে যেন পাণ্ডুলিপি স্বরূপ মনে করেন। এবং ইহার কোন অংশে যদি আমার ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকে দেখেন তাহার সংশোধনের আদেশ প্রদান দ্বারা অনুগৃহীত করেন। এই পুস্তক খানি যদি আমাদিগের সমাজের পক্ষে কিঞ্চিদংশে উপকারক হয় বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ইহার অবশিষ্টাংশ শীঘ্রই প্রকাশ করিব। এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে তত্তৎস্থলেই তাহার নামাদির উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞাপনে তাহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। এই পুস্তক সংগ্রহ বিষয়ে যাহারা সৎপরামর্শ দিয়াছেন তাহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। ইতি

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

কৃষ্ণনগর নর্ম্যালস্কুল।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ ।
৭	৫	সকলেই	সকলেরই
১৩	১১	বংশাবলী	বংশাবলীর
৪১	৪	কাটরা গাঁই	কাটানি গাঁই
৭৭	৪	কাশ্য	কাশ্যপ
১০৪	১০	অত্রি দাস	দাস অত্রি
১০৮	১৩	বালী	বালী আক্ না
ঐ	ঐ	বাদাল আক্ না	জঙ্গল বাদাল
১০৯	১৩	ঘোষ বসু মিত্র	ঘোষ বসু মিত্র গুহ
১১১	১৮	শূদ্রকমুনি	শূদ্রকমণি
১১৩	৬	নিয়ম এক	এক নিয়ম
১৩৪	১০	দ্বেক্যশন্যায়াং	দ্বৈশ্যকন্যায়াং
,,	১১	পরাশর	পারশব
১৬১	২	দশম	নবম
ঐ	৩	একাদশ	দশম
ঐ	৪	১০৫৬	৯৪২
১৬১	১১	১০৫৬	৯৪২
ঐ	১৮।১৯।২০	দশ	বিশ
১৬৩	৭	বলিলে	না বলিলে
,,	১৪	১০৫৬	৯৪২
১৬৪	৪	দেড়শত	আড়াই শত
১৬৫	১২		৯ সুরেশ্বর
ঐ	হইতে নিম্নে ৯।১০।১১।১২		১০।১১।১২।
১৬৮	১৮ পর হইবে " স্তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় মুক্তাঃ		
১৭০	৬	সংবতে	সংবতের
১৯০	১২	অদ্বৈত্য	অদ্বৈত
১৯৯	৩	আলো	আনো
২২৩	৬	কাকুস্থ মিত্র	কাকুৎস্থ মিশ্র
২২৯	৩	তাঁহার	তাঁহাদিগের

স৹

সূচীপত্র ।

সম্বন্ধনির্ণয়।

উপক্রমণিকা।

অধুনা অনেকের মুখেই শুনা যায় যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ইতিহাস নাই। যাঁহারা কহেন ইতিহাস নাই তাঁহাদিগকে বুঝান ভার। কারণ একটা সামান্য কথা আছে, "যে বলে আমি বুঝাইলেও বুঝিব না" তাহাকে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব দিলেও সে বুঝিবে না।

যাঁহারা ইতিহাস ছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে কহিতে পারি আমাদিগের অনাস্থাতেই ইতিহাস লোপ হইয়াছে। নতুবা লোপ হইবার কথা নয়। পাঠক তুমি বেদের মধ্যে ইতিহাসের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। পুরাণ দেখ, তন্ত্র পাঠ কর, অনেক ইতিবৃত্তঘটিত কথা শুনিতে পাইবে। তবে অনেক স্থানে অনেক রূপক বা অত্যুক্তি আছে ইহা স্বীকার করি। সেগুলির মধ্য হইতে সারভাগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সারগ্রাহী হইলেই ইতিহাস দেখিতে পাইবে [illegible]

অদ্য যে প্রসঙ্গক্রমে এই কথা উত্থিত হইতেছে তাহার নাম সম্বন্ধনির্ণয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। উহা ক্রমে দেখান যাইতেছে।

প্রিয়দর্শন, তুমি সে দিন কহিয়াছিলে বৃদ্ধেরা রাত্রিকালে শিশুদিগকে সাত পুরুষের নাম শিক্ষা দিতেন, এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া যাওয়াতে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই।

লীলাবতি, তুমি অবশ্য বুঝিবে। তোমাকেই বলি। শুন, যাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ হইবে, তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপের সারবত্তা, তাঁহাদিগের মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, সাহস, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণসমূহের সমালোচনা করিতে থাকিব, তাবৎকালই আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের বড় হইবার আশা থাকিবে। নিজের বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব নষ্ট হয়। আত্মাভিমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও ভস্মীভূত হই নাই। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টুকু নির্ব্বাণ হইলেই আমরা অসার ও অপদার্থ মধ্যে গণ্য হইব।

প্রিয়দর্শন, তুমি বুঝিতে পার নাই যে বৃদ্ধেরা ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্য প্রতিদিন রাত্রিকালে নিজবাটীর সমস্ত সন্তানগণকে একত্রিত করিয়া [illegible] শিক্ষা দিতেন।

বান্ধবগণের পরিচয় জানায় কি উপকার তাহা পরে বলিব। তুমি অগ্রে দেখ পরিচয় জিজ্ঞাসা না করায় কি দোষ। প্রিয়দর্শন, তুমি সভ্য, আধুনিক সভ্যতা অনুসারে অন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য, সুতরাং তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তি অনেক দিন বাস করিয়াছে হয়ত তুমি তাহার কেবল নামটী মাত্র জান,আর কিছুই জাননা। তুমি বুদ্ধিমান ও চতুর, তুমি না হয় অনেক কৌশলে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে মনে করিয়া সেই পরিচিত ব্যক্তির কুলশীল বাসস্থানাদির বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে, থাক, তাহাতে তোমার ক্ষতি না হইতে পারে। কিন্তু সামান্য বুদ্ধি ও সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের অশেষ ক্ষতি হয়, ইহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সে তাহার নামধামাদি কিছুই জানেনা, দেখিলে মিত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারে,দৈবাৎ প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের বাসভবনের নিকটেই একটা বিপদে পতিত হইলেন। সে বিপদটী দ্বিতীয় পরিচিতের নামাদির পরিচয় প্রদান করিতে পারিলেই কাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সভ্যতার অনুরোধে প্রথম পরিচয় সময়ে দ্বিতীয়ের নামাদি জিজ্ঞাসা করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে সেদিন অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল। পরদিন অথবা অসহ্য ক্লেশ সহনের পরক্ষণেই সেই পূর্ব্ব পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, তখন তিনি পূর্ব্বদিনের ক্লেশের বিষয় শ্রবণ করিয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হন তাহা অন্যের বুঝা ভার,

তবে যিনি এরূপ বিপদে কখনও পড়িয়াছেন তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। অহরহঃ যে এরূপ ব্যাপার কত ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই বলিয়া যে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তজ্জন্য উভয়ে যে কত অনুতাপ করেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদিগকে ঐরূপ অনুতাপ করিতে না হয় এই জন্যই বৃদ্ধেরা আপন বাটীর সন্তানদিগকে কুলশীলের পরিচয় শিক্ষা দিতেন।

বৃদ্ধেরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহিতেন না, আমরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহি। তাঁহাদিগের সঙ্গে যাহার পরিচয় থাকিত তাহার আদ্যন্ত জানিতেন। আমরা কেবল নাম মাত্র জানি। অনেক স্থলে নামও জানিনা। সুতরাং আমাদিগকে অনেক সময়ে বৃথা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কেবল এই মাত্র দোষ এরূপ নহে, অনেক সময়ে আপনার নিতান্ত আত্মীয়, কুটুম্ব ও স্বজনকে একান্ত নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া বোধ হয়। এবং কখন কখন নিজের বংশাবলীর পরিচয় না জানা থাকায় পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুর সঙ্গেও সংস্রব থাকে না, তজ্জন্য সময়ে সময়ে অনেক প্রকার উপকার প্রত্যাশায়ও বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু যদি ত্রিকুলের পরিচয় জানা থাকে তবে অবশ্য অনিবার্য্য বিপদ ব্যতীত অন্য স্থলে অনেক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইয়া উঠে। এই সমস্ত হিতকর বিষয় সম্বন্ধপরিচয়ের মধ্যে গ্রথিত থাকাতেই আর্য্যজাতির বৃদ্ধেরা পরি-

চয় শিক্ষা দিতেন। পরিচয়শিক্ষা না দেওয়াতে বিস্তর দোষ। তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

অধুনা প্রায় অনেকেই আপন আপন সন্তানদিগের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা শিক্ষা দেন না। তাহাতে একটী বিষম অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি কোন শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কেবল আপন নাম ও পিতার নাম মাত্র ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে সক্ষম হয় না। ইতিপূর্ব্বে কোন শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বীয় বংশাবলী, জাতি ও মর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্ত বলিতে পারগ হইত। যদি বল,ঐ গুলির সঙ্গে সমাজের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং শিক্ষা করা অথবা লোকের নিকট পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি ?

বস্তুতঃ ঐ গুলির সহিত আমাদিগের সমাজ ও ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির ইতিহাসের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। নাম, গোত্র ও জাতিমর্য্যাদার পরিচয় প্রদান-দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিতে পারি-লেও আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে সুতরাং তদ্দ্বারা নিজের উন্নতি করিবার উপায় হইতে পারে। যদি আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণকে বিস্মৃত হই,তবে নিশ্চয়ই আমাদিগের উন্নতির দ্বারে কন্টক পড়িবে, আমরা ক্রমে নিস্তেজ,নির্বীর্য্য,সাহসহীন এবং আধুনিক অসভ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইব। যতক্ষণ আমরা আমাদিগের বংশাবলীর পরিচয় দিতে পারিব, ততক্ষণ আমাদিগকে কেহ অসভ্য ও আধুনিক কহিতে সাহসী হইবে না। বিশেষতঃ আত্মাভিমান না

থাকিলে লোকের অসৎকার্য্যে মনোনিবেশ হয়। কিন্তু আত্মগৌরব, বংশমর্য্যাদা ও সমাজের মধ্যে সম্মানাদি থাকিলে নীচপ্রবৃত্তি জন্মে না, প্রত্যুত উদারপ্রকৃতির কার্য্যে সদা অভিলাষ হইয়া থাকে। আভিজাত্য অনুসারে যখন অধিকাংশ সদ্গুণ জন্মে, তখন তাহার মূল স্বরূপ বংশাবলীর শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পূর্ব্বে যে যে উপায় ছিল এক্ষণে সে সকল উপায় অনুসরণ করিবার পথ নাই, তৎকালে বৃদ্ধেরা সন্ধ্যার পরে শিশুদিগকে বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির শিক্ষা দিতেন; এক শিশুর সঙ্গে অন্যের কি সম্বন্ধ তাহাও বুঝাইয়া দিতেন। সময়ে সময়ে পিতৃ-মাতৃগণের সখা বা সখীগণ আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। পাঠশালাতেও পরস্পর বংশাবলীর পরিচয় জিজ্ঞাসা হইত। শিক্ষকও কখন কখন প্রশ্ন বা উত্তরে অনেক শিক্ষা দিতেন। এক্ষণে সে উপায় অবলম্বন করিবার ও সুবিধা নাই। শিক্ষক স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি কি শিক্ষা দিবেন? সুতরাং সে পদ্ধতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে কোন সমারোহের কার্য্য অথবা নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে বালকগণ একত্রিত হইত, তখন বৃদ্ধেরা ইহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যে বালক পরিচয় না দিতে পারিত, তাহাকে ও তদীয় আত্মীয়স্বজনকে নিন্দা করা হইত। এক্ষণে সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই অধিকাংশ লোকে এবিষয়ে একেবারে নিশ্চন্ত।

প্রিয়দর্শন ও লীলাবতি! তোমরা কহিতে পার, বংশা-

বলীর পরিচয়জিজ্ঞাসার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু উপরে যে সকল কথা বলা গেল তাহার মীমাংসা করিলে তোমাদিগকে মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ আর্য্যজাতির বৈবাহিক প্রথা অনুসারে সকলেই বংশাবলী ও নাম গোত্রাদি জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহারা পিতৃসগোত্র পিতৃবন্ধু, মাতুল-বংশ ও মাতৃবন্ধু প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করেন না। সগোত্র ও রক্ত সম্বন্ধে যে বংশের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, সেই বংশের কন্যাই পাণিগ্রহণকার্য্যে বিধিসিদ্ধ। আর সময়ে সময়ে এমনও ঘটে যে, এক জন দায়াদ অন্য এক জন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিল। বস্তুতঃ যদি ঐ ব্যক্তি স্বীয় বংশাবলীর পরিচয় জানিত, তাহা হইলে কদাচ তাহাকে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রবঞ্চিত হইতে হইত না। অতএব এরূপ ভাবিয়াও আত্মবংশাবলীর পরিচয় শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং লিখিয়া রাখা অবশ্য উচিত বলিয়া গণ্য করিতে হয়। প্রিয়দর্শন! তুমি কহিতে পার, বংশাবলীর পরিচয় জিজ্ঞাসাকালে আর্য্যেরা কি কি শিক্ষাদিতেন ?

তাঁহারা যাহার পরিচয় লইতেন সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কোন্ জাতি? তোমার নাম কি? কাহার পুত্র? তোমার পিতামহ কে? তুমি কাহার দৌহিত্র? (অপরিচিত হইলে) তোমার মাতুলালয় কোথায়? তাঁহারা কোন্ গোত্র? অক্ষর্পক্ষাকৃত বয়োধিক শিশুকে এতদপেক্ষা অধিক বিষয়

জিজ্ঞাসা হইত। তাহাকে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় জিজ্ঞাসার পর নিম্ন লিখিত প্রশ্ন হইত, তোমারা কাহার সন্তান ? কোন্ গাঁই ? কোন্ গোত্র ? কয় প্রবর ? কোন্ শ্রেণী ? কোন্ বেদী ও কোন্ শাখী ? কুলীন হইলে মেল বা পটী জিজ্ঞাসা করা রীতি। তৎপরে কহিতেন, কৈ তুমি তোমার মাতামহাদি তিন পুরুষের নাম কহিলে না, ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি যদি ব্রাহ্মণ, তবে অবশ্য কহিতে পারিবে তোমরা কত কালের ব্রাহ্মণ ? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ? কেহ কেহ কহিবেন এগুলির লোপ হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ নিরাস জন্য অগ্রে বাধ্য হইতে হইল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কোন কোন স্থলে, বৈদ্য জাতিরাও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, সুতরাং যজ্ঞসূত্রধারী মাত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম না জন্মে এজন্য ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি জিজ্ঞাসা করা হইত।

যে ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্মশালী ছিলেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহা হইত, কেবল মাত্র যজ্ঞোপবীতধারীকে ব্রাহ্মণ কহা যাইত না। সুতরাং ব্রাহ্মণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা অত্যাবশ্যক ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণসন্তানের স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ, কাজে কাজেই ও বিষয়ের জিজ্ঞাসা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে।

কত কালের ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিবারও তাৎপর্য্য আছে। যোগবলে তপস্যাদিপ্রভাবে বা কদাচিৎ কোন নৈমিত্তিক কারণ বশতঃ অনেক ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিও

ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, সে ব্যক্তি আদিম ব্রাহ্মণসন্তান অথবা পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুমত অথবা কৃত্রিম ব্রাহ্মণ সন্তান, তাহার নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ জিজ্ঞাসা হইত।

গোত্র—গোত্র জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি কোন্ ঋষির বংশে জন্মিয়াছে তাহা অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়।

প্রবর—প্রবর বলিবারও তাৎপর্য্য ঠিক ঐ প্রকার অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির ঊর্দ্ধতন অথবা অধস্তন পুরুষের মধ্যে অন্য গোত্রের সঙ্গে কোন সংস্রব আছে কি না তাহা পরিস্ফুট রূপে প্রতীতি হয়।

তদ্দ্বারা ইহাও জানা যায় যে উত্তরকালে ঐ সকল প্রবর হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত হইলে আপাততঃ প্রতীয়মান ভিন্ন গোত্রের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবরের সন্তানকে স্বীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির আদিম বা অন্তিম পুরুষের সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত করিতে আর অরুচি জন্মে না।

এই বিষয়টী জানিতে পারিলে মনে মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে ব্যক্তি এরূপ অপরিচিতকে স্বীয় আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন তিনিই তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন।

বেদ—বেদ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় কি? পূর্ব্ব কালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যদি কেহ বেদাধ্যয়ন না করিতেন

তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মধ্যেই গণ্য করা যাইত না। এক্ষণে যদিও সে প্রকার বেদাধ্যয়ন নাই তথাপি আর্য্যজাতির কর্ম্মকাণ্ড যাগ যজ্ঞ উপলক্ষে যে সকল মন্ত্র পাঠ হয় উহা যজমানের পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত বেদ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে কোন্ বেদী কহা যাইত, তাঁহারা ঐ বেদের কোন্ মণ্ডলের কোন্ শাখা অনুসারে গৃহ্য কর্ম্ম করিতেন, তাহা নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক তদীয় কুলাচার অনুসারে সেই বেদোক্ত ও শাখান্তর্গত মন্ত্র পাঠ হয়। কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা পরিত্যাগ পুরঃসর অন্য বেদের শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে অন্য বেদাদির নিয়মানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না।

প্রিয়দর্শন, তুমি এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার, কৈ এক্ষণে ত প্রকৃত রীতিতে কোন স্থানে বেদপাঠ হয় না? আমি তাহার উত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, বঙ্গবাসীদিগের সমাজ হইতে কি গর্ব্ভাধান, জাতকরণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সাবিত্রীগ্রহণ, সমাবর্ত্তন, বিবাহ, কুশণ্ডিকা, উত্তর কুশণ্ডিকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, যাগ, যজ্ঞ, তর্পণ, অতিথি-সেবা, পার্ব্বণ ও দেব দেবীর পূজা প্রভৃতি বৈদিক কার্য্যের এক কালেই কি লোপ হইয়াছে অথবা আছে? আমি নিশ্চয় কহিতে পারি এখনও সম্পূর্ণরূপে লোপ হয় নাই।

করিবার ঠিক বিপরীত,অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কি দোষে কোন্ দল ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অল্প দোষসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অথবা অপেক্ষাকৃত ভূয়িষ্ঠ দোষ সংসর্গাক্রান্ত জনগণের সহিত মিলিত তাহাই সুস্পষ্ট অনুমিত হয়।

শ্রোত্রিয়—শ্রোত্রিয়গণ কেবল শান্তিগুণে বর্জিত হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদিগেরও কুলীনদিগের ন্যায় আর আটটী গুণ বিদ্যমান ছিল। বল্লালের কৌলীন্য সংস্থাপনের পরে তৎপথপ্রবর্ত্তক ঘটকেরা শান্তিশব্দের স্থানে "আবৃত্তি" এই শব্দটী সন্নিবেশিত করেন। আবৃত্তির অর্থ "পরিবর্ত্ত"। পরিবর্ত্ত চারি প্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।*

আদান—সমান বা উৎকৃষ্ট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণকে আদান কহা যায়।

প্রদান—সমান বা উৎকৃষ্ট বরে কন্যাসম্প্রদানের নাম প্রদান।

কুশত্যাগ—কন্যার অভাব ঘটিলে কুশময়ীকন্যাদানকে কুশত্যাগ রূপ পরিবর্ত্ত কহা যায়।

ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা উভয় পক্ষে কন্যার অভাব হইলে ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাপ্রদান ও গ্রহণকে ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলা যায়।

বল্লালী ঘটকদিগের ব্যবস্থা অনুসারে শ্রোত্রিয়দিগের

---

* আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ। প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥ মিশ্রী গ্রন্থ।

মধ্যে এইরূপ আবৃত্তি চতুষ্টয়ের বাঁধা বাঁধি ছিল না ও আস্থা ছিলনা বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয় শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কুলীনদিগের কুলভ্রংশ ঘটিবে বলিয়া তাঁহারা এই চারিপ্রকার আবৃত্তি বিষয়েই সাবধান ছিলেন।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে আবার শুদ্ধ সিদ্ধ ও কষ্ট শ্রোত্রিয় আছেন। যাহারা আদান প্রদান বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন তাঁহারা শুদ্ধ, আর যাঁহারা কেবল প্রদান বিষয়ে সাবধান তাঁহারা সিদ্ধ এবং যাঁহারা এই উভয় বিষয়ের কোনটীতেই সাবধান ছিলেন না তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় আখ্যা পাইলেন।

বংশজ—যাঁহাদিগের কোনরূপে কুলক্ষয় হইয়াছিল তাঁহারা বংশজ শব্দ পাইলেন। কালক্রমে ইহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল তাঁহারা ঘটক বা কুলাচার্য্য হইলেন।

যাঁহারা বংশাবলীর সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিভাগ করেন, এক বংশের কন্যা পুত্রকে অন্য বংশে বিবাহ সূত্রে সংযোজিত করেন, আপনারা ঐ উপলক্ষে দেশবিদেশ পর্য্যটন কার্য্যে সমর্থ, কুল সম্বন্ধের দোষ নিষ্কাষণে তৎপর এবং নিকষকুলীন ও শুদ্ধ শ্রোত্রিয়াদির স্তুতি পাঠে রত তাহাদিগকেই ঘটক কহা যায়। অথবা যাহারা কুলীনদিগের পুরুষানুক্রমিক বিধি ও কুলমর্য্যাদার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ তারতম্য করণে পটু তাঁহাদিগকেই ঘটক কহা যায়। কেবল যোজকাদি করণে তৎপরকে ঘটক কহা যায় না।

বস্তুতঃ যাহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের স্তুতি পাঠে রত

দোষ ও গুণানুসারে মর্য্যাদা সংক্রান্ত যাবদীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারাই ঘটক সংজ্ঞা পাইলেন।*

সন্তান—কাহার সন্তান এই কথার উত্তরে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে অমুক ব্যক্তি দ্বারা অমুক বংশের মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার নাম পাইলে তদীয় গোত্র, প্রবর, গাঁই, বেদ, শাখা, কুল, শীর্ণ প্রভৃতি যাবদীয় বিষয়ের পরিচয় এককালে জানা যায়। ইহার সঙ্গে অন্যান্য পরিচয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ; সুতরাং সন্তান জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত আবশ্যক, না জিজ্ঞাসা করিলে মর্য্যাদার তারতম্য জানা যায় না। কাহার সন্তান জানিতে পারিলেই বংশাবলী তাবৎ বিষয় স্মৃতিপথে দেদীপ্যমান হয়। পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণাবলী স্মরণের ফল অগ্রেই দেখান গিয়াছে সুতরাং এখানে পুনরুক্তি করা গেল না।

ইতি উপক্রমণিকা।

---

* ধাবকো জ্ঞাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকঃস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাস্মৃতাঃ॥
কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বী
মুর্ব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্ত্তনংবা।
অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং
জানন্তি তেহি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ॥
অংশং বংশং তথাদোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
তএব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পরং॥ কুলদীপিকা॥

সম্বন্ধনির্ণয়।

সামান্যকাণ্ড।

পাঠক! এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে এই সকল বিষয়ের সঙ্গে ইতিবৃত্তের কি সংস্রব আছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিষয় পাঠ করিলে জানিতে পারিবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রস্তাবে যে সকল মহাপুরুষ ও নরপতিগণের আচার ব্যবহার ও তৎকালীন সমাজবন্ধনের রীতিনীতি প্রদর্শিত হইতেছে, উহা দেখিলে অনায়াসে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত-ঘটিত বিষয় সকল তোমার নয়ন পথে উদিত হইবে। এদেশে যে সমস্ত জাতি পূর্ব্বাবধি বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়।

যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন তাঁহারা সামান্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত।

যথা—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও পশ্চিমা ব্রাহ্মণ।

মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় হইতে আদি-

শূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান লোপ পায়। এমন কি এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না। এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাঁদিগের মূর্খতানিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তৎসিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস হইলেন না; তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ শকে *) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।

কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিদিগের মধ্যে যে পঞ্চগোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন, সেই পঞ্চগোত্র হইতে বিশিষ্টবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সুকবি সৎক্রিয়াশালী, মুনিবিশেষ ও বাক্‌সিদ্ধ পঞ্চব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে সদাচারসম্পন্ন, ও পরমভক্ত পাঁচ জন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন।

* আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতী শতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়া

কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে যে বেশে আসিয়াছিলেন, দ্বারবান্ মুখে সেই বেশ ও চরণে চর্ম্মপাদুকাধারণপূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বণ করিবার কথা, শ্রবণ করিয়া মহারাজাধিরাজ আদিশূর অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন! এবং অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আমি এদেশের ব্রাহ্মণগণকে আচারভ্রষ্ট ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অপারগ বলিয়া দূরদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইলাম;কিন্তু অনুমান হয় ইঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিতান্ত সদাচারী নন; সুতরাং আমাকে স্বদেশীয়দিগের নিকট লজ্জিত, অপ্রতিভ এবং পুত্রেষ্টিযাগসিদ্ধির ফল বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে।" এইরূপ অনুতাপ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে মনের ক্ষোভ মনেই মিটাইলেন। পশ্চাৎ দৌবারিক নিকটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন,ব্রাহ্মণ ঠাকুরমহাশয়দিগকে কহ,যে মহারাজ এক্ষণে কার্য্যান্তরে নিতান্ত ব্যাপৃত আছেন, আপাততঃ সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ নাই; আপনারা ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করুন, তিনি অবসর পাইবামাত্র এখানে আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইঁহারা বিবেচনা করিলেন রাজা যখন তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও, অভ্যুদ্গমন অথবা তৎক্ষণাৎ সম্বর্দ্ধনা করিলেন না;বরঞ্চ অবসর পাইলে আসিবেন বলিয়া উপেক্ষার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন; তখন আর এরূপে প্রতীক্ষা করা উচিত নহে। প্রভাব দেখান কর্ত্তব্য এই মনে করিয়াই রাজার শুভানুষ্ঠান জন্য গৃহীত অর্ঘ্যবারি

সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা এমনি বাক্‌সিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সরস হইয়া ফল পুষ্পে পরিশোভিত হইল।

এই অসামান্য অদ্ভুতব্যাপার যখন অন্তঃপুরে ভূপতির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ভক্তিভাবে গদ্গদ হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া, ভূমিতে প্রণিপাত পুরঃসর তাঁহাদিগের চরণধারণপূর্ব্বক নিজকৃত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। উদারপ্রকৃতি বিপ্রগণ ভূপতির স্তবে অনায়াসে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজের স্বস্তি "হউক" বলিয়া তাঁহাকে নিরুদ্বেগ করিলেন।

যাঁহারা সস্ত্রীক সভৃত্য অশ্বারোহণে ও সর্ব্বাঙ্গ সূচীস্যূত বস্ত্রে আবৃত করিয়া চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণপূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগেরই জন্য রাজা এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হইলেন।

পরে রাজা নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টিযাগ সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহাদিগের যাগ প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুত্রবতী হইলেন। মহারাজ এক্ষণে পরমশ্রদ্ধাসহকারে উক্ত দ্বিজপঞ্চককে বঙ্গদেশে বাস করাইবার জন্য অধ্যবসায়রূঢ় হইলেন। তাঁহারাও রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে এ দেশে বাস করিতে হইল। যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় ও তদীয় সঙ্গী ভৃত্য-পঞ্চকের নাম গোত্র এবং বাসগ্রামের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা

দেখিলে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ। *

নাম	গোত্র	বঙ্গে রাজদত্ত বাসগ্রাম
ভট্টনারায়ণ	সাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি।
দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি।
ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটি।
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম।
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	বটগ্রাম।

---

* ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।।
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভাট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ।।
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথাবেদ ইতি স্মৃতঃ।।
পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ।।

কায়স্থ কুলতিলকপঞ্চের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন সে পরিচয় লিখিত হইল।

প্রভু	ভৃত্য	গোত্র	কুল
দক্ষ	দশরথ	গৌতম	বসু
ভট্টনারায়ণ	মকরন্দ	সৌকালীন	ঘোষ
শ্রীহর্ষ	বিরাট বা দাশরথি	কাশ্যপ	গুহ
বেদগর্ভ	কালিদাস	বিশ্বামিত্র	মিত্র
ছান্দড়	পুরুষোত্তম	মৌদ্গাল্য	দত্ত *

* ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্নামগোত্রকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ॥
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী॥
সৌকালীনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ॥
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রো নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ং॥
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতিসংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গাল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ॥
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥ কায়স্থকুলদীপিকা।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

সেই মহাপুরুষ দ্বিজপঞ্চক রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের ষট্‌ পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল। সেই সন্তানগণের অধস্তন সন্ততি মধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিল; তদবধি কতকগুলি রাঢ় দেশে ও কতকগুলি বরেন্দ্র ভূমে বাস করিতে লাগিলেন, যাঁহারা অনুগঙ্গ প্রদেশ ও রাঢ় দেশে বাস করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগের সেই বাস নিবন্ধন, তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশে বসতি গ্রহণ করিলেন তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

সেই পঞ্চ মহামুনির মধ্যে ভট্টনারায়ণের ঔরসে ষোড়শ, দক্ষের ঔরসে ষোড়শ, শ্রীহর্ষের চতুষ্টয়, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং ছান্দড় মহোদয় হইতে আট সন্তান সর্ব্বসমেত ছাপ্পান্ন সন্তান জন্মে।*

ইহাদ্বারা এক্ষণে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, যে সেই পঞ্চগোত্রের পঞ্চ জন হইতে যে ছাপ্পান্ন জন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ জন্মিলেন তাহারাও কালক্রমে মহারাজের নিকট হইতে নিজ নিজ বাস জন্য স্ব স্ব পিতার ন্যায় প্রত্যেকে এক এক খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যেকেই পৃথগ্‌ভাবে বাস

* ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ॥
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ।
মিশ্রীগ্রন্থ ধ্রুবানন্দ কৃত।

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বাসজন্য মহারাজ যে সকল গ্রামপ্রদান করিয়াছিলেন,ঐগুলিই উত্তরকালে এক এক বংশের পরিচায়ক হয়। এক্ষণে তদনুসারেই বংশগণনা করা গিয়া থাকে। তদবধি ইহঁাদিগের অধস্তন সন্তানেরা সেই সেই গ্রামীণ বা গাঁই শব্দে অভিহিত হইলেন। এই মূল ধরিয়াই রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কহেন "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তাছাড়া বামন নাই।" ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে,বঙ্গবাসীদিগের নিকট যাঁহারা উক্ত পঞ্চবিধ গোত্র ও ঐ সকল মূল পুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবেন তাঁহাদিগকে অবশ্য এই ছাপ্পান্ন গাঁই মধ্যে পড়িতেই হইবে। এই খানে একটী কথা আছে যদি "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তাছাড়া বামন নাই" বলা যায়, তাহা হইলে বারেন্দ্রদিগের বেলায় কি মীমাংসা করিবে? তাহার মীমাংসাস্থলে ইহা নিশ্চয় জানিবে যে কালক্রমে যখন ভ্রাতৃগণ মধ্যে অপ্রণয় ও বিদ্বেষ জন্মিল, তখনই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর পৃথক হন। তৎকালে যাহারা পৃথক হইলেন তাহারা পুনর্ব্বার রাজার নিকট নিজ নিজ বাসের জন্য আরও কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। সেগুলি বরেন্দ্রভূমের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল সুতরাং উহা রাঢ় দেশের ছাপ্পান্ন গ্রাম নাম মালার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কথায় যদি কেহ আপত্তি করেন তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে,যে রাঢ়ীশ্রেণীদিগের মধ্যে চোৎখণ্ডী, দীঘল, ও পূর্ব্বগ্রামী এই তিন গাঁই ৫৬ গাঁই মধ্যে পরিসংখ্যাত না হইলেও কি প্রকারে এই তিন গাঁই রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে

সংযুক্ত হইল। যদি পূর্ব্বোক্ত গাথা বলবতী কর তবে এই তিন গাঁই কোথা হইতে বাহির হইল।

যদি ইহারা ছাপ্পান্ন গাঁই ব্রাহ্মণের সন্তানগণের শাখা প্রশাখায় অন্তর্নিবিষ্ট হন এবং উত্তরকালে রাজদত্ত গ্রাম পাইয়া রাঢ়ী শ্রেণীদিগের জ্ঞাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন,তাহা হইলে বারেন্দ্রগণ যে উত্তরকালে রাজদত্ত পৃথক গ্রাম পাইয়া নূতন গ্রামের নামে আপনাদিগকে পরিচয় দিবেন তদ্বিষয়ে বিচিত্র কি? এক্ষণেও ইহা নিতান্ত বিরল নহে যে, কোন কোন স্থলে পিতা পুত্রে, ও সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে মুখদেখাদেখি ও আহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের কুৎসাও করেন। পূর্ব্বকালেও রাঢ়ীওবারেন্দ্রগণ মধ্যে ঠিক ঐ প্রকার ঘটিয়াছিল। সুতরাং বারেন্দ্রগণের গাঁইগুলি ছাপ্পান্নের অতিরিক্ত হইলেও ইহারা কান্যকুব্জাগত সেই পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তা ছাড়া বামন নাই" এইটী বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।

প্রিয়দর্শন! এখন তুমি কহিতে পার,যে ঐ পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তানগণের মধ্যে প্রথমতঃ কে কোন গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন? তদনুসারে গাঁই নির্দ্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায় কুলদীপিকার নিয়মানুসারে যথাক্রমে ঐ পঞ্চমহাপুরুষের বংশাবলী নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশ।

ভট্টনারায়ণের ঔরসে ষোল সন্তান জন্মে। তাঁহা-

ষোলটি বিভিন্ন বংশের মূলপুরুষ হইলেন। যদি ও এই ষোলটি বংশের অধস্তন সন্তানগণের মনে আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে তাঁহারা যখন পরস্পর বিভিন্ন গ্রামীণের সন্তান অর্থাৎ পৃথক পৃথক গাঁই, তখন অবশ্যই তাঁহারা এক কুলসম্ভূত নহেন। এবং তাঁহাদিগের আদি পুরুষ ও গোত্রাদি এক না হইতে পারে? বস্তুতঃ তাহা নহে সমুদায়ই এক। সকলেরই মূলপুরুষ ভট্টনারায়ণ। সকলেই শাণ্ডিল্যগোত্র, সকলেই সমানবেদী, সমানশাখাধ্যায়ী।

ভট্টনারায়ণ বংশে যে ষোল সন্তান জন্মপরিগ্রহ করেন তাঁহাদিগের নিবাসগ্রাম অনুসারে নাম, যথা।*

বন্দ্য, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি ও করাল, এই ষোল গাঁই।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ।

দক্ষের সন্তান সংখ্যাও ষোল। ইহাঁরাও ভট্টনারায়ণ বংশের সন্তানগণের ন্যায় পৃথক পৃথক গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বসতিগ্রামের নামানুসারে তাঁহারাও সেই সেই গ্রামীন বা গাঁই বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত হইলেন। এই ষোল গাঁইকে কেনে কাহারও আর ভিন্ন গোত্র সম্ভূত বলিয়া ভ্রম জন্মি

* বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কো গড়ঃ॥
আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যা ষোড়শ স্মৃতাঃ॥ কুলদীপিকা।

বার সম্ভাবনা দেখি না। ইহাঁদের সকলেরই একবেদ ও এক শাখা ও তদনুসারেই ক্রিয়া কাণ্ড হয়। সকলেই কাশ্যপ গোত্র ও তিন প্রবর। এই ১৬ গাঁই পরস্পর জ্ঞাতি; সকলেরই এক মূলপুরুষ—দক্ষ হইতে উৎপত্তি। দক্ষ সন্তানগণ যে সকল গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহার নাম যথা—*

চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভুরিষ্টাল, পালধি, পাকড়াসী, পুষলী, মূলগ্রামী, কোয়ারী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী ও ভট্ট এই ষোল গাঁই, বা সন্তান।

সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশ।

এই মহাত্মার দ্বাদশ সন্তান। ইঁহাদিগের ও প্রত্যেকের বাস জন্য মহারাজ আদিশূর এক এক খানি গ্রাম দিয়াছিলেন, ইহাপূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাদিগের অধস্তন সন্তান পরম্পরা পৃথক পৃথক গাঁই ও বংশ হইলেও সকলকেই সেই মূলপুরুষ বেদগর্ভ মহোদয়ের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। সকলেই সাবর্ণগোত্র ও পঞ্চপ্রবর।

তাঁহাদিগের গ্রামানুযায়ী উপাধি যথা।—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দী, ঘন্টা, কুন্দ, সিয়ারিক, সাট্, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী ও সিদ্ধল এই দ্বাদশ সন্তান বা গাঁই। *

---

* চট্টোঽম্বুলী তৈল বাটী পোড়ারিহ´ড়গুড়কৌ।
ভুরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥
মূলগ্রামী কোয়ারীচ পলসায়ীচ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্টইমে কাশ্যপসংজ্ঞকা॥

---

* গাঙ্গুলিঃ পুংসিকোনন্দী ঘন্টাকুন্দ সিয়ারিকঃ।
সাটোদায়ী তথানায়ী পারী বালীচ সিদ্ধলঃ॥
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশস্মৃতাঃ।

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় বংশ।

ছান্দড় বাৎস্যবংশে জাত। ইহাঁর গোত্রের প্রবরের সহিত সাবর্ণগোত্রের প্রবর সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বাৎস্য ও সাবর্ণকে সমান প্রবর কহা যায়। সমান প্রবরানুসারে বেদগর্ভ ও ছান্দড় এই দুই জনের আদিপুরুষ এক ধরা গিয়া থাকে। বাৎস্য ও সাবর্ণের মূল যখন এক হইল তখন ছান্দড় ও বেদগর্ভ মহোদয়ের সন্তানের সমষ্টি একত্র ধরিলে বিংশতি জন হয়। এই বিংশতি জনের বংশে যত গাঁই বা সন্তান জন্মিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর কোথাও সমান প্রবর কোথাও বা গোত্র ও প্রবর উভয়েই সমান। ইঁহাদিগের পরস্পরের সহিত বিবাহ নিষেধ। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন।

ছান্দড় বংশে আট সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করেন। গ্রাম অনুযায়ী নাম যথাঃ—* কাঞ্জীবিল্লী, মহিন্তা, পূতিতুণ্ড পিপ্‌লাই,ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী ও সিমলাল এই আট গাঁই বা আট সন্তান।

ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ বংশ।

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি শ্রীমান শ্রীহর্ষের ঔরষে চারি সন্তান জন্মে। তাঁহারাও পৃথক অন্ন, পৃথক ক্রিয় ও রাজদত্ত পৃথকগ্রামে আবাস গ্রহন করিলেন। তাহাদিগেরও স্বীয় স্বীয়

---

* কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ।

নিবসতি গ্রামের নামানুসারে তদীয় সন্তানগণ সেই সেই গ্রামীণ বলিয়া পরিচত হইলেন। মহামতি শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোষ্ঠী সম্ভূত। যাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্র তৎসমস্তই শ্রীহর্ষ সন্তান।

সেইরূপ বাৎস্য গোত্র মাত্র ছান্দড় সন্তান, সাবর্ণ গোত্র মাত্রের আদি পুরুষ বেদগর্ভ, কাশ্যপ গোত্র মাত্রের মূল পুরুষ দক্ষ ও শাণ্ডিল্য গোত্র মাত্রের বীজপুরুষ ভট্টনারায়ণ।

শ্রীহর্ষের চারি সন্তান। গ্রাম অনুসারে নাম যথা * মুখটী, ডিণ্ডী, সাহরী ও রাইগাঁই।

রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ মধ্যে সামবেদের চর্চা অধিক। ইহাঁদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুম শাখী। সুতরাং ইহাঁদিগের যাবদীয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও গৃহ্য-কর্ম্ম সামবেদের কুথুম শাখানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা ঋক্‌বেদী তাঁহাদিগের যাবদীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্ম্ম আশ্বালায়ন শাখার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। যজুর্বেদী-দিগের যাবদীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্ম্ম কাণ্বশাখার মন্ত্রে সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু রাঢ়ী শ্রেণীর অধি-কাংশই প্রায় সামবেদী, ঋক্‌যজুর্বেদীর ভাগ নিতান্ত অল্প। যজুর্বেদী সংখ্যা একবারে নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু ঋক্‌বেদীর ভাগ একান্ত বিরল প্রচার বলিলেও ক্ষতি হয় না।

* আদৌ মুখটী ডিণ্ডীচ সাহরী রাইক স্তথা।

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই সামবেদীর সংখ্যা কি প্রকারে এত বৃদ্ধি হইল তাহার মীমাংসা ঋষিদিগের বংশাবলী প্রকরণে ও উপসংহারে দেখ।

বারেন্দ্র শ্রেণী।

ইহাঁরাও সেই আদি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান। বরেন্দ্র ভূমে বাস নিবন্ধন ইহাঁদিগের নাম বারেন্দ্র হইয়াছে। ইহাঁরাও বল্লাল দত্ত মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, শ্রোত্রিয়, ও কাপ (বা বংশ) এই তিন ভাগে বিভক্ত। কুলীন শ্রোত্রিয়দিগের বিশেষ বিবরণ স্থলে কে কোন গোত্রও কাহার সন্তান কে তাহা লিখিত হইবে। ইহাঁদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ষোলেরটী গাঁই। যথা—মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সঞ্জায়িনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, ভাদড়া, করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্ট, শালী, লাউড়েল, চম্পটি, ঝম্পটি, আদিত্য ও কাম দেবতা।

এই ষোলের গাই মধ্যে মৈত্র আদি ভাদুড়ি পর্য্যন্ত ছয় গাই কুলীন। ভাদড়া অবধি অবশিষ্ট সমস্ত গাই শ্রোত্রিয়, ইহাঁরা শ্রোত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলিক শব্দ কহিয়া থাকেন এবং ভঙ্গ কুলীনকে কাপ অর্থাৎ বংশজ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। ইহাঁদিগের ঘটকের সাধারণ নাম কুলজ্ঞ।

রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনেরা এক বার বংশজ রূপে পরিণত হইলে আর তাঁহাদিগের উঠিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু বারেন্দ্রদিগের সে প্রকার নহে। ইহাঁদিগের আদি কাপেরা উত্তম কার্য্য করিতে পারিলে সর্ব্বদা তাজা থাকেন

ইহাঁদিগের মধ্যে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটী কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইলে, দৈবাৎ যদি বিবাহের পূর্ব্বেই বরের মৃত্যু ঘটে তবে এরূপ অবস্থায় ঐ অনূঢ়া কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা কহা যায়। সেই কন্যাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করেন তাঁহাকে সমাজ মধ্যে ঘৃণিত হইতে হয়। তদবধি ঐ ব্যক্তির কুলে অন্যপূর্ব্বা দোষ স্পর্শ করে। অন্যপূর্ব্বার সন্তানগণ সমাজ-মধ্যে অনাদৃত থাকেন।

বঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের আবাস গ্রহণ।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তা ছাড়া বামন নাই।" তবে কি বৈদিকেরা ভাল ব্রাহ্মণ নহেন? ইহাঁরা ব্রাহ্মণ কি না তাহা পরে দেখান যাইতেছে। অগ্রে ইহাঁদিগের শ্রেণীগত বিভাগ দেখান যাউক।

> " সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলউৎকলাঃ।
> পঞ্চ-গৌড়-সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
> কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
> আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্তানপরম্পরা যে প্রকার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত, বৈদিকেরাও সেইরূপ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য ভেদে দুই প্রকার। যাহাদিগের

গর্ব্ভে গর্ব্ভেই সম্বন্ধ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ বালক ভূমিষ্ট হইলেই অশৌচান্তে কন্যা-পক্ষীয়েরা বাগদান করিয়া থাকেন। বরের নিকট এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে এই কন্যার বিবাহ যোগ্য কালে তোমাকে সম্প্রদান করিব। যাঁহারা এই প্রকার বাগ্দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই দাক্ষিণাত্য কহা যায়।

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে এ প্রকার গর্ভে গর্ভে সম্বন্ধ বাগ্দান করিবার প্রথা প্রচলিত নাই। যাঁহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী কালে পশ্চিম হইতে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেই পাশ্চাত্য কহা যায়।

বৈদিকেরা কোন গাঁই বা গ্রামীণ বলিয়া খ্যাত নন, নির্গাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি ইহাঁরা বঙ্গাধিপ কর্ত্তৃক আনীত হইতেন তবে অবশ্য ইহাঁদিগেরও রাজদত্ত সন্মান-সূচক গ্রাম থাকিত। যখন উহা নাই অথচ সম্মানেরও লাঘব দেখা যায় না, তখন অবশ্য ইহাঁদিগের বিষয়ে কোন নিগূঢ় কথা আছে।

দেখ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দিগের সহিত বৈদিগদিগকে তুলনা করিতে গেলে ইহাঁদিগের সংখ্যা অল্প, বংশাবলীর সংখ্যা অল্প,আগমনকালের সীমাও অল্প বলিয়া বোধ হইবে।কিন্তু ইহাঁরা অল্পকাল মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান পরম্পরার আচার্য্য বা তান্ত্রিক গুরুর পদে কি প্রকারে ব্রতী হইলেন? এইরূপ একটী প্রশ্নের উদয় হয়, কিন্তু এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ নহে। তবে সামান্য অনুমানেও

বৈদিক দিগের প্রদত্ত শাস্ত্রের বচন প্রমাণ অনুসারে যত দূর বোধগম্য হইতে পারে তাহাই লিখিত হইল।

বৈদিকেরা কহেন কান্যকুব্জদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে প্রকার এদেশীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে অর্থাৎ সাতশতিগণ-মধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে কান্যকুব্জসন্তানগণমধ্যেও সেই প্রকার বেদাদির চর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়া ছিল। তখন ইহঁাদিগের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদিদেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাস করাইলেন। তদবধি ইহঁারা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইহঁারা কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন তাহা নির্ণয় করা প্রকৃতপক্ষে বড় কঠিন। তবে ইহঁারা কহেন, মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সমস্ত জনপদে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য ও বেদাদির চর্চ্চা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িয়া ছিল। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহঁারা এদেশের খাদ্য-সুখ বাস-সুখ ও অনুগঙ্গ প্রদেশকে পুণ্যভূমি মনে করিয়া দক্ষিণ হইতে এদেশে আগমন করেন। প্রথমে উড়িষ্যায় ও তৎপরে বঙ্গে আসিয়া বাস করেন।

বৈদিক কার্য্যে ইহঁাদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল এবং এখানে আসিয়া বেদের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

তৎকালে অনেক অগ্রসন্তান ইহাঁদিগের নিকট বেদ-শিক্ষার্থী হন। এই সূত্রে ইহাঁরা অনেক স্থলে পৌরহিত্য ও আচার্য্যকার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাঁরা যে সময়ে এখানে আসিলেন সে সময়ে এদেশে তান্ত্রিকমত সকল এত প্রবল হইয়াছিল যে নবাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিক-দিগকেও অনেক সময়ে বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিকমতে চলিতে হইয়াছিল। তথাপি ইহাঁদের সময়ে বৈদিক কার্য্যের যথেষ্ট আদর ছিল।

তান্ত্রিককার্য্যে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, শবসাধন প্রভৃতি অলৌলিক কার্য্যের বিস্তর প্রসঙ্গ অনুষ্ঠান ও প্রশংসা এবং রসায়নবিদ্যার অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎকালে বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক কার্য্য গুলি প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইত। অনেকে তন্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ নানা অলৌলিক জনশ্রুতিও শ্রবণ করা যায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন জগন্নাথদেব বুদ্ধাবতার। তাঁর প্রভাবে উৎকলের বৈদিক-ক্রিয়া লোপ পায়। তদনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার উৎকলে বৈদিকক্রিয়ার অনুষ্ঠান-প্রচার জন্য ইহাঁদিগকে তথায় সংস্থাপন করেন।

ইহাঁরা কহেন, মথুরাবাসী চৌবে বা মাথুরব্রাহ্মণ, মগধ বা গয়ালী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বে সামান্যতঃ কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। ইহাঁ-দিগের মধ্যে যাহাঁরা বিশিষ্ট-বেদপারগ তাহাঁরা বিশেষ

বিশেষ তীর্থে নিযুক্ত থাকিয়া বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন; এবং যাঁহারা চরিত্রের আদর্শস্বরূপ ও সদাচার শিক্ষা দান বিষয়ে বিশেষ অগ্রগণ্য, তাঁহারা অব্রাহ্মণ্যতীর্থসকলে চারিত্র শিক্ষা ও বেদ প্রচারাদি দ্বারা লোকের নিকট ব্রহ্মর্ষি বা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইলেন। পঞ্চ দ্রাবিড়ে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তাঁহাদের সাধারণ নাম পঞ্চদ্রাবিড়ী বা বৈদিক হইল। ইহাঁদিগের মতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবাসী সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চদেশসমুদ্ভব পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণকেই কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। (১)

ইহাঁরা কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, অন্ধ্রবাসী ও দ্রাবিড়ী এই পঞ্চ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণকেই বৈদিক সংজ্ঞা প্রদান করেন।

ইহাঁরা মথুরাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মাকর্তৃক কল্পিত ব্রাহ্মণ কহেন।

---

(১) সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরং।
তংদেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
১৭ মনু। ২অ
অস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং সদাচার উচ্যতে॥ ১৮।ঐ
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং॥ ১৯।ঐ
এতদ্দেশ প্রসূতস্য শকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২০।
অব্রহ্মণ্যেষু তীর্থেষ কান্যকুব্জা নিয়োজয়েৎ।
তীর্থেষু চ বিশেষেণ বৈদিকা বেদপারগাঃ॥
ভূগুভারতসংহিতা।

মাথুরদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ দেন, যে তাঁহারা বরাহকল্পে ভগবান বরাহবতারের ঘর্ম্ম-বিন্দু হইতে জন্মগ্রহণ করেন।(২)এই কারণে এই দুই শ্রেণী ব্রাহ্মণ মধ্যে বিশেষ অগ্রগণ্য নন। তবে তীর্থ স্থানে থাকেন বলিয়াই তাঁহাদিগের এত মহিমা। তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য বিশেষ আদরণীয় হয় না।

ইহাঁরা আরও কহেন যে যৎকালে এদেশে দাক্ষিণাত্যেরা বদ্ধমূল হইলেন তদবধি জন্ম-ভূমির ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে তাঁহাদের আদান প্রদান রহিত হয়। তখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায়, ইহাঁদিগের সন্তানপরম্পরা মধ্যে বেদচর্চ্চা লোপ হইয়া আসিল। এমন কি ইহাঁরা বঙ্গদেশে নামে মাত্র বৈদিক থাকিলেন কিন্তু কাজে ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়িলেন।

দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে ও কৌলীন্য আছে। যাঁহারা পূর্ব্বাপর সৎক্রিয়ান্বিত তাঁহারাই কুলীন। ইহাদিগের অন্যপূর্ব্বা কন্যা মৌলিকেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই মৌলিকেরা বৈদিগ্ বংশে হেয় বলিয়া পরিগণিত। কুলীনেরা মৌলিক বংশের কন্যা, গ্রহণ করিলেই বংশজ হন। বংশজেরা কুলীনকে কন্যা দিতে পারেন কিন্তু কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতে অনধিকারী।

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কাণ্য কুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
(২) মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এবচ।
বরাহস্যতু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা॥
ভৃগুভারতসংহিতা।

বৈদিকের দ্বিতীয় কল্প—পাশ্চাত্য বৈদিক।

বঙ্গদেশে বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে, এবং রাঢ়ী বারেন্দ্র ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এই দ্বিজ শ্রেণীত্রয়েরই বৈদিক কার্য্যে আস্থা আছে জানিয়া ইহাঁরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দেশে আগমন করেন বলিয়াই হউক, অথবা দাক্ষিণাত্যদিগের পশ্চাতে আসিয়া ছিলেন বলিয়াই হউক, ইহাঁদিগকে সকলে পাশ্চাত্য কহিত, তদনুসারে ইহাঁরা পাশ্চাত্য বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন।

তন্ত্রের মতানুসারে মন্ত্রদাতা গুরু হইতে হইলে, শিষ্যের সমস্ত পাপ গুরুকে গ্রহণ করিতে হয়।(৩) অতএব রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ দেখিলেন অন্যের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজে পাপী হওয়া উচিত নহে, এই বলিয়া অধিকাংশস্থলে পঞ্চ-গোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ-সন্তানগণ তান্ত্রিক মন্ত্রদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিলে যে এক কালে অনায়াসে সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করা যাইতে পারে, সে সুযোগটী ইহাঁরা বিশেষ বুঝিয়া ছিলেন।

ইহাঁদিগের বেদে বিশেষ আস্থা ছিল, এজন্য তন্ত্রের মত তত প্রবল বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না এবং এদেশে প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। তৎকালে আবার মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ কার্য্যে

---

(৩) রাজ্ঞিচামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

লোকের বিশেষ বিশ্বাস ছিল। সে গুলি তন্ত্র-সাধ্য কার্য্য
়হা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সচারাচর গৃহস্থ তান্ত্রিকেরা
াহা করিতেন না, ওগুলি প্রায় উদাসীনেরাই করিতেন।
িহঁারা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন যে তন্ত্ররূপ অস্ত্র ব্যতীত
াজীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট কেবল বৈদিককার্য্যকলাপ দ্বারা
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায় নাই। ইহঁারা বৈদিককার্য্য
ুলির সঙ্গে তান্ত্রিক কার্য্যের যেঅংশে সামঞ্জস্য আছে,অগ্রে
সেই গুলিরই প্রচার আরম্ভ করিলেন। বঙ্গসমাজের প্রিয়
তান্ত্রিক কার্য্যগুলি বেদের সহিত অবিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ায়,
পাশ্চাত্য বৈদিকগণ লোকসমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ
করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকেও লোক-রঞ্জনের
অনুরোধে ক্রমে ক্রমে বৈদিগ্ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে
হইল। তখন তন্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন।
স সময়ে আগম, নিগম, জামল ডামর প্রভৃতি ভুরি ভুরি
তন্ত্র মন্ত্র কবচাদি চতুর্দ্দিক্ হইতে সমানীত হইতে
লাগিল। ইহঁারা এক একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া লোক-
সমাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন। যঁাহারা সিদ্ধ পুরুষ
তাহঁারা প্রায় উদাসীনের মত থাকিতেন। মারণ, উচ্চা-
টন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য গুলি প্রায় উদাসীনেরাই করি-
তেন, ঐ কার্য্য গুলি করণে গৃহস্থগণের পক্ষে নিষেধ
থাকায় গৃহস্থগণ প্রায় অগ্রসর হইতেন না। ইহঁারা
সেকালে উদাসীনের মধ্যে গণ্য সুতরাং এসকল কার্য্য
করণে ইহঁারা লোকসমাজে অনাদৃত হইতেন না; প্রত্যুত:

এদেশে বসতির সূত্রপাত হয়। আর গৃহস্থ অপেক্ষায় উদাসীনকে গুরু করায় বিশেষ সুবিধা আছে! গুরুর পুত্রও পৌত্রকে মন্ত্রদাতা গুরুর সদৃশ জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে হয়। উদাসীন গুরু হইলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। কিন্তু নূতন শিষ্যেরা যাহাই ভাবুন নূতন গুরুরা প্রকৃত পক্ষে উদাসীন নহেন।(৪)

কালক্রমে ইহাঁরা সপরিবারে এদেশে বদ্ধমূল হন। উত্তরকালে ইহাঁদিগের বংশপরম্পরা গুরুকল হইলেন। লোকে বিবেচনা করিল গুরুকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ(৫) ইহাঁরা যখন এদেশের অধিবাসী হইলেন, তখন ইহাদিগের নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ইহাঁরা বিভিন্নসম্প্রদায়ী, ইহাদিগের সঙ্গে যখন আহার ব্যবহার নাই তখন বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, এবং যখন একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করা গিয়াছে তখন ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে উচিত হয় না। তদবধি ইহাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইহাঁরা আপনাদিগকে মনে মনে তেজীয়ান বলিয়া বড় একটা দোষ গ্রাহ্য করিতেন না। অন্যেরা ভীত ছিলেন। এক্ষণে ও অনেককে দেখা যায়, দণ্ডীর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে তথাপি গৃহস্থের মন্ত্র শিষ্য হন না।

সে যাহাই হউক, বৈদিকদিগের সম্মান ইত্যাদি

(৪) গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু গুরুবৎ তৎ সুতাদিষু।

(৫) মৎসূক্তের প্রমাণ যথা—
সমান প্রবরা বাপি শিষ্য সন্ততি রেবচ।
ব্রহ্মদাতুগুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিসিধ্যতে॥

প্রকারে এদেশে সংস্থাপিত হইলে অনেক উদাসীন ব্যক্তিও আসিয়া বৈদিক্ বলিয়া পরিচয় প্রদান পুরঃসর নানা স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছেন।

বৈদিকশ্রেণীর মধ্যে অনেক গোত্র আছে তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি গোত্র আদরণীয়। যথা—

শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কল্বিষ, অগ্নিবেশ্ম, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকী, রোহিত, বৈয়াঘ্রপদ্য, জামদগ্ন্য, এই চতুর্ব্বিংশতি গোত্র।

কুলদীপিকায় ৪২টী গোত্রের নির্দ্দেশ আছে। ঔপনিবেশিকদিগের নির্ণয়স্থলে সমুদায় গোত্রের নাম ও প্রবর এবং কোন্ কোন্ গোত্রের সঙ্গে কি কি প্রবরের সাদৃশ্য এবং প্রবরের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও কি কি গোত্রের সাদৃশ্য আছে, তৎসমস্ত তথায় দেখান গেল।

পাশ্চাত্য বৈদিকেরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত জাঁয়াড়ী ও কোঁয়াড়ী। জোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও মৌদ্গল্য গোত্রের বংশগুলি বিশেষ মান্য অর্থাৎ কুলীন-স্থানীয় (১)। ইহাঁদিগের

---

(১) শাণ্ডিল্যঃকাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃসাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ॥
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চবাসুকী রোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্য স্তথাপরঃ।

মধ্যে যদিচ বেদত্রয়েরই নাম শুনা যায় অর্থাৎ কেহ সামবেদী, কেহ ঋক্‌বেদী কেহ বা যজুর্ব্বেদী, তথাপি ইহাঁরাও ঐ সকল বেদের এক একটী শাখার এক দেশ ব্যতীত সমগ্র শাখা অনুসারে গৃহ্য কর্ম্ম করেন না। সামবেদীরা কুথম শাখার এক দেশ, যজুর্ব্বেদীরা কাণ্ব শাখার এক দেশ, ঋগ্বেদীরা আশ্বলায়নশাখার একদেশ পাঠ করেন। ক্ষোঁয়াড়ীরা কহেন নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি নিঃসন্তান হেতু সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্র লোপ হইয়াছে। তবে যদি কোন স্থানে কেহ থাকেন তিনি বড় প্রসিদ্ধ নহেন।

ক্ষোঁয়াড়ীদিগের মধ্যে গোত্রানুসারে বংশাবলীর তারতম্য হয় না। ইহাঁদিগের মতে যিনি সদাচার-সম্পন্ন ও গুণশালী তিনিই মর্য্যাদাপন্ন ও গৌরবান্বিত। যিনি কদাচার ও কুক্রিয়াশালী তিনিই হেয় ও অশ্রদ্ধেয়।

বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে অন্যপূর্ব্বা বিবাহকারী নিষ্প্রভ ও হীন-ক্রিয় মধ্যে পরিগণিত।

বঙ্গের ইতিবৃত্তঘটিত কথা।

(সাতশতী।)

বল দেখি, ৯৯৯ শকে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানপরম্পরায় বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়াগেল; কিন্তু কি চমৎকার কথা, যাঁহার

নামগোত্রও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহাদিগের বংশ এককালে লোপ পাইবার সম্ভব নহে। লোপ হইয়াছে বলিলেই কে বিশ্বাস করে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, তাঁহাদিগের নাম গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জাগতব্রাহ্মণগণের আগমনে একবারে হেয় ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনবংশ্যেরা সমাজমধ্যে আপনাদিগকে সাতশতিরূপ ঘৃণিত উপাধিতে পরিচয়দানে লজ্জিত হইতে লাগিলেন; এবং কান্যকুব্জসন্তানগণের কৃপায় তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তর্ভাব হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মিশ্রিত হইবার মত গুণসম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও কালক্রমে নবাগত বৈদিক ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকব্রাহ্মণগণমধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন কোন স্থলে, অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকারপূর্ব্বক বর্ণ ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী, কোথাও বা গ্রহাচার্য্য, স্থলবিশেষে বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যাদির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন।

যাহাই হউক, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে, এক্ষণেও যাহারা সাতশতী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে স্পষ্টতঃ সাতশতী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে চাহেন না; তাহাতে লজ্জিত হন। কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, কালের কি কুটিলগতি, সমাজগৌরবের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা, দেখ, ...

সন্তানমধ্যে গৌরবান্বিত হইব বলিয়া, তদীয় দলে ক্রমে লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাঁহারা এখানকার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা এককালে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছেন; রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক, ইহারাই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের গাঁই গোত্র সংখ্যা করা আছে, সুতরাং সহজে মিশিবার সুযোগ নাই। সাতশতীদিগের গাঁই গোত্র উভয়ই আছে, বিশেষতঃ বৈদিকদিগের গোত্রের সঙ্গে সাতশতীদিগের গোত্রের সাদৃশ্য থাকায় অনেক স্থলে বৈদিককুলে মিলন সহজ হইয়াছিল। এবং তৎকালে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতীরা কেবল গাঁইটী ছাড়িয়া দিয়া অনায়াসে তখন সাতশতিরূপ ঘৃণিত দল হইতে মুক্তি লাভপূর্ব্বক বৈদিক উপাধি গ্রহণ করিলেন।

সাতশতীদিগের মধ্যে, অদ্যাপি মিশিতে পারেন নাই, অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাদিগের পরিমাণ অতি অল্প। যথা—পিথুড়ী, বালথুবি, নানকসাই, জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী, কাটনীগাঁই, আরথ ইত্যাদি।

সাতশতিগণ পঞ্চগোত্র ও ছাপান্ন গ্রামীণ হইতে পৃথক্ সুতরাং ইহাঁদিগকে ধরিতে পারা যায়। যেহেতু এই সকল গাঁই পঞ্চগোত্রমধ্যে দেখাযায় না, সুতরাং ইঁহারা সাত-শতীব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ নহেন। মুলুকজুরী প্রভৃতি কএকটি গাঁই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়।

রাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে মুলুকজুরী নামে একটি দোষ

আছে। যাঁহারা ঐ দোষে লিপ্ত হন, প্রথমে তাঁহাদিগের কুল যায় যায় হইয়াছিল। পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ, তাঁহারা পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্ত হন। বুড়োন পরগণা অঞ্চলে কাটরাগাঁই, সিওের কোন অঞ্চলে যবগ্রামী গৌতম গোত্র, বর্দ্ধমানপ্রদেশের লাড়্গ্রামের রায়েরা সাতশতী বলিয়া খ্যাত। হলদহ পরগণার বশিষ্ঠ ও গৌতম সন্তানগণ এবং শান্তিপুরের কৌণ্ডিন্য গোষ্ঠীবর্গ সাতশতী বলিয়া পরিচয় দেন।

যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে অল্পসংখ্যক সাতশতী আছেন, তাঁহারাও কিছু দিন পরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী, ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া যাইবেন।

মধ্যশ্রেণী।

মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতগুলি লোক আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী,—অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল, ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি

তাঁহারা সমাজমধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইঁহাদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্বেদী নিতান্ত বিরলপ্রচার।

ইঁহাদিগের গোত্র আছে, সকলের গাঁই নাই। পুরুষের প্রকৃতি ধরিয়া ইঁহাদিগের গাঁই ধরা যায়। ইঁহাদিগের প্রথমসংমিশ্রণকালে পুরুষের যে গাঁই ছিল, তাঁহার সন্ততিগণ সেই গাঁই বলিয়া পরিচয় দেন। যেস্থলে পুরুষের গাঁই ছিল না, অর্থাৎ বৈদিকপুরুষে অথবা পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ়ীয় অথবা বারেন্দ্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগের সন্ততিবর্গ গাঁই পান নাই।

ইঁহারা আপনাদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্য রাখেন নাই। সদাচার ও সৎক্রিয়াসম্পন্ন ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিই কৌলীন্যগৌরব প্রদান করিয়া থাকেন। তথাপি, প্রথম পঞ্চ গোত্রের সন্তানের প্রতি ইঁহাদিগেরও আস্থা ও পূজা অধিক দেখা যায়। সুতরাং শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চগোত্রীয়দিগেরই সম্মান অধিক।

ইঁহারা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের একপ্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণিবন্ধনশৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট

য়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং কলেই বৈদিকব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। তৎকালে াঁহারা শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা মত্যন্ত বিদ্বান্, তেজস্বী, ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরম-মান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল। সর্ব্বদ্বারি বিবাহরূপ তদীয় কীর্ত্তিকোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীরই শোভা অধিক হইত, তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইঁহারাই কি এখনকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে াইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ।

এদেশে যাঁহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশের সমান ঘরে, সমান বরে, আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না এবং এদেশীয়-দিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়। ইঁহারা প্রায় দোভাষী, এবং বাঙ্গালিপরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানি পরিচ্ছদের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার দোরোকা পরি-চ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইঁহারা আপনা-দিগের জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্ত্রী পরিজনদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে হিন্দী কথা কহেন। ইঁহারা যথায় বাঙ্গালি পুরো-

হিত ও গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় এদেশীয়দিগের আচার, ব্যবহার অনুসারে চলেন। তথায় ইঁহাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকাদির আচার ব্যবহারের বিশেষ অনৈক্য দেখা যায় না; যে স্থলে ইঁহাদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য্য গুরু পশ্চিমা, সেই সেই স্থলে ইঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্ততির ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারের বিস্তর অনৈক্য দেখা যায়। ইঁহারা বৈদিক কার্য্যে নিতান্ত অনুরক্ত, তান্ত্রিক কার্য্যে তাদৃশ যত্নবান্ বলিয়া প্রতীত হন না।

স্থলবিশেষে, তান্ত্রিক গুরুর কথা দূরে থাকুক, বৈদিক-মন্ত্র উপাসনার পর তান্ত্রিকমন্ত্রের আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। ইঁহাদিগের মতে গায়ত্রী-উপদেষ্টা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। উহাই ব্রহ্মমন্ত্র। যাঁহাদিগের সাবিত্রীগ্রহণে অধিকার নাই অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি, এই কথা কহেন। তদনুসারে অনেক পুরুষের একমাত্র আচার্য্যই গুরু বলিয়া গণ্য। তবে স্থলবিশেষে, কোন আচার্য্য তান্ত্রিক কার্য্যে পটু নাহওয়ায়, স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রগ্রহণজন্য কোন কোন পরিবারকে এদেশীয় তান্ত্রিক ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যের সন্তানে সৌহার্দ্দসূত্রে, পুরুষগণ মধ্যে তান্ত্রিকমন্ত্রের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তথায়ও আচার্য্যের মান খর্ব্ব হয় নাই। ঔপনিবেশিক মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, পাঞ্চারী, শৌরসেনী, মৈথিলী, সকলদিপী প্রভৃতি অধিক। কোন কোন স্থলে দ্রাবিড়ী, মাগধী, মাথুরী, কাম

রূপী ও উড়িয়াও দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইঁহাদের মধ্যে দোবে, চোবে, তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্রী, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী, সৎপথী, পীথী, শুক্ল, রাজ, পয়ী, অগ্নিহোত্রী এবং দশাশ্বমেধী প্রভৃতি কতিপয় উপাধি আছে।

এদেশে ইঁহারা কখন আসিয়া উপনিবেশ গ্রহণ করিলেন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তথাচ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা শাস্ত্রীয়চর্চ্চা বা বৈদিকক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান বা প্রচার জন্য এদেশে আইসেন নাই। ইহাঁরা বিষয় কার্য্য ব্যপদেশে এদেশে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তদুপলক্ষে শ্রীমন্ত হইলেন, অন্ন সংস্থান হইল, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব হইল, অর্থের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়া বাড়িল, বঙ্গীয় সুস্বাদু অন্ন পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন, তখন মায়াজালে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সন্তানসন্ততির বসতি হইয়া গেল। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালি ভাবাপন্ন হইলেন। তখন ইঁহাদিগকে আর কে তদ্দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে? ইঁহারা বাঙ্গালি মধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, ইঁহারা সমাজ মধ্যে প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। নতুবা ইঁহারা দশজনের মধ্যে একজন হইতেন।

এই সকল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে দ্বিচত্বারিংশৎ গোত্র আছে।

এই বিয়াল্লিশটি গোত্র ব্যতীত অন্যগোত্র প্রচলিত নাই। যে গোত্রের সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধ নিম্নলিখিত গোত্র ও প্রবরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়।

শাস্ত্রের নিয়ম দেখিলে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে উত্তরকালে এই বিয়াল্লিশটী গোত্রের সন্তান পরম্পরা দ্বারা অন্যান্য অনেক গোত্র কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চ দ্রাবিড়িদিগের মধ্যে বিয়াল্লিশের অতিরিক্ত গোত্র শ্রবণ করা যায়। তাহাও আবার প্রবর সংখ্যা কালে ঐ দ্বিচত্বারিংশৎ আদিম গোত্রের শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া যায়। সুতরাং আমরা ঐ সকল আদিম গোত্রের নাম ও প্রবরাদি নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

গোত্রাণিতু চতুর্বিংশতি। তত্র মনু।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীন স্তথাপরঃ॥
কলি, যশ্চাগ্নিবেশ্যশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ॥
ঘৃতকৌশিক মৌদগল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিতস্তথা॥
বৈয়াঘ্র পদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্য স্তথাপরঃ।
চতুর্বিংশতি বৈগোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

প্রথমতঃ চতুর্বিংশতি গোত্রমাত্র পরিগণিত হয়। পরবর্ত্তী কালে ৪২টী গোত্র প্রচলিত হইয়া আইসে। মহর্ষি মনুই প্রথম অবস্থায় ২৪টী গণনা করেন। সেই মনুরই

ব্রহ্মাবস্থায় অন্য আঠার জন ঋষি ঐ চতুর্বিংশতি গোত্র হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক পৃথক বংশাবলীর মূল পুরুষ-রূপে গণনীয় হন। ঐ সকল ঋষিগণের সন্ততিবর্গ ঐ সকল পিতৃগণকে মূল ধরিয়াই তাঁহাদিগের নামে গোত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহারা গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মমনুর সময়ে বিয়াল্লিশটী গোত্র সংখ্যা করা হয়। যথা

গোত্র সমূহের নামাদি।

১—শাণ্ডিল্য। ২—কাশ্যপ। ৩—বাৎস্য। ৪—সাবর্ণ। ৫—ভরদ্বাজ। ৬—গৌতম। ৭—সৌকালীন। ৮—কল্বিষ। ৯—অগ্নিবেশ্ম। ১০—কৃষ্ণাত্রেয়। ১১—বশিষ্ঠ। ১২—বিশ্বা-

---

জমদগ্নি র্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি গৌতমাঃ।
বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
এতদুপলক্ষণ মন্যেষামপি দর্শনাৎ। তথাচ
সৌকালীনকমৌদ্গাল্যৌ পরাশর বৃহস্পতী।
কাঞ্চনোবিষ্ণু কৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রেয় কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিল্যো গর্গসঙ্গকঃ।
আঙ্গিরস ইতিখ্যাত অনাবৃকাখ্য সঙ্গিতঃ।
অন্য জৈমিনি বৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্যএবচ।
সাবর্ণ্যালম্যানৌ বৈয়াঘ্র পদাশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ।
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকি গৌতমা স্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥
ইতি কুলদীপিকাধৃত ধনঞ্জয় কৃত। ধর্ম্মপ্রদীপে

মিত্র। ১৩—কুশিক। ১৪—কৌশিক। ১৫—ঘৃতকৌশিক। ১৬—মৌদ্গাল্য। ১৭—আলম্যান। ১৮—পরাশর। ১৯—শৌপায়ন। ২০—অত্রি। ২১—বাসুকি। ২২—রোহিত। ২৩—বৈয়াঘ্রপদ্যক। ২৪—জমদগ্নি। ২৫—বৃহস্পতি। ২৬—কাঞ্চন। ২৭—বিষ্ণু। ২৮—কাত্যায়ন। ২৯—আত্রেয়। ৩০—কাণ্ব। ৩১—সাঙ্কৃতি। ৩২—কৌণ্ডিন্য। ৩৩—গর্গ। ৩৪—আঙ্গিরস। ৩৫—অনাবুকাখ্য। ৩৬—অব্য। ৩৭—জৈমিনি। ৩৮—বৃদ্ধ। ৩৯—শক্তি। ৪০—কাণ্বায়ন। ৪১—শুনক। ৪২—জামদগ্ন্য।

আর্য্যজাতির শাস্ত্রালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালের ঋষিগণ দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অতিথিসৎকার নিমিত্ত কতগুলি ধেনু রাখিতেন। সেগুলির নাম হোমধেনু। ঐ হোমধেনুর রক্ষণাবেক্ষণাদির ভার শিষ্য ও সন্তানগণের প্রতি অর্পিত হইত। ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তু হইতে নিজ নিজ গোধন সমূহের ত্রাণ করিবার অভিপ্রায়ে ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক একটী ক্ষেত্র [গোচারণ স্থান] নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ঐ গোচারণ স্থান গুলির পার্শ্বে যে সকল কৃষকগণের ক্ষেত্র থাকিত ঋষিগণের পালিত পশুদ্বারা কোন প্রকারে সেই সকল ক্ষেত্রের শস্যের হানি না হয় এই জন্য গোচারণ স্থানের চতুঃপার্শ্বে বৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে গোধন পালন করিতেন; তদনুসারে ঐ সকল গোচারণ স্থলগুলির নাম গোত্র হয়। অর্থাৎ যাহাদ্বারা গোরু ত্রাণ-রক্ষা পায়। কালক্রমেই এক স্থলে অনেকগুলি

ঋষির গোচারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক ঋষির নামানুসারে প্রত্যেক গোচারণ স্থানের নামকরণ হয়। উত্তরকালে ঐ সকল ঋষি হইতে যত সন্তান জন্মিয়াছিলেন তৎসমস্তকে ঐ গোত্র ধরা গিয়াছিল। তদানীন্তন সময়ে যাহারা পৃথক পৃথক আশ্রম ও গোত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক তপস্যাদি করিতে লাগিলেন তাঁহারাও গোত্রকারক বলিয়া পরিচিত হইলেন ; তাঁহাদিগের সন্তানেরা তদবধি পৃথক পৃথক গোত্রসম্ভূত হইলেন। তখন প্রবর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দ্বারা কোন ব্যক্তি এক বংশের সন্তান কিম্বা বিভিন্ন বংশের সন্তান তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইত। এইরূপে গোত্র ও প্রবর সংস্থাপিত হয়। এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যদি তাহাই হয় তবে প্রবর গুলি কি ? তাহার উত্তর এই, ঋষিগণের মধ্যে অনেকের নাম সাদৃশ্য আছে স্মুতরাং এক জনের প্রতি অন্য ব্যক্তির ভ্রম জন্মিতে পারে,সেই ভ্রান্তি নিরাস মানসেই সেই সকল গোত্রগুলি পৃথক পৃথক প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা বিভিন্ন করা হইয়াছে। প্রবর শব্দের অর্থদ্বারা এই জানা যায় যে ঐ সকল গোত্র মধ্যে যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ হয়, অন্যগুলিকে ধরা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ঋষিগণই গোত্র প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি গোত্র শব্দের অর্থ ঐ প্রকার গোচারণ স্থানই হয়, তবে প্রবর সাদৃশ্য দেখিয়া ভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষেধ হয় কেন ? তাহার মীমাংসায় এই জানা যায় যে এক বংশের কতগুলি

সন্তান পরস্পর পৃথক হইয়া তপস্যা করেন, কালক্রমে তাঁহারাও কতগুলি গোত্র করেন, কিন্তু ঐ সকল গোত্র-গুলির বিশেষ বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য ঐ সকল গোত্রে যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুনি বা মূলপুরুষের সংশ্রব ছিল তাঁহাদিগের প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা পরস্পরকে এক বংশসম্ভূত বা পৃথক বংশ সম্ভূত তাহাই বিভিন্ন রূপে নির্ণয় করা যায়। প্রবরগুলিকে গোত্রের পরি-চায়ক মাত্র জ্ঞান করিতে হইবে।

পঞ্চ ব্রাহ্মণসন্তানগণকে অধুনা যেমন গাঁই বলিলেই কে কোন্ বংশের অধস্তন পুরুষ ও কাহার সঙ্গে কাহার কি সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে তাহা জানিতে পারা যায়, তৎকালে কে কোন্ গোত্র বলিলে যে ঋষি যে স্থলে বাস করেন তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইত। এবং প্রবর জিজ্ঞাসা দ্বারা ঐগোত্রে কতগুলিবংশের সংশ্রব ছিল উহা অনায়াসে উপলব্ধি হইত। গোত্রগুলিকে এক্ষণকার গাঁই স্থলে পরিগণিত করা যাইতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে বৈদিকগণের গাঁই নাই (নির্গাই) অথচ গোত্রদ্বারা আপনাদিগকে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যাদিরূপে বিভিন্ন-দেশীয় বলিয়া অন্যের প্রতীতি জন্মাইতে পারেন তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে পূর্ব্বকালে ঋষিগণের গোত্র (গোচারণ স্থান) দ্বারাই গ্রাম নির্দ্ধারণ হইত; অবশেষে ঐ স্থান গুলি গ্রাম মধ্যে পরি-গণিত হয়। তৎকালে গোত্রগুলি গ্রামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। যেমন এক গাঁই বা গ্রামীণের সন্তানগণ পরস্পর এক মূল পুরুষ হইতে উৎপন্ন, সেইপ্রকার

একরূপ প্রবর বিশিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের বংশীয়েরা পরস্পর এক মূল পুরুষের সন্তান। সুতরাং আর্য্য-জাতির নিয়মানুসারে প্রবর বা গোত্রসাদৃশ্যে বিবাহ নিষেধ।*

এক্ষণে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় কহা যায় যে প্রবর-গুলি ধারাবাহিক ঊর্দ্ধতন পুরুষ বা ধারাবাহিক অধস্তন পুরুষের নাম গণনায় (গোত্র) কল্পিত হয় নাই। যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে গোত্রগুলি জানা যাইতে পারিবে তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কোন স্থলে ঊর্দ্ধতন পুরুষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কোন স্থলে কেবল অধস্তন পুরুষ বর্গের পরিচয় দ্বারাই গোত্রটী পরিচিত হইয়াছে, কোথাও বা ঊর্দ্ধাধ উভয় দিকেরই নামোল্লেখ দেখা যায়। ইহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। গোত্র ও প্রবরগুলি দেখিলেই অনায়াসে সমু-

---

* ইতি আচারমাধবীয়মদন পারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ। সমানগোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ অস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে। সমানপ্রবরত্বং সংজ্ঞাসংখ্যয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বেন, ভিন্নগোত্রত্বেপি সমান প্রবরত্বং। যথাবাৎস্য সাবর্ণিগোত্রয়োরৌর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যা-প্লুবৎপ্রবরাঃ। একগোত্রেপি প্রবরান্যত্বং যথাচ ঘৃতকৌষিক গোত্রস্য কুশিক কৌশিক ঘৃত কৌষিক প্রবরাঃ। কৌষিক কুশিক বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ। অতো গোত্র প্রবরয়োঃ পৃথঙ্‌নির্দ্দেশঃ।

গোত্রাণি তু তন্নামক গোত্রভাগিনি বংশ-পরম্পরা প্রসিদ্ধ মাদি পুরুষ ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং তেন কাশ্যপগোত্রং যস্য স কাশ্যপগোত্রঃ। প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্ত্তকস্য মুনে ব্যবর্ত্তকো মুনিগণইতি মাধবাচার্য্যঃ।

উদ্বাহতত্ত্ব।

দায় উপলব্ধি হইতে পারে। তথাপি পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ঐ তিন প্রকার উদাহরণের এক একটী দেখান গেল। বিবেচকগণ অন্যপ্রকার প্রভেদগুলি নিজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

১ ম। যাঁহারা পরাশর গোত্র ভজনা করেন তাঁহারা প্রবরস্থলে তিন পুরুষের নাম কীর্ত্তন করেন। যথা পরাশর, শক্তি, ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর।

২ য়। যাঁহারা শক্তি গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা শক্তির পুত্র পরাশরের নাম এবং শক্তির পিতা বশিষ্ঠের নামোল্লেখপূর্ব্বক আপনাদিগের প্রবর অর্থাৎ উর্দ্ধাধ তিন পুরুষের নাম দ্বারা গোত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথা শক্তি-গোত্রের প্রবর—শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ। এই তিন।

বশিষ্ঠ— পিতা
|
শক্তি—পুত্র } বংশাবলী।
|
পরাশর—পৌত্র।

৩ য়। কোথাও কেবল অধস্তন পুরুষ পরম্পরা দ্বারা প্রবর নির্ণয় পুরঃসর গোত্র কল্পিত হইয়াছে যথা।—গর্গ-গোত্র, প্রবর গর্গ, গার্গ, কৌস্তুভ,ও মাণ্ডব্য এই প্রবর।

গর্গের—বংশাবলী

গর্গ—পিতা

গার্গ—পুত্র

কৌস্তুভ—পৌত্র

মাণ্ডব্য-প্রপৌত্র

এইরূপে গোত্র সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সুস্থির করিয়া বিভিন্ন গোত্রেও বিভিন্ন প্রবরের কন্যাপুত্রে বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়।

গোত্র এক কিন্তু প্রবরের সংখ্যার ন্যূনাতিরেক যথা।—

ঘৃতকৌশিক গোত্র

কুশিক

কৌশিক

কৌশিক

ঘৃতকৌশিক

কুশিক

বন্ধুল

ঘৃতকৌশিক

গোত্রেরই সাদৃশ্য থাকুক আর প্রবরেরই সাদৃশ্য থাকুক বৈসাদৃশ্য না থাকিলেই তাহাদিগকে এক বংশের বিভিন্ন শাখা বা প্রশাখা মনে করা যায়। তদনুসারে সদৃশ প্রবরে ও সদৃশ গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

১। বিসদৃশ গোত্রে—সদৃশ প্রবর যথা—

ঔর্ব্ব
|
চ্যবন
|
ভার্গব { ভৃগু, জমদগ্নি }
|
জামদগ্ন্য
আপ্নবৎ

জমদগ্নি গোত্র	সৌপায়ন গোত্র	বাৎস্য গোত্র	সাবর্ণ গোত্র	মৌদ্গল্য গোত্র

২য়। প্রবর সাদৃশ্য আছে কিন্তু সংখ্যার সমানত্ব নাই—

আঙ্গিরস
|
বার্হস্পত্য } ভরদ্বাজ
|
অপসার
|
নৈধ্রুবা } কাশ্যপ
|
অজমীঢ়

কাণ্বায়ন গোত্র	সৌকালীন গোত্র	ভরদ্বাজ গোত্র	গৌতম গোত্র	গোতম গোত্র	আঙ্গিরস গোত্র

৩য়। সংখ্যা র সমানত্ব আছে কিন্তু সর্ব্বাবয়বে তুল্যতা নাই—

দেবরাজ
|
অশ্বত্থ
|
দেবল
|
আসিত
} প্রবর

কাণ্বগোত্র | শাণ্ডিল্য ও কাঞ্চন গোত্র

এইরূপে গোত্রগত ও প্রবরগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভিন্ন গোত্রে ও ভিন্ন প্রবরের কন্যাপুত্রে পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়।

এক্ষণে গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের উৎপত্তিস্থল তদীয় বংশাবলী ও নিবাসভূমির নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, শ্রোতৃবর্গ অনায়াসে গোত্রাদির মর্ম্ম ও কোন্ ঋষির সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে চারি বেদের সমাচার প্রাপ্ত হওয়াযায়। যাঁহারা চৌবে বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন তাঁহারা চৌবে বা চতুর্ব্বেদী। তদনুসারে ইহাঁদিগের গৃহ্যকর্ম্ম যে কোন বেদের যে কোন শাখা অনুসারে সম্পন্ন হইতে পারে। অথর্ব্ব বা কৃষ্ণযজু ইঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত্রিবেদী বা তেয়ারীদিগের মধ্যে ঋক্‌সাম যজু এই তিনের যে কোন এক বেদ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে। দোবে বা দ্বিবেদী। ইহাদিগের

গৃহকর্ম্মগুলি ঋক্ ও সাম এই দুই বেদ অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেশে অন্যান্য শাখা প্রচলিত থাকিতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশে যাঁহারা আবাস গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গদেশে আশ্বলায়ন, কাণ্ব, কুথুম ও আঙ্গিরস ব্যতীত অন্য শাখার নাম প্রচলন শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং চৌবেরা চতুঃশাখী, ত্রিবেদীরা ত্রিশাখী, দোবেরা দ্বিশাখী।

ঋষিগণের উৎপত্তি।

মুল—	ব্রহ্মা—	স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা বিরাট তাঁহার পিতামহ ব্রহ্মা তদনুসারে ব্রহ্মা লোক-পিতামহ বলিয়া খ্যাত।
পুত্র—	বিরাট—	
পৌত্র—	স্বায়ম্ভুব মনু-	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরা	পুলস্ত্য	পুলহ	ক্রতু	প্রচেতা	বশিষ্ঠ	ভৃগু	নারদ।

ইহাদিগের নাম প্রজাপতি বা আদিম ঋষি।

প্রজাপতি বা আদিম ঋষিগণ হইতে।

চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি হয়। প্রজাপতিগণ ও মনুবর্গ প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মার মানস অনুসারে স্বায়ম্ভুব মনুর

নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর সন্তান হউক বলিয়া ব্রহ্মা মানস করিলে প্রজাপতিগণ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রত্ব স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানস পুত্রও কহিয়া থাকে। ঋষিগণ হইতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ঋষিগণ জগতের পিতৃ পর্য্যায় বা পিতৃলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের পিতা সুতরাং লোকের সঙ্গে ব্রহ্মার পিতামহ সম্বন্ধ তদনুসারে ব্রহ্মাকে লোকপিতামহ কহা গিয়া থাকে। এক্ষণে যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে ঋষিগণ স্বায়ম্ভুব মনু হইতে জন্মিলেন অতএব ঋষিগণ ব্রহ্মার প্রপৌত্র; পুত্র বলা বিধেয় নহে। তাহার মীমাংসাস্থলে ঋষিগণ বলিয়াছেন পুত্রশব্দের অর্থ ধরিলে পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র, শিষ্য, শিষ্যসন্ততি, এবং যে ব্যক্তি কাহারও মানস অনুসারে অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগকে পুত্র শব্দে কহা যায়। এবং লোক ব্যবহারেও দেখা যায় যে পিতামহের পৌত্রের সঙ্গে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ অর্থাৎ সমকক্ষতা ধরা যায়। সেই হেতু লোক ব্যবহারে প্রপৌত্রকে পুত্র স্থলে গ্রহণ করা রীতি, সুতরাং ঋষিগণ প্রপৌত্র হইলেও পুত্রস্থলে অভিহিত হইয়াছেন।

কোন্ কোন্ ঋষি কাহার পিতৃলোক অর্থাৎ জগতের কোন্ বস্তু বা প্রাণী কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারই বিষয় লিখিত হইল। এইটী দেখিলে পাঠকগণ বুঝিবেন আর্য্যজাতিরা ইতিহাসকে বড় ভাল বাসিতেন, এমন প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগের নিকট আর কিছুই ছিল না। অহরহঃ যে সন্ধ্যা বন্দন করিতেন তাহাও কেবল ইতিহাস মূলক।

তর্পনাদি বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে সকল নিত্য ওনৈমিত্তিক কার্য্য করেন তাহাও ঐতিহাসিক বিষয়ের স্মরণ করামাত্র তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আর্য্যেরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ইতিহাস পাঠ করিতেন। ইঁহারা সঙ্কল্প করিয়া ইতিহাস পাঠ করেন। ইঁহাদিগের ইতিহাসের প্রতি এমনি বিশ্বাস আছে যে সমাহিতচিত্তে সাঙ্গোপাঙ্গ ইতিহাস পাঠ করিলে জগতের সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে। এমন বিশ্বাস কি অন্য কোন জাতির আছে? তদনুসারে কত প্রকার ইতিহাসই স্থির করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ের ইতিহাস বিষয়ক কার্য্য পরে দেখান যাইবে, এক্ষণে আদিম বংশের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে কোন্ প্রবরদ্বারা কোন্ গোত্রটীকে পৃথক বা একীকৃত হইয়াছে তাহা দেখাইতে পারিলে আদি বংশের বিবরণটী বিচারকের নিকট পরিস্ফুট হইতে পারিবে জ্ঞান করিয়া অগ্রেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবর মালা দেখান গেল।

যথা—

অঙ্গিরাঋষির সন্তান।	অত্রি সন্তান।	পুলস্ত্য ঋষির সন্তান।
পুত্র		
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত	বহুসংখ্যক সন্তান সকলেই সিদ্ধ মহর্ষি, বিষয়বাসনা শূন্য।	রাক্ষস বানর যক্ষ কিন্নর প্রভৃতি জাতি।

। পুলহ ঋষির বংশ। ।

শলভ | সিংহ | কিম্পুরুষ | ব্যাঘ্র | ঋক্ষ | ঈহামৃগ।

ক্রতু ঋষির বংশ।

পুত্র — সত্যনান্

কন্যা। — ছায়া (সূর্য্যসহচরী)।

দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভজাত একপঞ্চাশত্ কন্যাগণের বংশ অর্থাৎ প্রসূতি পক্ষে দক্ষের দৌহিত্র সন্ততি।

ব্রহ্মার

দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম	বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রসূতির জন্ম।

পূর্ব্বোক্ত এক পঞ্চাশৎ দুহিতাকে দক্ষপ্রজাপতি প্রসূতির প্রার্থনা অনুসারে নিম্নলিখিতরূপে পশ্চাল্লিখিত মহোদয়দিগকে সম্প্রদান করিলেন। প্রথম ১০ টী ধর্ম্মের ভার্য্যা। তৎপরবর্ত্তী ২৭ টী চন্দ্রের পত্নী। তদনুজা ১৩ টী কশ্যপ মহর্ষির সহধর্ম্মিণী ও সর্ব্ব কনিষ্ঠাটী দেবদেব মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গী হন।

ধর্ম্মপত্নী দশকের নাম যথা।

১ কীর্ত্তি। ২ ধৃতি। ৩ মেধা। ৪ পুষ্টি। ৫ শ্রদ্ধা। ক্রিয়া। ৭ বুদ্ধি। ৮ লজ্জা। ৯ মতি। ১০ লক্ষ্মী।

চন্দ্রপত্নী সপ্তবিংশতির নাম।

ইহাঁদিগকে নক্ষত্র শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ২৭ নক্ষত্র যথা।

১	২	৩	৪	৫	
অশ্বিনী।	ভরণী।	কৃত্তিকা।	রোহিণী।	মৃগশিরা।	
৬	৭	৮	৯	১০	১১
আর্দ্রা।	পুনর্ব্বসু।	পুষ্যা।	অশ্লেষা।	মঘা।	পূর্ব্বফল্গুণী।
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উত্তরফল্গুণী।	হস্তা।	চিত্রা।	স্বাতি।	বিশাখা।	অনুরাধা।
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
জ্যেষ্ঠা।	মূলা।	পূর্ব্বাষাঢ়া।	উত্তরাষাঢ়া।	শ্রবণা।	ধনিষ্ঠা।
২৪	২৫	২৬	২৭		
শতভিষা।	পূর্ব্বভাদ্রপদ।	উত্তরভাদ্রপদ।	রেবতী।		

শিবপত্নী সতী (আদ্যাশক্তি)।

মহাভারত দেখ।

ভাগবৎ পুরাণ অনুসারে মনুবংশাবলী—

মনুর পত্নী শতরূপা। শতরূপা হইতে আকুতি, প্রসূতি, ও দেবহূতি এই তিন কন্যা জন্মে। রুচি মুনির সহিত আকুতির বিবাহ হয়। আকুতির গর্ব্ভে দুইটী সন্তান জন্মে অম্মধ্যে তাহাদিগের একের নাম বিষ্ণু অপরের নাম দক্ষিণা। বিষ্ণু পুত্র, দক্ষিণা কন্যা। বিষ্ণু মনুর পুত্রিকা। আকুতি মনুর পুত্রিকা কন্যা ছিলেন।

বিষ্ণুর সহিত দক্ষিণার বিবাহ হয়। বিষ্ণুর ঔরসে দক্ষিণার গর্ব্ভে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইদ্ধ, কবি, বিভু, সাহ্ন, সুদেব ও রোচন জন্ম গ্রহণ করেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পরে স্বারোচিষ মনুর অধিকার সময়ে ইঁহারাই দেবতা মধ্যে গণ্য। তৎকালে ইঁহারা তুষিতগণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। স্বারোচিষের অধিকার কালে মরীচি প্রভৃতি ঋষি। তৎকালের ইন্দ্রের নাম যজ্ঞ।

মনুকন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। দেবহূতি হইতে কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে। ঐ নয়টী কন্যা নব ব্রহ্মর্ষির করগ্রহণ করেন।

মরীচি পত্নী কলা — কশ্যপ, পূর্ণমাস

পূর্ণমাস — বিরজ, বিশ্বগা

অত্রি পত্নী অনসূয়ার সন্তান — দত্ত, দুর্ব্বাসা, সোম

তৎপরে দেবহূতির গর্ব্ভে স্বর্ণদী মন্দাকিনী জন্মগ্রহণ করেন। দেবহূতির গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ হেতু ইঁহার নাম দেবাকৃতি হয়। *

---

* মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ যজ্জিরে।
আকূতি দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥ ২
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদপি ভ্রাতৃমতীং নৃপঃ।
পুত্রিকা ধর্ম্মমাশ্রিত্য শতরূপানুমোদিতঃ ॥ ৩
প্রজাপতিঃ স ভগবান্ রুচিস্তস্যামজীজনৎ।
মিথুনং ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পরমেণ সমাধিনা ॥ ৪

দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণকে অষ্টবসুশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। অষ্টবসুর নাম যথা——

যস্তয়োপুরুষঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যজ্ঞস্বরূপধৃক্।
যা স্ত্রী সা দক্ষিণাভূতে বংশভূতানপায়িনী॥ ৪
আনিন্যে স্বগৃহং পুত্র্যাঃ পুত্রং বিততরোচিষং।
স্বায়ম্ভুবোমুদাযুক্তোরুচি র্জগ্রাহ দক্ষিণাং॥ ৫
তাস্তসকাময়মানাং ভগবান্ যজুষাং পতিঃ।
তুষ্টায়াং তোষমাপন্নো জনয়ৎ দ্বাদশাত্মজান্।। ৬
তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষঃ ভদ্রঃশান্তি রিড়স্পতিঃ।
ইধ্মঃ কবিঃ বিভুঃ স্বাহ্নঃ সুদেবো রোচনোদ্বিষট্।।
তুষিতা নাম তে দেবা আসন্ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মরীচিমিশ্রঃ ঋষয়ো যজ্ঞঃসুরগণেশ্বরঃ।। ৮
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৃণাং মনুবৃত্তং তদন্তরং।। ৯
দেবহূতিমদাত্তাস্ত কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতো মম।। ১০
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।
প্রায়চ্ছৎ যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রিলোক্যাং বিততোমহান্।। ১১
যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তা নবব্রহ্মর্ষি পত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতি প্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধমে।। ১২
পত্নীমরীচেস্তুকলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণমাসঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ।।১৩
পূর্ণিমাহসুত বিরজং বিশ্বগাঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃপাদশৌচাৎ যাহভূৎ সরিদ্দিবঃ।।১৪
অত্রেঃপত্ন্যনসূয়াত্রীন্ সুযশসঃসুতান্।
দত্তং দুর্ব্বাসসং সোমমাত্মেশ ব্রহ্মসম্ভবান্।।১৫

ভাগবৎপুরাণ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ধর। ধ্রুব। সোম। অহ। অনিল। অনল। প্রত্যূষ। প্রভাস।

দক্ষ প্রজাপতির পত্নী প্রসূতি ব্যতীত অন্য পত্নী সন্তানগণের নাম। যথা—

ধূমার | শ্বসার | রক্তার | শাণ্ডিলীর | মনস্বিনীর | প্রভাতার সন্তান
ধর, ব্রহ্মবিদ্য, ধ্রুব। | অনিল, | অহ, | অগ্নি, | চন্দ্র, | প্রত্যূষ প্রভাস

দক্ষপত্নী প্রসূতি দুহিতা কশ্যপপত্নী ত্রয়োদশকের নাম ও বংশাবলী যথা।—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
অদিতি। দিতি। দনু। কালা। দনায়ু। সিংহিকা।

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ক্রোধা। প্রধা। বিশ্বা। বিনতা। কপিলা। মুনি।

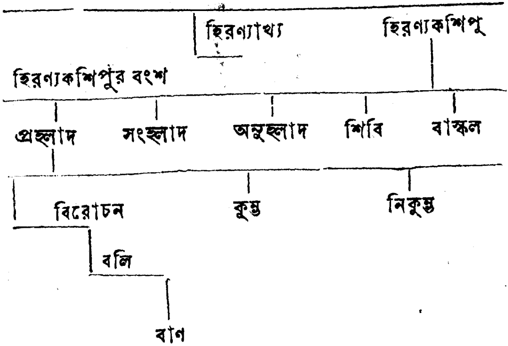
১৩
কদ্রু।

অদিতিবংশ (বা আদিত্যগণ)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধাতা। মিত্র। অর্যামা। শক্র। বরুণ। অংশ। ভগ। বিবস্বান্। পুষা।

১০ ১১ ১২
সবিতা। ত্বষ্টা। বিষ্ণু। চন্দ্র ও সূর্য্য দেবগণের মধ্যে গণ্য।

দিতির বংশ (বা দৈত্যগণ)



দনুর সন্তান বা (দানবগণ)

দানবগণের পুত্র পৌত্রাদি অনন্ত সংখ্যক সুতরাং এখানে নাম নির্দ্দেশ দ্বারা পুস্তক বাহুল্য করা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ তাঁহাদিগেরই নামোল্লেখ করা গেল। নমুচি, পুলোম, স্বর্ভানু, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্ব, শরভ, ও শলভ। দনুর পুত্রগণ মধ্যেও একজনের নাম চন্দ্র ও অপরের নাম সূর্য্য আছে।

দনুর পৌত্রগণের মধ্যে বাতাপী অতি প্রসিদ্ধ।

কশ্যপ জায়া সিংহিকার গর্ব্ভে কশ্যপের চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম রাহু, মধ্যমের নাম

সুচন্দ্র, তৃতীয়ের নাম চন্দ্রহন্তা ও সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম চন্দ্র প্রমর্দ্দন। এই চারিজনের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য।

কশ্যপমহোদয়ের পঞ্চম পত্নীর চারি সন্তান।

বিক্ষয়	বল	বীর	বিত্র

ইঁহাদিরে নাম অসুর। অসুরকুলের মধ্যে বিত্রাসুর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কশ্যপের চতুর্থ পত্নী [কালা] বা কাষ্ঠার বহুতর পুত্র জন্মে কিন্তু তন্মধ্যে কেহই বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। ইহারাও অসুরকুলের মধ্যে গণ্য। ইহাদিগের মধ্যে বিনশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন।

বিনতাসন্তান।

অরুণ	গরুড়

কদ্রুসন্তান [বা অষ্টনাগ]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
শেষ	অনন্ত	বাসুকি	তক্ষক	ভুজঙ্গ	কূর্ম্ম	কুলিরক	নাগ

কশ্যপপত্নী মুনির সন্তানগণও সর্পজাতির মধ্যে গণ্য। তন্মধ্যে কালীয় নাগ অতি প্রসিদ্ধ। মহাভারত। শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, মহাপদ্ম, কর্কোট, ধনঞ্জয়, কালীয়, ধৃতরাষ্ট্র, পিঙ্গল, মণিভদ্রক, ও ঐরাবত, প্রভৃতির কোন কোন নাগকে কেহ কেহ অষ্টনাগ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন এবং

পূর্ব্বোক্ত নাগের ভুজঙ্গাদিকে পরিত্যাগ করেন। কৃত্যতত্ত্ব দেখ।

কশ্যপ পত্নী প্রধার সন্তান গণমধ্যে কতকগুলি সুরকুল কতগুলি অসুরকুল, এবং কতকগুলি গন্ধর্ব্ব কুলের সঙ্গ গ্রহণ করিয়া সঙ্গদোষে বা গুণে ও তৎ শ্রেণীর মধ্যে পৃথক রূপে পরিগণিত হন।

প্রধার সন্তান সমূহ মধ্যে বিশ্বাবসু ও ভানু দেবগণের মধ্যে খ্যাতাপন্না যাঁহারা গন্ধর্ব্ব কুল বলিয়া খ্যাত তাহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। অপ্সরা কুল ও গন্ধর্ব্ব কুল। অপ্সরাবর্গ স্ত্রী জাতি, গন্ধর্ব্বগণ পুরুষ জাতি।

অপ্সরাকুলের প্রসিদ্ধ স্ত্রীগণ	গন্ধর্ব্বকুলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-বর্গ
অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎ-পর্ণা, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা, ও কেশিনী	সুবাহু, হাহা, হুহু, ও তুম্বুরু এই চারিটীই বিশেষ অগ্রগণ্য।

কশ্যপের প্রিয়তমা পত্নী কপিলা হইতে

১। ।২ ।৩ ৪। ৫।

অমৃত বিপ্রজাতি গোসমূহ গন্ধর্ব্ব অপ্সরাকুল এই পাঁচ মহানিধি বা সন্তান জন্মে। এই সকল সন্তান হইতেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

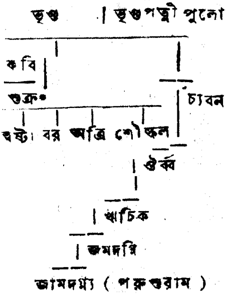
আশ্বিনীকুমারদ্বয় কশ্যপের পৌত্র

বড়বারূপী সবিতা ত্বাষ্ট্রীনামে এক অশ্বিনীতে উপগত হন ঐ ত্বাষ্ট্রী একেবারে পুত্রযুগল প্রসব করে। ইহাঁরা সবিতৃ সন্তান, এজন্য সুরগণের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বৃহস্পতি দেবতাদিগের পুরোহিত। ইহাঁকে সুরগুরু বা সুরাচার্য্য ও বলিয়া থাকে।

ভৃগু বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের ভার্য্যা দনায়ুর গর্ভে পুলোমা নামে এক কন্যা জন্মে, মহর্ষি ভৃগু ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

ভৃগুকুল।



(মনুকন্যা আরুষীকে বিবাহ করেন। ঔর্ব্ব সুকন্যাকে দাররূপে গ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে প্রমতি নামে ঔর্ব্বের এক পুত্র জন্মে। প্রমতি ঘৃতাচীকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করেন। তাহা হইতে প্রমতির এক পুত্র জন্মে তাহার নাম রুরু।

রুরু প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্ভে রুরুপুত্র শুনক ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। শুনকের পুত্র শৌনক।

বশিষ্ঠ ঋষি অরুন্ধতী ও অক্ষমালাকে বিবাহ করেন। জগতে এই দুই ললনা সাধ্বী স্ত্রীদিগের মধ্যে পুরোভাগে আসন প্রাপ্ত হন।

---

* চত্বারস্তস্য তনয়া জাতা অসুরযাজকাঃ।
ঘষ্টোবরস্তথাত্রিশ্চ শৌক্কলশ্চেতি বাগ্মিনঃ॥
কালিকাপুরাণ।

ব্রহ্মা	———পিতামহ	অরুন্ধতীর গর্ব্ভে বশিষ্ঠের ঔরসে শক্তি ঋষির জন্ম হয়। অরুন্ধতী কর্দ্দম ঋষির দুহিতা।
বশিষ্ঠ বংশ	মূল বা পিতা	
শক্তি	পুত্র	
পরাশর	পৌত্র	
ব্যাসদেব	প্রপৌত্র	

অঙ্গিরা বংশ

অঙ্গিরা—কর্দ্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধার পানি পীড়ন করেন। শ্রদ্ধার গর্ব্ভে ইহার দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের একের নাম উতথ্য এবং অপরের নাম বৃহস্পতি। কন্যাচতুষ্টয়ের নাম কুহু, রাকাসিনী, বালী ও অনুমতি।

কপিল ঋষি—কর্দ্দমমুনির পত্নী দেবহুতির গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিলের পুত্র কুশনাভ, তৎপুত্র গাধি ও তৎসুত রিশ্বামিত্র।

ভরদ্বাজ ঋষি—উতথ্য মুনির পত্নী মমতার গর্ব্ভে বৃহস্পতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা, বৃহস্পতি ও উতথ্য প্রভৃতির বর অনুসারে ভরদ্বাজ অত্যন্ত মান্য ও বিদ্বান হন। বাক্‌সিদ্ধ ওছিলেন।

অষ্টাবক্র——কহোড় মুনির সন্তান।

উগ্রশ্রবা—লোমহর্ষণ পুত্র।

ভরদ্বাজ হইতে ভরদ্বাজ গোত্রের সৃষ্টি। তাঁহার জন্ম বিবরণ যথা।——মহর্ষি

কচ——বৃহস্পতির পুত্র।

কণ্ব—(ক্ষত্রিয়) অপ্রতিরথ নামা ক্ষত্রিয়পুত্র।

কুশিক—ইহার অপর নাম বিশ্বামিত্র।

আস্তিক—জরৎকারু সন্তান।

জরৎকারু—জটাচর্ম্ম বংশসম্ভূত।

ত্রিশিরা—ত্বষ্টামুনির সন্তান।

বালখিল্য—ইহাঁরা ক্রতুর সন্তান। সংখ্যা ৬০০০০; পুলস্ত্য কন্যা সন্নতি ইহাদিগের গর্ভ্ভধারিণী। ইহারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, যতি ও ঊর্দ্ধরেতাঃ।

ধাতা } ভৃগুসন্তান।
বিধাতা }

সনৎকুমার } ব্রহ্মার মানস
ও সনন্দ } পুত্র।

ভরদ্বাজের জন্ম বিবরণ মহাভারত আদিপর্ব্ব সম্ভব উতথ্য পুত্রবিরহে সোমদেব ও মরুৎ দেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া পুত্রেষ্টি যাগের ফল স্বরূপ তুমি পূর্ণমনোরথ হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই আশীর্ব্বাদ প্রভাবে উতথ্য পত্নী মমতা গর্ব্ভবতী হইলেন। মমতা যখন পূর্ণগর্ব্ভা তৎকালে বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া মমতাতে উপগত হন। কিন্তু গর্ব্ভস্থ পুত্র বৃহস্পতিবীর্য্য পাদদ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু বৃহস্পতির অমোঘ বীর্য্য হইতে এক সন্তান জন্মিল তাহাকেই ভরদ্বাজ কহা যায়। তখন গর্ব্ভস্থ শিশুকে বৃহস্পতি এই শাপ দিলেন যে তুমি অন্ধ হও। সেই পুত্রের নাম দীর্ঘতমা। মমতা ভরদ্বাজকে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বামী-

পর্ব্বাধ্যায় সত্যবতী সমীপে ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরশুরাম উতথ্য ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান দেখ।

নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, স্বামী পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া তাহাকে স্বাধ্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৃহস্পতিও কহেন, রে মূঢ় তুই ইহাকে ভরণ কর এই শিশু আমাদিগের দুই ভ্রাতার ঔরসজাত, এজন্য ইহাকে দ্বাজ এবং তুই ভরণ করিবি বলিয়া ইহার নাম ভরদ্বাজ হইল।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখিলে এই মাত্র জানা যায়, যে, হিরণ্যগর্ত্ত পিতামহ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরাটের জন্ম, বিরাটপুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি বা ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস অনুসারে পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ইহাঁদিগকে সেই জন্য ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া থাকে। ইহাঁরাই প্রজা সৃষ্টি করেন, এজন্য ইহাঁদিগকে প্রজাপতিও কহা যায়। এই সকল ঋষিগণ যাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন তাঁহারাই সমস্ত জগতের পিতৃলোক বলিয়া খ্যাত।

ঋষিগণ হইতে পিতৃলোকের জন্ম
পিতৃগণ ,, দেব ও দানবের জন্ম
দেবগণ ,, জগতের সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের

উৎপত্তি। মনু. ৩. অ. ১৯৩ হইতে ২০১ শ্লোক দেখ।

কোন গণের	কে পিতৃলোক।	ঐ পিতৃলোক কাহার সন্তান*
সাধ্যগণের	সোমসদ্‌গণ	বিরাট পুত্র
দেবগণের	অগ্নিষ্বাত্তাগণ	মরীচি পুত্র
দৈত্যগণের	বর্হিষদ্‌গণ	অত্রিপুত্র
দানবগণের	ঐ	ঐ
যক্ষগণের	ঐ	ঐ
রক্ষগণের	ঐ	ঐ
গন্ধর্ব্বগণের	ঐ	ঐ
উরগবর্গের	ঐ	ঐ
সুপর্ণগণের	ঐ	ঐ
কিন্নরগণের	ঐ	ঐ
বিপ্রগণের	সোমপাগণ অগ্নিষ্বাত্তাগণ সৌম্যগণ	কবি (ভৃগু) পুত্র
ক্ষত্রিয়দিগের	হবির্ভুক্‌বর্গ	অঙ্গিরা সন্তান
বৈশ্যদিগের	আজ্যপাবর্গ	পুলস্ত্য সন্তান
শূদ্রগণের	সুকালিনবর্গ	বশিষ্ঠ সন্তান

* যস্মাতুৎপত্তিরেতেষাং সর্ব্বেষামপ্যশেষতঃ।
যেচ যৈরুপচর্য্যাস্ত্যুনি য়মৈস্তান্নিবোধত।।

স্কন্দপুরাণের বচনানুসারে ইহাই নির্ণয় করিতে হয় যে রবি (সূর্য্য) যে সময়ে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তৎকালে তিনি কলিঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্র যে সময়ে অবনীতে অবতীর্ণ হন তৎকালে তাঁহাকে যমুনাতে সূতিকাগৃহ গ্রহণ করিতে হয়। মানবগণের উপকার সাধনার্থে অঙ্গারক (মঙ্গল) নভোমণ্ডল হইতে অবন্তী দেশে অবতীর্ণ হন। তদনুসারে অবন্তী দেশকে তাঁহার জন্ম স্থান ধরা যায়। পণ্ডিতেরা মগধদেশই বুধের জন্ম স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুধের পিতা চন্দ্র।

মনো হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃপিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ।।
বিরাটসুতাঃ সোমষদঃ সাধ্যানাং পিতরঃস্মৃতাঃ।
অগ্নেষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মরীচ্যা লোকবিশ্রুতাঃ।।
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাং।
সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চস্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ।।
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণান্তু সুকালিনঃ।
সোমপাস্তুকবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ।।
অগ্নিদগ্ধাননগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ।।
যএতেতুগণামুখ্যাঃ পিতৃণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্র মনন্তকং।।
ঋষিভ্যঃ পিতরোজাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যাস্তু জগৎসর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ।।

মগধ দেশের নৃপতিগণ বুধের সন্তান। তদনুসারে মগধ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। বর্ত্তমান পাটনা (পাটলীপুত্র) নগরে চন্দ্র বংশীয় নরপতিগণের রাজ-সিংহাসন ছিল। বৃহস্পতি সিন্ধুদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তথায় তিনি তাহাদিগের পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া চির-সুখে বাস করিতেছেন। শুক্র মহোদয় ভোজকটে (ভোজদেশে) প্রসূত হন। তাঁহাকে বৃহস্পতি অপেক্ষা পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া অসুরগণ শুক্রকেই আপনাদিগের গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সৌরাষ্ট্র দেশটী শনৈশ্চর গ্রহের জন্ম ভূমি বলিয়া পরিগণিত ও তদ্ধেতুকই পবিত্র। অসুরশ্রেষ্ঠ রাহুগ্রহ প্রথমে নাটিকা পুরে উদিত হন। কেতু গ্রহের প্রথম উদয় স্থান অন্তর্বেদী প্রদেশ।

স্কন্দ পুরাণের বচন যথা।

জন্মর্ক্ষ গোত্রমেতেষাং বর্ণস্থানমুখানি চ।
যো জ্ঞাত্বা কুরুতে শান্তিং গ্রহাস্তে মাবমানিতা।।
উৎপন্নোহর্ক কলিঙ্গেষু যমুনায়াঞ্চ চন্দ্রমাঃ।
অঙ্গারকস্তবন্ত্যাস্তু মাগধেষু হিমাংশুজঃ।।
সৈন্ধবেষু গুরু র্জাতঃ শুক্রো ভোজকটে তথা।
শনৈশ্চরশ্চ সৌরাষ্ট্রে রাহুর্বৈ নাটিকাপুরে।
অন্তর্বেদ্যাং তথা কেতুরিত্যেতা গ্রহভূময়ঃ।।
আদিত্যঃ কাশ্যপো গোত্রে আত্রেয়শ্চন্দ্রমা ভবেৎ।
ভরদ্বাজো ভবেদ্ভৌমস্তথাত্রেয়শ্চ সোমজঃ।
গুরুঃপুত্রোহঙ্গিরোগোত্রঃ শুক্রো বৈ ভার্গবস্তথা।।
শনিঃ কাশ্যপ এবায়ং রাহুঃ পৈঠীনসি তথা।

কেতবোজৈমিনেয়াশ্চ শূদ্রা লোকহিতেরতাঃ॥
তস্মোত্ত জাতীর্জাবা হোমংষঃ কুরুতে নরঃ।
নতস্য ফলমাপ্নোতি নচতুষ্যন্তি দেবতাঃ।
নহুতং নচ সংস্কারো নচ যজ্ঞফলং লভেৎ॥
জ্যোতিস্তত্ত্বে গোভিলকাত্যায়নৌ—
ব্রাহ্মণৌ ভার্গবাচার্য্যৌ ক্ষত্রিয়া বর্কলোহিতৌ।
বৈশ্যৌ সোমবুধৌচৈব শেষান্ শূদ্রান্ বিনির্দ্দিশেৎ॥

রবি (সূর্য্য) অদিতির পুত্র—আদিত্য, আদিত্যগণ কশ্যপ-সন্তান সুতরাং তিনি কাশ্যপ গোত্র। সোম (চন্দ্রমাঃ) অত্রিমুনির নয়ন হইতে উত্থিত হন সুতরাং তাঁহার গোত্র আত্রেয়। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মঙ্গল গ্রহ ভরদ্বাজ গোত্রভাগী। বুধ চন্দ্রসন্তান, সুতরাং তিনিও আত্রেয় গোত্র। বৃহস্পতি অঙ্গিরা বংশে প্রসূত হন এই কারণে তিনি অঙ্গিরা গোত্র ভাগী। শুক্রগ্রহ ভার্গব গোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। শনি কাশ্যপ গোত্র। রাহু পৈঠীনসি গোত্র। কেতু জৈমিনি গোত্র।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদ্গণ এই নবগ্রহকে আবার চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। গুরু ও শুক্র ব্রাহ্মণ জাতি। রবি ও মঙ্গল ক্ষত্রিয় জাতি। সোম ও বুধ ইহারা বৈশ্য জাতি। শনি, রাহু ও কেতু ইহারা শূদ্রবর্ণ। গ্রহগণের জন্মস্থান, জাতি ও গোত্র দর্শন করিলে অবশ্য একটী উপদেশ পাওয়া যাইবে।

গ্রহের নাম	জন্মভূমি	গোত্র	জাতি
রবি	কলিঙ্গদেশ	কাশ্যপ	ক্ষত্রিয়
সোম	যমুনা প্রদেশ	আত্রেয়	বৈশ্য
মঙ্গল	অবন্তি দেশে	ভরদ্বাজ	ক্ষত্রিয়
বুধ	মগধ দেশে	আত্রেয়	বৈশ্য
বৃহস্পতি	সিন্ধুদেশে	অঙ্গিরা	ব্রাহ্মণ
শুক্র	ভোজকটে	ভার্গব	ঐ
শনি	সৌরাষ্ট্র	কাশ্যপ	শূদ্র
রাহু	নাটিকাপুর	পৈঠীনসি	ঐ
কেতু	অন্তর্বেদী	জৈমিনি	ঐ

পূর্ব্বকালে সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণকে পরমেশ্বর জ্ঞানে লোকে পূজা করিত। যখন লোক সকল অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইলেন তখন ঐ সমস্তের প্রতি ঐশিকশক্তি প্রদান করিবার বিষয়ে লোকের রুচি পরিবর্ত্ত ও বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইতে লাগিল। তৎকালে ইঁহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে যে ঋষি যে ভাবে যেমন অবস্থায় আবিষ্কৃত করিলেন তিনি তদ্গোত্র ও তদ্দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই প্রস্তাব দ্বারা গ্রহদিগের বাসস্থলের স্থিরতা করা যাউক বা না যাউক কিন্তু এই সকল প্রমাণ দ্বারা উপরি কথিত ঋষিদিগের তাৎকালিক বাসস্থলের নির্ণয় হইতে পারে।

এইরূপে গ্রহগণ সেই সেই ঋষির বংশীয়, তদ্দেশ নিবাসী এবং তিনি যে ঐ গ্রহকে তাহার স্বভাব ও শক্তি অনুসারে মানবমণ্ডলীর যে বর্ণের যে স্বভাব বলিয়া স্থির করিয়াছেন তিনি সেই জাতি বলিয়া উল্লিখিত হন। এইরূপ মীমাংসা না করিলে গ্রহগণের জাতি, বাসস্থান, ও গোত্রাদির গতি লাগে না। এবং ঋষিদিগের বাস স্থলের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

ঋষিদিগের বংশাবলী একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের কৃত গোত্রগুলির প্রবর বলা আবশ্যক। তদনুসারে এই খানে প্রত্যেক গোত্রের প্রবর গুলি লিখিত হইল।

গোত্র	প্রবর					সংখ্যা
আঙ্গিরস—	আঙ্গিরস	বশিষ্ঠ	বার্হস্পত্য	—	—	৩
অনাবৃকাখ্য—	গার্গ্য	গৌতম	বশিষ্ঠ	—	—	৩
ঘৃতকৌশিক—	কুশিক	কৌশিক	ঘৃতকৌশিক—		—	৩
ঘৃতকৌশিক—	ঐ	ঐ	ঐ		বন্ধুল	৩
বাৎস্য—	ঔর্ব্ব	চ্যবন	ভার্গব	জামদগ্ন্য	আপ্নুবৎ	৫
সাবর্ণ—	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
মৌদ্গল্য—	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
শৌপায়ন—	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
জামদগ্ন্য—	জমদগ্ন্য	ঔর্ব্ব	বশিষ্ঠ	—	—	৩

গোত্র	প্রবর					সংখ্যা
কৌশিক—	কৌশিক	অত্রি	জমদগ্ন্য	—	—	৩
বৃদ্ধি—	কুরু	আঙ্গিরস	বার্হস্পত্য	—	—	৩
বিষ্ণু—	বিষ্ণু	বৃদ্ধি	কৌরব	—	—	৩
কাশ্যপ—	কাশ্য	অপ্সার	—	—	নৈধ্রুবা	৩
কুশিক—	কুশিক	—	কৌশিক	—	বিশ্বামিত্র	৩
কৌণ্ডিল্য—	কৌণ্ডিল্য	স্তিমিক	কৌৎস্য	—	—	৩
গর্গ—	গার্গ	কৌস্তুভ	মাণ্ডব্য	—	—	৩
অব্য—	অব্য	বলি	সারস্বত	—	—	৩
জৈমিনি—	জৈমিনি	উতথ্য	সাঙ্কৃতি	—	—	৩
আলম্যান—	আলম্যান	শাঙ্কায়ন	শাকটায়ন	—	—	৩
বাসুকি—	অক্ষোভ্য	অনন্ত	বাসুকি	—	—	৩
রোহিত—	ভার্গব	নীললোহিত	রোহিত	—	—	৩
শাণ্ডিল্য—	শাণ্ডিল্য	আসিত	দেবল	—	—	৩
কাণ্ব—	কাণ্ব	অশ্বত্থ	দেবল	—	—	৩
কাঞ্চন—	—	অশ্বত্থ	দেবল	দেবরাজ	—	৩
আত্রেয়—	আত্রেয়	শাতাতপ	সাংখ্য	—	—	৩
অত্রি—	অত্রি	আত্রেয়	শতাতপ	—	—	৩
কৃষ্ণাত্রেয়—	কৃষ্ণাত্রেয়	আত্রেয়	আরাস	—	—	৩
কাত্যায়ন—	অত্রি	—	—	ভৃগু	বশিষ্ঠ	৩
পরাশর—	—	—	পরাশর	শক্তি	বশিষ্ঠ	৩

গোত্র	প্রবর					সংখ্যা।
বশিষ্ঠ—	বশিষ্ঠ	অত্রি	সাঙ্কৃতি —		—	৩
সাঙ্কৃতি—	অব্যাহ	আরাত্রি	সাঙ্কৃতি —		—	৩
বৈয়াঘ্র—	—	—	সাঙ্কৃতি —		—	১
বৈয়াঘ্রপদ্য—	—	—	সাঙ্কৃতি —		—	১
শক্তি—	শক্তি	পরাশর	—	—	বশিষ্ঠ	৩
শুনক—	শুনক	শৌনক	গৃৎস্যমদ—		—	৩
বিশ্বামিত্র—	বিশ্বামিত্র	মরীচি	কৌশিক—		—	৩
অগস্ত্য—	অগস্ত্য	দধিচি	জৈমিনি			৩
কাণ্বায়ন—	কাণ্বায়ন	আঙ্গিরস	বার্হস্পত্য	অজমীঢ়—		৪
সৌকালিন—	সৌকালিন	আঙ্গিরস	বার্হস্পত্য	অপ্সার	নৈধ্রুবা	৫
ভরদ্বাজ—	ভরদ্বাজ	আঙ্গিরস	বার্হস্পত্য	—	—	৩
গৌতম—	গৌতম	আঙ্গিরস	বার্হস্পত্য	—	নৈধ্রুবা	৪
গোতম—	গোতম	বশিষ্ঠ	বার্হস্পত্য	—	—	৩

ইতি ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপে গোত্রপ্রবরবিবেকঃ।

পূর্ব্বে গোত্র শব্দে রূঢ়ী অর্থ ও যোগরূঢ়ী অর্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন করিলে নিশ্চয় বোধ হইবে যে শূদ্রগণ এক গোত্র হইলেও পরস্পর এক বংশীয় নহেন। তাঁহারা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র ভজনা করেন। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগের সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করেন না। যদি গোত্র শব্দে গোচারণ স্থান না হইয়া কেবল বংশের আদিম পুরুষকে বুঝাইত তাহা হইলে ঋষিগণ শূদ্রগণের পক্ষে কদাচ সগোত্রে বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ প্রবরের বৈসাদৃশ্য বিনির্ণয় পূর্ব্বক এক বিধ-নামধারী অপর ঋষিকে পৃথকবংশসম্ভূত বলিয়া নির্ণয় করিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ ঋষিদিগের বংশাবলীর পরিচয় দ্বারা আর একটী উপদেশ পাওয়া যাইতেছে, যে প্রজাপতিদিগের দুহিতৃ—সন্তান—দৌহিত্রগুলিই ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হইলেন, পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য আখ্যা ধারণ করিলেন।

এক্ষণে একটি আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, পুত্র সন্তান অপেক্ষা দৌহিত্র সন্তান কেন ব্রাহ্মণ রূপ মাননীয় সম্মান পাইলেন? পুত্রগুলিই বা কেন তদপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীতে আসীন হইলেন? এই দুইটি প্রশ্ন, শুনিতে যাদৃশ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, মীমাংসা করিতে গেলে তাদৃশ বোধ হইবে না।

মনুবর্গ পুত্রগণকে রাজ্য ভোগাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন সুতরাং পিতৃ আজ্ঞা হেতু পুত্রগণ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তাহাতেই একান্ত ব্যাশক্ত হন বলিয়া তাঁহারা রাজন্য (ক্ষত্রিয়) আখ্যা পাইলেন। আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পিতৃমর্য্যাদা অনুসারেই প্রায় সন্তানের জাতি নির্ণয় হয়। তদনুসারে মনুর দুহিতৃ সন্তানগণ ব্রাহ্মণ। ভিন্ন বংশীয় বলিয়া দৌহিত্রগণ রাজ্য ভোগে নিতান্ত অনধিকারী হইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে স্বীয় স্বীয় মাতুল অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন আসনে প্রতিষ্ঠা করাইবার অভিপ্রায়ে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ

করিয়া সজাতীয় ব্যবসায়ে (ষট্‌কর্ম্মে) মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মনির্ণয়ে আত্মসমর্পণ করিলেন, তদনুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ উপাধি ধারণ করেন।

প্রজাপতিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে অদ্যাপিও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে, সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত মান্য ব্যক্তিদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, এবং পুত্রদিগকে দারপরিগ্রহ করাইবার সময় অপেক্ষাকৃত ন্যূন কুলশীল বিশিষ্টের কন্যাগ্রহণে অনিচ্ছুক বা আপনাকে অসম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন না। এইরূপে দৌহিত্রগণ পুত্রপৌত্রাদি অপেক্ষা মাননীয় হইয়াছে; দৌহিত্রগণ এতদূর সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছেন যে পিতৃশ্রাদ্ধে দৌহিত্রকে অবশ্য ভোজন করাইতে হইবে। ভোজন করাইলে পিতৃলোকের তৃপ্তি অনন্তস্থায়ী হয়, এই মূল ধরিয়াই আর্য্যজাতির সমাজ মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয় জাতি।

ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণমধ্যেও বংশ মর্য্যাদার তারতম্য অনুসারে সম্মান সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

ইঁহাদিগের মধ্যে	সূর্য্যবংশীয়	অযোধ্যাবাসী	ইহারাই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কুলিন স্থানীয়
	চন্দ্রবংশীয়	মগধ দেশবাসী	
	যদুবংশীয়	মথুরাও দ্বারকাবাসী	
	নাগবংশীয়	সিন্ধু দেশবাসী	
	অগ্নিকুল সম্ভব	রাজস্থানবাসী	
	রাঠোরবংশীয়	উজ্জয়িনীবাসী	
	কুরুবংশীয়	হস্তিনাবাসী	
	গর্গবংশীয়	খলোয়ারবাসী	
	রাণাকুল	উদয়পুরবাসী	

যাঁহারা স্থান ভ্রষ্ট তাঁহারা যদি প্রকৃত পক্ষে উপরি-উক্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের কোন একতমের অধস্তন সন্ততি হন তথাপি স্বস্থানস্থ তজ্জাতীয় অপেক্ষা মাননীয় নহেন।

চতুর্দ্দশ মনুবৃত্তান্ত।

স্বায়ম্ভুব মনু—ইনি ব্রহ্মার পৌত্র। প্রজাপতিদিগের পিতা ও মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তা। প্রতিকল্পে এক এক মনুর অধিকার হয়। তদনুসারে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়। ব্রহ্মার এক দিবসের চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ এক এক মনুর অধিকার; প্রত্যেক মনুর অধিকারে স্বতন্ত্র দেবতা স্বতন্ত্র ঋষি স্বতন্ত্র ইন্দ্রাদির কল্পনা হয়। তত্তৎকালের নিয়ত সেই সেই দেবতা, সেই

সেই ঋষি ও সেই সেই দিক্‌পালাদি ত্রিভুবন শাসন করেন। ছয় জন মনুর অধিকার গত হইয়াছে এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। ইঁহার অধিকার গত হইলে ব্রহ্মার এক দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধ গত হইবে পরার্দ্ধ থাকিবে। প্রথমার্দ্ধ দিন, পরার্দ্ধ রাত্রি। এক দিন ও এক রাত্রি গত হইলে পুনর্ব্বার ত্রিজগতের লয় ও সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। রাত্রির শেষ ভাগে সমুদায় সৃষ্টবস্তুর ধ্বংশ হয়। প্রভাতে ব্রহ্মা স্বপ্নোত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করেন। এই-রূপে চতুর্দ্দশ মনু গত হইলে এক এক কল্প হয়। এই প্রকার ব্রহ্মার এক শত বৎসর পরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মহা-প্রলয়ের জলে লীন হইবে।

লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আপন শরীর দ্বিখণ্ডিত করিলেন, দক্ষিণার্দ্ধ হইতে এক পুরুষ, বামার্দ্ধ হইতে এক স্ত্রী জন্মিল, ঐ দুই জনে দম্পতী ভাব হইল। তাঁহাদিগের সংযোগে যে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন তাঁহার নাম বিরাট বা মহাবিরাট। ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া যে মহাত্মা সৃষ্টি করিলেন তিনিই স্বায়ম্ভুব মনু। অর্থাৎ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ পুরুষের নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। যথা

"মনুমেকে বদন্ত্যগ্নিমপরে ব্রহ্মশাশ্বতীং।"

ইনিই প্রজাপতিদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা। স্বায়ম্ভুব মনু পিতামহের নিকট হইতে বেদ শ্রবণ করেন এবং শ্রুতি-

গুলি স্মরণ করিয়া রাখেন। এবং ব্রহ্মাকে নিজের স্মৃতি বাক্যগুলি শ্রবণ করান। পিতামহ ঐ গুলি শ্রুতির অনুরূপ হইয়াছে দেখিয়া ঐ গুলির নাম স্মৃতি বা মানবীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র রাখিলেন, তদবধি বেদের নাম শ্রুতি, মনুর বাক্য-গুলির নাম স্মৃতি হইল। মনু নিজ সংহিতার আদ্যো-পান্ত যথারীতি মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে শিক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগুমহোদয় এরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন যে অন্যান্য মহর্ষিরা মনুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও মনু মহাশয় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহর্ষি ভৃগুর বাক্যই মনুর অনুরূপ বাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। তদনু-সারে মহর্ষি ভৃগু ঐ মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতারূপে নিবদ্ধ করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে আচার, ব্যবহার ও প্রায়-শ্চিত্ত কাণ্ডে বিভক্ত করেন।

এক্ষণে আমরা যে শাস্ত্রখানিকে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি বলি উহা মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নীর নাম শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশা-বলী ঋষিদিগের নির্ণয়ে দেখ। স্বায়ম্ভুব মনু পরম ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। ইনি নিজের অধিকার কাল গত করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা রুচিত্তে অগ্নি হইতে আর এক মনুর সৃষ্টি করিলেন। ইহার নাম স্বারোচিষ বা দ্বিতীয় মনু।

তৃতীয় মনু—ঔত্তমি। ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত রাজার অপত্য উত্তমের সন্তান; তদনুসারে ইহাঁর নাম ঔত্তমি।

চতুর্থ মনু—তামস। ইনিও প্রিয়ব্রত নৃপতি মহোদয়ের পৌত্র তমো ইঁহার পিতা। উত্তম ইঁহার খুল্লতাত।

পঞ্চম মনু—রেবতীসন্তান। তাঁহার নাম রৈবত। তদনুসারে ইনি দক্ষের দৌহিত্র ও চন্দ্রের পুত্র।

ষষ্ঠ মনু—চাক্ষুষ,ইনি মহাত্মা ধ্রুবের পৌত্র রিপুঞ্জয়ের পুত্র। ব্রহ্মার দৌহিত্রী বীরিণের দৌহিত্র; ইহার জননীর নাম বৈরিণী।

সপ্তম মনু—বৈবস্বত। ইনি বিবস্বান্ নামক সূর্য্যের ঔরষে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বৈবস্বত মনুর দশ পুত্র। ইল, ইক্ষ্বাকু, কুশনাভ অরিষ্ট, রিষ্ট, নবিষ্যন, করুষ, অর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগ।

বৈবস্বত মনু হইতেই ক্ষত্রিয়বংশের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সকলেই ক্ষত্রিয়।

অষ্টম মনু—সাবর্ণিক। ইনি সূর্য্যপুত্র, সমুদ্রকন্যা সবর্ণা ইঁহার জননী।

নবম মনু দক্ষ সাবর্ণিক। ইনি দক্ষের পুত্র। মতান্তরে রুচিমুনির পুত্র।

দশম মনু ব্রহ্ম সাবর্ণিক। ইনি ও ব্রহ্মার পুত্র। মতান্তরে ভূতি নামক প্রজাপতির পুত্র।

একাদশ মনু ধর্ম্ম সাবর্ণিক। ইনি ধর্ম্মপুত্র। সূর্য্যের পৌত্র।

দ্বাদশ মনু রুদ্র সাবর্ণিক। ইনি রুদ্রের পুত্র।

ত্রয়োদশ মনু দেব সাবর্ণিক। ইনি ঋতুধাম নামক-

দেবের পুত্র।

চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্র সাবর্ণিক। ইনি বিষ্বক্সেন নামক ইন্দ্রের পুত্র।

মন্বন্তর কালের পরিমাণ স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা ও ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের জন্ম হয়। মন্বন্তর ভেদে তাঁহাদিগের নাম পরিবর্ত্তিত অথবা পৃথক ব্যক্তিরা ঐ সকল পদাভিষিক্ত হন। তৎকালে তাঁহাদিগকে ঐ সকল মর্য্যাদা অনুসারে আখ্যা দেওয়া যায়।

যে মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত।

কোন্ মনুর অধিকার সময়ে	কোন্ কোন্ ঋষি সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত।
১ স্বায়ম্ভুব	মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।
২ স্বারোচিষ	ঊর্জ্জস্তাদি ঋষিগণ।
৩ ঔত্তমি	বশিষ্ঠ পুত্র প্রমদাদি ঋষিবর্গ।
৪ তামস	জ্যোতির্ধামাদি ঋষিবর্গ।
৫ রৈবত	হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষি সমূহ।
৬ চাক্ষুষ	হর্য্যশ্ববীরকাদি মুনিগণ।
৭ বৈবস্বত	কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ও ভরদ্বাজ।

৮ সাবর্ণিক	গালব, দীপ্তিমান্ পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও ব্যাস।
৯ দক্ষ সাবর্ণিক	দ্যুতিমান্ নামক ঋষিগণ।
১০ ব্রহ্ম সাবর্ণিক	হবিষ্মান্ সুকৃত, সত্য, জয় ও মূর্ত্ত্যাদি ঋষি সমূহ।
১১ ধর্ম্ম সাবর্ণিক	অরুণাদি দেবকল্প ঋষিগণ।
১২ রুদ্র সাবর্ণিক	তপোমূর্ত্ত্যাদি ঋষিবর্গ।
১৩ দেব সাবর্ণিক	নির্ম্মোকতত্ত্বদর্শী প্রভৃতি ঋষি।
১৪ ইন্দ্র সাবর্ণিক	অগ্নিবাহু, শুচি, শুদ্ধ ও মাগধাদি ঋষিগণ।

শ্রীমদ্ভাগবৎপুরাণ দেখ।

সমস্ত ঋষিগণকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—ব্রহ্মর্ষি। দেবর্ষি। মহর্ষি। কাণ্ডর্ষি। শ্রুতর্ষি। রাজর্ষি।*

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠাদি।	কাণ্ডর্ষি জৈমিনি প্রভৃতি।
দেবর্ষি নারদ ও কণাদ প্রভৃতি।	শ্রুতর্ষি সুশ্রুতাদি।
মহর্ষি ব্যাসাদি।	রাজর্ষি ঋতুপর্ণাদি।
	রত্নকোষ ও ত্রিকাণ্ড শেষ দেখ।

কোন্ ঋষি কি জন্য বিখ্যাত তাহা বিশেষ বিশেষ প্রকরণে লেখা আবশ্যক বলিয়া ঋষিগণের বংশাবলীর

---

* সপ্ত ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি মহর্ষি পরমর্ষয়ঃ।
কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাবরাঃ। শব্দকল্পদ্রুম।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনানুসারে তত্তৎস্থলে লিখিত হইল।

সামান্যকাণ্ডে সামান্যাকারে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের বিষয় এক প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে সামান্যাকারে বঙ্গদেশস্থিত ক্ষত্রিয়াদির বিষয় ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

ইতি সামান্যকাণ্ডে ব্রাহ্মণ বিভাগ সামান্য নির্ণয়।

ক্ষত্রিয় জাতি।

ব্রাহ্মণগণ যেমন পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত ও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন ইহাঁরাও তদনুরূপ। ইহাঁরা ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরিভাগে আসন প্রাপ্ত হন।

ইহাঁদিগের ও বংশমর্য্যাদা অনুসারে সমাজ মধ্যে সম্মানের তারতম্য সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয়, যদুবংশীয়, নাগবংশীয়, অগ্নিকুলসম্ভব, কুশিক বংশীয়, কুরুবংশীয়, গর্গবংশীয় ও রাণাবংশীয়,মগধবংশীয় ও রাঠোরবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই অধিক মান্য। অর্থাৎ কুলীন স্থানীয়।

পরাক্রান্ত বীর পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করেন। তৎপরে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ক্ষত্রিয় পত্নীরা বংশ রক্ষার্থে সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন। তদনুসারেএক্ষণকার ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়

জাতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন; সুতরাং ইঁহাদিগের আদিপুরুষেরা ব্রাহ্মণ সন্তান; তদনুসারে অনেকে পূর্ব্বগোত্র বর্জ্জিত হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বগোত্র বর্জ্জিত হইয়াছেন তাঁহারা ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয়গণও আপন অপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত ঘরে কন্যা বা ভগিনী সম্প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাকেই কুলক্রিয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম রাজপুত।

রাজপুতেরা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় গোত্রানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া লয়।

ইহারা ও পারতপক্ষে আপন অপেক্ষা উচ্চবংশের সদ্গুণশালী ও সুশীল পাত্র না পাইলে কন্যা সম্প্রদান করে না। ইঁহাদিগের কতিপয় বংশের মধ্যে এমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে,কন্যা জন্মিবামাত্র তাহার প্রাণনাশ করা হয়। কন্যাসন্তান কি জন্য বিনষ্ট হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশে এই জানা যায় যে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কুলের রাজপুতগণ অন্যের শ্যালক হওয়া ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। তদনুসারে কন্যাসন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার ধ্বংশ করা হয়। সুতরাং অন্যকে ভগিনীপতি (বোনাই) বলিতে হয় না। এবং অন্য কোন রাজপুত ইঁহাদিগকে

শ্যালক বা শ্বশুররূপ অবমাননাকর উপাধিতে সম্বোধন করিতে পারে না। এই অহঙ্কারটী চিরস্থায়ী রাখিবার জন্যই ঐ সকল বৃথাভিমানী রাজপুতগণের ভাগিনেয় বা দৌহিত্র সন্তান নাই।

অনেক স্থলে কন্যার প্রাণসংহার না করিয়া তাহাদিগকে অরণ্য বা নদীস্রোতে প্রক্ষেপ করা হয়।

এক্ষণে অনেক স্থলে এ কুপ্রথা রহিত হইয়া আসিয়াছে এবং ঐ সকল রাজপুতগণের ভ্রান্তি ও অহঙ্কার অনেক অংশে তিরোহিত হইতেছে।

ইতি ক্ষত্রিয় ও রাজপুত প্রকরণে সামান্য নির্ণয়।

বৈশ্যজাতি।

ইঁহারা ও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও আছে। সেগুলি আচার ব্যবহার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায়—কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাদিগের সাধারণ নাম বণিক, বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্র মধ্যে পতিত হইয়াছেন সুতরাং এস্থলে তাঁহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা দেখা যায় না। শূদ্রপ্রকরণে তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ ও বৈশ্যত্বের অভাব লিখিত হইবে।

ইতি বৈশ্যপ্রকরণ।

শূদ্রজাতি।

শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হয়েন; দ্বিজাতি সেবা ইহাঁদিগের জাতীয় বৃত্তি। কেহ কেহ বলেন এক্ষণে প্রকৃত শূদ্র নাই। যখন বেণ রাজার অধিকার হয়, তদবধি রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খলা না থাকায় নহুষ রাজার সময় পর্য্যন্ত নিতান্ত অরাজক হয়। সেই কালেই অনুলোম প্রতিলোম বর্ণের কতকগুলি কামুক স্ত্রীপুরুষের সংশ্রব ঘটে, সেই সকল স্ত্রী পুরুষের সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, যাঁহারা প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানেন তাঁহারা আপনাদিগের নাম নির্দ্দেশকালে জাতীয় উপাধি বলিবার পূর্ব্বে দাস শব্দ সংযোগ করিয়া থাকেন।

যে সকল শূদ্রগণ শূদ্রমণির সন্তান নহেন তাঁহারা সঙ্কর জাতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সম্মিশ্রণে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত শূদ্র নহেন;সেই জন্য শূদ্রের পরিচায়ক দাস শব্দকে ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন। বর্ণসঙ্করের অনেক জাতি ব্রাহ্মণবৎ দশরাত্রি অশৌচ ব্যবহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তথাপি কি তাঁহারা সৎশূদ্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন? অথবা সৎশূদ্রের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। পাঠক কহিবেন অবশ্য নিম্নে আসন গ্রহণ করা রীতি।

এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য শূদ্রগণ বর্ণ সঙ্কর বলিয়া খ্যাত। সে যাহাই হৌক কায়স্থ

সমেত বঙ্গীয় শূদ্রগণকে সামান্যতঃ চারি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়।

১ সৎশূদ্র, ২ জল আচরণীয়, ৩ জল অব্যবহার্য্য ও ৪ অস্পৃশ্য।

কায়স্থ ও নবশাখ সমাজ দ্বারা সৎশূদ্র সমাজ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের পুরোহিত এক। বসু, মিত্র ও গুহ উপাধি ব্যতীত অন্যান্য উপাধি গুলি প্রায় সাধারণ। গোত্র ও অনেক স্থলে সমান। আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহারা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র পরিবর্ত্ত বা নূতন প্রাপ্তির উপায় নাই।

২ জলআচরণীয় শূদ্র।—যে সকল শূদ্র জাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশূচী জ্ঞান করেন না তাহাদিগকেই জল আচরণীয় বলা যায়।

৩ জল অব্যবহার্য্য।—যে সকল শূদ্রকে স্পর্শ করিলে বর্ণ চতুষ্টয়ের উচ্চ জাতিরা আপনাদিগকে অশূচী জ্ঞান করেন অথবা তৎ স্পৃষ্ট জল অপবিত্র জ্ঞান করেন তাহাদিগকেই জল অব্যবহার্য্য শূদ্র কহা যায়।

৪ অস্পৃশ্য শূদ্র।—যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শাক্রান্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রে অপবিত্রতা জন্মে, তাহারাই অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে পরিগণিত।

শূদ্র প্রকরণ—কায়স্থজাতি।

বঙ্গদেশস্থ যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ, ও বারেন্দ্র।

উত্তর রাঢ়ীগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে পঞ্চ করণের সন্তান বলিয়া অভিহিত করেন। এবং বল্লাল দত্ত কৌলীন্য স্বীকার করেন না। রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস ও বল্লাল মর্য্যাদা সংস্থাপনের উত্তর কালে আপনাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন বলিয়াই, আপনাদিগকে উত্তর-রাঢ়ী সংজ্ঞা দেন। ইহাদিগের মধ্যে দৃষ্টি ভোগ প্রচলিত।

ইহারা আপনাদিগের উপাধির পুর্ব্বে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন। এবং কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের অধস্তন সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না। করণ কায়স্থ হইতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ইঁহারা আপনাদিগকে বর্ণসঙ্করস্থলে পাতিত করিতেছেন। যে হেতু শূদ্রের সাধারণ উপাধি দাস। বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থগণ আপনাদিগের জাতির আজন্ম পরিশুদ্ধি বিধান নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় উপাধির অগ্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ দাস শব্দ জঘন্য উপাধি নহে, প্রত্যুত ইহা আদি বংশের পরিশুদ্ধির পরিচায়ক মাত্র।

এই দাস শব্দটী যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের কুলের পরিশুদ্ধি বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। তাহাদিগকে ঐ চিহ্ন দ্বারা যথার্থ বিশুদ্ধ শূদ্র বলিয়া পরিগৃহীত করিতে আর কাহারও দ্বৈধ হয় না।

আর্য্যজাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি। এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ পঞ্চম জাতি নাই) অন্য সকলে বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত।

আজন্ম পরিশুদ্ধ	চারি জাতির	ব্রাহ্মণের উপাধি—শর্ম্মা
ঐ	ঐ	ক্ষত্রিয়ের—বর্ম্মা
ঐ	ঐ	বৈশ্যের—বণিক্
ঐ	ঐ	শূদ্রের——দাস

অভিমানী শূদ্রেরা যদিও স্থল বিশেষে দাস শব্দ ব্যবহার না করুন তথাপি তাঁহাদিগের ঐ দাস শব্দ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। যিনি আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিবেন ও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন তাঁহাকে অবশ্য পূজা, পার্ব্বণ, ও বিবাহাদিতে গোত্র উল্লেখ কালে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা গত্যন্তর নাই। এই দাস শব্দ অন্যের নিকট বলিতে হয় না কেবল দ্বিজাতির নিকটে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়।

বর্ণসঙ্করগণের মধ্যে ও অনেকে দাস শব্দপূর্ব্বক উপাধি কীর্ত্তন করিয়া সৎশূদ্রের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ যে অনুমান প্রমাণ বলে দক্ষিণ

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পিতৃপুরুষগণের অধস্তন সন্ততি বলিতে আপনাদিগকে পরাঙ্মুখ তাহার মূল এই।

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥"

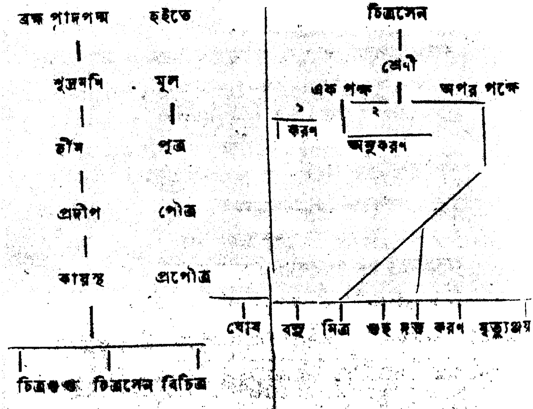
কিন্তু এই গাথাটী বিবেচকদিগের বিচারমুখে বলবতী বলিয়া প্রতীয়মান হইবার সম্ভব নহে। যে হেতু আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কান্যকুব্জাগত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ ভৃত্যের নাম গোত্রাদির এবং আনুসঙ্গিক তদীয় গুণাবলীরও উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল পরিচয়ের কোন স্থলে করণ পঞ্চের পরিচয় আদির কথা দূরে থাকুক নাম গন্ধও নাই। উহা যখন নাই তখন ইহাদিগকে হয় বঙ্গীয় কায়স্থ বলিতে হইবে,নতুবা উত্তরকালে বঙ্গদেশে আগত পাশ্চাত্য কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, দক্ষিণ রাঢ়ী প্রভৃতির সমকালীন বলিতে পারা যাইবে না। অথবা ভৃত্য পঞ্চেরই অবস্তন সন্তান। কালক্রমে জ্ঞাতিগণের মধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ জন্মিলে আপনাদিগের মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রভাবে জ্ঞাতি গণকে ম্লান রাখিবার জন্য একবংশসম্ভূত বলিয়া আর স্বীকার করিলেন না। এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে দাস উপাধি টুকু পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আদিশূরের যজ্ঞকালে করণ কায়স্থ বলিয়া অপর পঞ্চজন যে আইসেন নাই তাহার প্রমাণ স্থলে কুলদীপিকাধৃত ভৃত্য পঞ্চজনের পরিচয় লিখিত হইল।

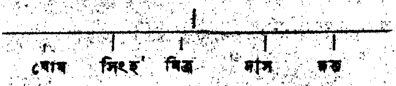
'কে যুয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপিদেশাৎ'
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চপুত্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয় মখিলং ক্রত ভো বিপ্রভক্তাঃ
প্রত্যোচু বিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাং ॥ ১
সুকৃতালি কৃতাম্বর এষঃ কৃতী ক্ষিতিদেব পদাম্বুজ চারুরতিঃ
মকরন্দ ই[illegible] প্রতিভাতি যতিদ্বি জবন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ।
সচঘোষ কুলাম্বুজ ভাস্বরয়ং প্রতিমেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দু পয়োম্বুধিকুন্দযশাঃ ॥
বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশ সম্ভবাঃ
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈ নিরতং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ প্রমত্ত সত্বসত্তহঃ
শরৎ সুধাং শুবদ্যশঃ ॥
প্রতাপতপনোত্তপদ্বিষালিযোষিদালিকো বিভাতি মিত্রবংশ
সিন্ধু কালিদাসচন্দ্রকঃ।
দ্বিজালিপালনার্থকো হপ্যসৌচ হর্ষসেবকঃ
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যশান্ধকার দীপকঃ।
অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানোমহান্
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্য পুঞ্জান্বিতো।
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সখ্যহাস্যং ব্যভূৎ
স বঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধ মানভঙ্গো যতঃ ॥
অহঞ্চ পুরুষোত্তম কুলভূদগ্রগণ্যঃ কৃতীঃ
সুদত্ত কুলসম্ভবো নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকি ভুবিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো
চকার নৃপতিঃ সতং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং ॥
কায়স্থ কুলদীপিকা।

ব্রহ্মপাদপদ্ম হইতে শদ্রমণির উৎপত্তি হয়। শূদ্রমণির বংশাবলী অগ্নিপুরাণে ও পদ্মপুরাণে যেরূপ লিখিত আছে —

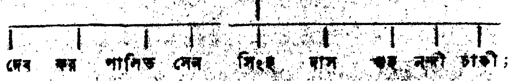
তদনুসারে শূদ্রমণির পৌত্র প্রদীপ্ত হইতে শূদ্র বংশের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। প্রদীপের এক সন্তানের নাম কায়স্থ। এক্ষণে কায়স্থ বংশাবলী লেখা গেল, তদনুসারে উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রদিগের উৎপত্তি বিবরণ বিচার করিলে এই চারি শ্রেণীকে এক বংশীয় বিভিন্ন শাখা মাত্র জ্ঞান হইবে। যথা



করণ বংশ।



অনুকরণ বংশ।



এই আটজন হইতে নাগ পাল আদিত্য প্রভৃতি বাহাত্তর ঘর কায়স্থের বংশ বিস্তৃত হয়।

অগ্নিপুরাণোক্ত জাতি মালায়াং—

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে ॥
পাদতশ্চ শূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ত্রিবর্ণস্যচ সেবকাঃ।
ভীম নামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রক ॥ ২
কায়স্থ স্তস্যপুত্রোভূদ্বভুব লিপি কারকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতী তলে॥ ৩
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চতর্থেবচ।
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ। ৪
চিত্রসেনো পৃথিব্যাং বৈ ইতিশাস্ত্রঃ প্রচক্ষতে।
বসুঘোষোগুহো মিত্রো দত্তঃ করণএবচ।
মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ চিত্রসেনসুতা ভুবি॥ ৫
মৃত্যুঞ্জয়াদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথাপশ্চাজ্জাতাশ্চবহু সংখ্যকাঃ॥ ৬

চিত্রগুপ্ত-স্বর্গবাসী হইয়া ধর্ম্মরাজের সভার লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে বাস করিতেছেন, চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশবিস্তার করিলেন। শূদ্রকমুনির প্রপৌত্র কায়স্থ হইতে কায়স্থকুলে লেখা পড়ার চর্চ্চা, তদবধি কায়স্থ জাতিরা লিপি কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদনুসারে ইহাদিগের আরও দুইটী সংজ্ঞা বর্দ্ধিত হইল। লিপিকর বা কূটকৃৎ। তদবধি কায়স্থজাতিরা জ্যোতির্বিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ অন্য ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ রাখিয়া ইহঁাদিগকে শিক্ষা দিতেন, বোধ হইত যেন ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ পাই-

তেছেন না কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্জিকাকারক ছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম দেখ।

এক্ষণে কোন্ কুল কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহাই বিচার করা যাউক।

১ ঘোষ সৌকালীন গোত্র	ঘোষ শাণ্ডিল্য ১
১ সিংহ বাৎস্য গোত্র	দাস কাশ্যপ ১
১ মিত্র বিশ্বামিত্র	সিংহং ভরদ্বাজ ।০
১ দাস মৌদ্গাল্য	কর মৌদ্গাল্য ।০
১ দত্ত কাশ্যপ	
কান্যকুব্জ ৫	দেশী আড়াই ঘর ২॥

উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত ঘর। ৭॥ এই সাড়েসাত ঘরে করণ কারণ হয়।

দেশীয় আড়াই ঘরের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষ সম্পূর্ণরূপে উত্তরাঢ়ীয়দিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছেন এজন্য শাণ্ডিল্য ঘোষ ১ ঘর বলিয়া গণ্য। কাশ্যপ গোত্র দাস ও শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষের ন্যায় উত্তররাঢ়ী কর্তৃক উঁহার সমকক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছেন এজন্য ইনি ও সম্পূর্ণ ১ঘর বলিয়া খ্যাত। ভরদ্বাজ গোত্র সিংহ অদ্যাপি এতাদৃশ প্রভাবশালী হইতে পারেন নাই যে তিনি ও সম্পূর্ণরূপে উত্তররাঢ়ীয় দিগের নিকট পূর্ণ মাত্রায় উত্তরাঢ়ী স্বরূপে মিলিতে পারেন, তদনুসারে তাঁহাকে পাদ মাত্রায় উত্তরাঢ়ীয় বলা হইয়াছে। মৌদ্গল্য গোত্রের কর ও এক পোয়া বলিয়া খ্যাত।

এই সাতঘর মধ্যে সৌকালীন গোত্র ঘোষ
ও বাৎস্য গোত্র সিংহ কুলীন।

দাস, মিত্র, দত্ত, ও দেশী ২।। আড়াই ঘর মৌলিক বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ সন্তানগণ সম্মৌলিক বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মধ্যে কেহ তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সৎপাত্রে পুত্রের কুলক্রিয়া না করিলে কুলের খর্ব্বতা হয়।

ত্রৈপুরুষকে কৌলীন্যমর্য্যাদা রাখিতে পারিলেই আবার কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন যথা।

ত্রৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিব জটামধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ।।
উত্তর রাঢ়ীয় কুলপদ্ধতি অনুসারে।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলমর্য্যাদাগত সমাজ ও যে মহাপুরুষদিগের দ্বারা সমাজ সংস্থাপিত হয় তাঁহাদিগের নামাদি। যথা—

বংশ	গোত্র	সমাজের নাম	স্থাপন কর্ত্তা বা আদিপুরুষ
ঘোষ	সৌকালীন	যজান রাঢ়দেশ মুর্শিদাবাদ	সোমেশ্বর ঘোষ
সিংহ	বাৎস্য	জেমো (কাঁদী) মুর্শিদাবাদ	অনাদির
দাস	মৌদ্গাল্য	রাঢ়দেশ	হরিহর

শাণ্ডিল্যগোত্র	ঘোষ	বা এতদ্দেশীয়	মৌলিক অর্থাৎ বাঙ্গালার আদি কায়স্থ।
কাশ্যপগোত্র	দাস	ঐ	
ভরদ্বাজগোত্র	সিংহ	ঐ	
মৌদ্গাল্যগোত্র	কর	ঐ	

এই সকল ঘরে যে সকল কান্যকুব্জাগত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের পুত্রগণের বিবাহ হয় সেই সকল পুত্রগণের কুলে কলঙ্ক ঘটে।

ইঁহাদিগের ও পুত্রগত কুল তদনুসারে কুলীনেরা শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষের কন্যাগ্রহণ করিলে তদীয় পুত্রে দোষ স্পর্শ করে।

কাশ্যপ দাসের কন্যাগ্রহণ করিলে ধনক্ষয়, অর্থাৎ সৎকুলীন সমাজে মাননীয়রূপে কার্য্য করিতে হইলে ধনাদি দ্বারা অপরকে অগ্রে সম্মান করিতে হয়। (বাটা দিতে হয়)।

ভরদ্বাজ গোত্র সিংহের কন্যাগ্রহণ করিলে কুলের ধ্বংস অর্থাৎ কুলভঙ্গ হয়। তদবধি তিনপুরুষের মধ্যে সৎক্রিয়া না করিতে পারিলে কৌলীন্য মর্য্যাদা থাকে না।

মৌদ্গাল্য করের কন্যাগ্রহণে মর্য্যাদার হানি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই কয়েকটী বাক্যের সমর্থন জন্য উক্ত কায়স্থদিগের কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত হইল। যথা—

শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপে।
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশায় করে শীল নিপাতিতে॥

এই বচনটী দ্বারা এক প্রকার স্থির হইতে পারে যে আদিশূরের রাজত্ব সময়ে এদেশে কায়স্থগণের বাস ছিল। সাতশতী ব্রাহ্মণগণের যেরূপ বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য লোপ হওয়ায় তাহারা অপদার্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গীয় কায়স্থগণ পাশ্চাত্য কায়স্থগণের নিকট আচার ব্যবহারে ও বিদ্যায় নিতান্ত হীনকল্প থাকায় বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপরে পাশ্চাত্য কায়স্থগণেরই আধিপত্য প্রকাশ পায়।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মর্য্যাদাবদ্ধক সমাজাদির বিবরণ।

কুলীন বিষয়ক মর্য্যাদা যথা *

সমাজের নাম	বংশের নাম	গোত্র	মূলপুরুষ	মর্য্যাদা	বিবৃতি
পাঁচথুবী (১)	ঘোষ	সৌকালীন	মুনিবর	১মশ্রেণী	সর্ব্বাগ্রগণ্য
ঐ পুরাণবাড়ী(১)	ঐ	ঐ	হাজরা	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	মল্লিক	ঐ	ঐ
যজান (১)	ঐ	ঐ	কপীন্দ্র ঘোষ উচিত খাঁ	ঐ	পাঁচথুবীর সমান।
রসড়া (১)	ঐ	ঐ	সদানন্দ খাঁ		
কুলাই (২)	ঐ	ঐ		২য়শ্রেণী	মধ্যম।

* যজানের সোমেশ্বর ঘোষের বংশ; জেমো কাঁদীর অনাদিবর সিংহের বংশ, বড্ডানের হরিহর দাসের বংশ, মিত্রপুরার মিত্র বংশ; ও দত্ত বড্যার দত্তবংশ অতি প্রাচীন। এরূপ জনশ্রুতি যে এই পাঁচ বংশের আদি পুরুষগণ লইয়াই কানাকুব্জ পঞ্চকরণের গণনা হইয়া থাকে।

সিংহ কুলীন বিষয়ক।

ঘোষ পাঁচকো [৩]	সিংহ	বাৎস্য	হীরাসন্তান	১মশ্রেণী মুনিবর
কাঁদী [৩]	ঐ	ঐ	জীবধর, প্রভাকর	ঘোষের তুল্য ও
জেমো [১]	ঐ	ঐ	মাধব সিংহ	তাহার সহিত পাল্টীঘর
বিশ্বালপাড়া [১]	ঐ	ঐ	গোবিন্দ সিংহ	খাঁ ঐ
বেলে [১]	ঐ	ঐ	মথুরানাথ শ্রীধর	খাঁ ঐ

(১) মুর্শিদাবাদ জিলার অধীন। (২) বীরভূম জিলার অন্তর্গত। বিশেষ। (৩) জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী গ্রাম।

যাঁহারা কুলমর্য্যাদায় খ্যাতাপন্ন নহেন তাঁহাদিগেরও কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে যথা।

ঘোষ অষ্ট ভায়ার সন্তান। পাঁচ থুবীর নিকট মণ্ডলা-প্রভৃতি ৮ আট খানি গ্রামে ইহাঁদিগের নিবসতি।

ভাটরার ঘোষ, নর—নারায়ণের সন্তান। ভাটরার নিকটবর্ত্তী ৯ খানি গ্রামে ইহাঁদিগের নিবসতি।

ডিহীকাঁদী সিংহ, বাৎস্য গোত্র, ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ গদাধরের সন্তান। পিতৃ পরিত্যক্ত বলিয়া ঘটকেরা ইহাঁদিগকে নিষ্কুল রূপে ব্যাখ্যা করেন।

দাস—দাস, মৌদ্গাল্য গোত্র, যদিও ইহাঁরা ঘোষ ও সিংহদিগের মত কুলীন বলিয়া খ্যাত নন তথাপি যে ইহাঁদিগের কিছু কৌলীন্য নাই সে প্রকার নহে। ইহাঁরা ১ম শ্রেণীর ঘোষ ও ১ম শ্রেণীর সিংহ দিগের নিম্নে আসন

গ্রহণ যোগ্য, তদ্ধেতু ইঁহাদিগকে প্রধান ভাব বলিয়া গণনা করে।

ঘটকেরা কহেন বহড়ান নিবাসী রামদাস সরস্বতীর সন্তান ব্যতীত অন্য দাসগণের এরূপ মর্য্যাদা নাই।

মুনিয়াড়িহী, পাইকপাড়া, কাহলগাঁ ও বামনডি প্রভৃতির কয়েক স্থানের দাসগণ পূর্ব্বোক্ত মর্য্যাদা বিহীন।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মতে অযোধ্যা, মথুরা মায়া (বৃন্দাবন ও মথুরা) কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, হস্তিনা, দ্বারকা ও পুরী কেবল এই আট স্থানেই কায়স্থগণের জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত। * ইহারা সকলেই কান্যকুব্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইতি উত্তর রাঢ়ীয় কুলকাণ্ড সমাপ্ত।

বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রেণী।

যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বাবধি বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য কায়স্থদিগের সহিত সংশ্রবাধিকার প্রাপ্ত হন নাই এবং বরেন্দ্রভূমিই যাঁহাদিগের সূতিকাগৃহ তাঁহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত।

---

* "অযোধ্যা মথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকাপুরী কায়স্থ স্থান মষ্টকং॥" কায়স্থ প্রদীপ।

ইঁহাদিগের সংখ্যাও সর্ব্বসমেত সাড়ে সাতঘর। দাস, নন্দী, চাকী, শর্ম্মা, * নাগ, সিংহ, দেব, ও দত্ত!

দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। শর্ম্মা ও কালক্রমে কৌলীন্য মর্য্যাদাপন্ন হয়েন, তদবধি শর্ম্মা আধঘর বলিয়া পরিগণিত হন এবং দাস, নন্দী, ও চাকীর নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত শুদ্ধ মৌলিক বলিয়া পরিগণিত।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুল মর্য্যাদাগত স্থানাদি যথা।

বংশ	গোত্র		সমাজের নাম
অত্রি	দাস		সাহুখালী
নন্দী	কাশ্যপ		নন্দী গ্রাম
চাকী	গৌতম	১ম শ্রেণী	সরিষা বাজুরস
		২য় শ্রেণী	ময়ূরহট্ট
শর্ম্মা *	*		*

ইঁহারা তদীয় অনুগ্রহে দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমরা আপনার প্রসন্নতা ও প্রীতি বিধান করিতে ইচ্ছা করি। শর্ম্মা কহিলেন

* এরূপ কিংবদন্তী আছে যে শর্ম্মা পূর্ব্বে নর সুন্দর জাতি ছিলেন। কালক্রমে কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা দাস, নন্দী প্রভৃতিকে কোন দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করেন।

আপনাদিগের সহিত আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধ থাকিলেই আমার যথেষ্ট প্রীতি হইবে। তাঁহার এতাদৃশ গম্ভীর উত্তরে দাস নন্দী প্রভৃতি মহাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদিগের কায়স্থ সমাজ মধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথা শুনিয়া শর্ম্মা কহিলেন মহোদয়গণ যদিও আপনারা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাতে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করিতেছিনা। কারণ আমি নাপিত জাতি মধ্যে অগ্রগণ্য আছি। অর্থাৎ প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত। আপনাদিগের দলে উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচ কুল বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। ইহারা উত্তর করিলেন আমরা আপনাকে আমাদিগের সমান মর্য্যাদা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তখন তিনি সম্মত হইলেন। তৎপরে শর্ম্মার কয়েকটী কন্যা ও পৌত্রী দাস, নন্দী, চাকীদিগের ঘরে প্রদান হইল। সমাজস্থ সকল কায়স্থগণ যখন ইহাঁর মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন ইহাঁকে সর্ব্ববাদি সর্ম্মতরূপে পূরা একঘর কায়স্থ ও পূর্ণমাত্রায় কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন।

পরে দলাদলী সূত্রে শর্ম্মা এক প্রকার চলিত হইলেন ক্রমে দলাদলীর বন্ধন শিথিল হইলে তাঁহার বংশপরম্পরা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে প্রকৃত আধঘর কুলীন বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিলেন।

শর্ম্মার বংশের কন্যা গ্রহণ হইত, শর্ম্মার বংশে পারত পক্ষে সহজে কেহ কন্যাদান করিতেন না। এইরূপে শর্ম্মার বংশাবলী এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়া আসিল বলিলেই হয়।

নাগ, সিংহ, দেব ও দত্তদিগের বিষয় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজদিগের সমীকরণে দেখ।

ইঁহাদিগের ও কুল পুত্রগত। কুলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সৎক্রিয়া দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হয়। অসৎকার্য্য দ্বারা কুলের ধ্বংস হয় না। কিন্তু কিঞ্চিন্ন্যূনতা জন্মে।

অধুনা রাজসাহী জিলা, মুরশিদাবাদের পূর্ব্বভাগ ও নদীয়া জিলার উত্তরাংশে ইঁহাদিগের বাস অধিক দেখা যায়।

কায়স্থ কুলপ্রদীপে বরেন্দ্র বংশ সমাপ্ত।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজ।

ইহাঁদিগের আদিম বৃত্তান্ত ও ঊর্দ্ধতন বংশাবলীর পরিচয় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের লিখন স্থলে দেখ।

এখানে এই দুই শ্রেণীর সমাজগত কুলীন মৌলি-কাদি বিশেষ বিশেষ বিবরণ দেখ।

মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ—নিশাপতি ও প্রভাকর ঘোষ—বংশে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন। দশরথ বসুর অধস্তন—পঞ্চমপুরুষ শক্তি ও মুক্তি বসুবংশের কুলতিলক

রূপে পরিচিত। কালিদাস মিত্রের অধস্তন সন্তান ধুঁই ও গুঁই (গুহ) মিত্রবংশের বংশধর বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের নিকট ইহাঁরাই কুলমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের অনুগত ভৃত্যপঞ্চক ও তদীয় সন্তানগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাঢ় ও বঙ্গদেশে নিবাস গ্রহণ করেন তাহার বিবরণ। যথা।

ঘোষ—মকরন্দ ঘোষের পুত্র ভবনাথ ও সুভাষিত। ভবনাথ রাঢ় দেশে, সুভাষিত ও তৎপুত্র চতুর্ভুজ বঙ্গে বাসগ্রহণ করেন।

বসু—দশরথ বসুর সন্তান কৃষ্ণ ও পরম। রাঢ় দেশে কৃষ্ণের সন্ততিবর্গ বাস স্থান গ্রহণ করেন। পরমের সন্তান লক্ষ্মণ ও পূষণ বঙ্গেই অবস্থান করেন। কালক্রমে কৃষ্ণ বসুর এক প্রপৌত্র অলঙ্কার বসু রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে প্রস্থানপূর্ব্বক তথায় আবাস গ্রহণ করেন, তদবধি তদীয় সন্ততিবর্গ বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। দশরথ বসুর অন্য দুইজন পৌত্র রাঢ় দেশে বাস করেন তন্মধ্যে প্রথমের নাম শক্তি দ্বিতীয়ের নাম মুক্তি। অলঙ্কার বসু ইহাঁদিগের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

মিত্র—কালিদাস মিত্র। ইহাঁর দুই পুত্র, একের নাম অশ্বপতিও অপরের নাম শ্রীধর। অশ্বপতি জ্যেষ্ঠ ইনি বঙ্গে অবস্থিতি করেন। ইঁহার পুত্রের নাম তারাপতি। শ্রীধর রাঢ়দেশে বাস করেন।

গুহ—দশরথ গুহ ইনি বঙ্গে বাস গ্রহণ করেন। উত্তর কালে ইহাঁর এক জন অধস্তন সন্তান রাঢ় দেশে আগমন করেন তাঁহার নাম বিরাজ।

দত্ত—পুরুষোত্তমদত্ত ইহাঁর পুত্র নারায়ণ ইনি রাঢ় দেশেই থাকিলেন।

দক্ষিণ রাঢ়ে কৃষ্ণবসু বসুকুলের মূল
- ভব — পুত্র
- হংস — পৌত্র
- শক্তি, মুক্তি, অলঙ্কার

বঙ্গদেশে অলঙ্কার বসু
- মধু — পুত্র
- গুণাকর — পৌত্র
- অনন্ত — প্রপৌত্র

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের সমাজাদির বিবরণ। যথা

বংশ	সমাজ সংস্থাপকের নাম	সমাজের নাম	জিলা
ঘোষ	নিশাপতি	বালী	হুগ্লী
	তারাপতি	বাদাল জঙ্গল আক্না	যশোহর
বসু	শক্তি	বাগণ্ডা	
	মুক্তি	মাইনগর (খানাকুল)	হুগ্লী
মিত্র	শ্রীধরের সন্তানগণ	বড়িষা, টাকা	২৪ পরগনা
গুহ		যশোহর	ঐ
দত্ত		বালী, নওয়াদা	হুগলী, বর্দ্ধমান

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ বসু ও মিত্র কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। দত্ত অহঙ্কারহেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন। যিনি বলিয়াছিলেন।

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥"

সেই অপরাধে ইনি রাজা কর্তৃক কৌলীন্যাধিকার বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন।

গুহ অবিনয় হেতু রাঢ়দেশে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে অকৃতার্থ হয়েন। তদনুসারে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে দত্ত এবং গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য। সম্মৌলিক অর্থাৎ সিদ্ধমৌলিক রূপে বিশেষ খ্যাতাপন্ন।

"যথা—ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী।"

দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে যেমন গুহের কৌলীন্য নাই সেই প্রকার বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে মিত্রবংশের কৌলীন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে তথায় মিত্রগণ মৌলিক মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

ইহাঁদিগের মধ্যে কুলীনগণ আবার মুখ্য, মধ্যম বা দ্বিতীয়াংশ ও তৃতীয়াংশাদি রূপে গণনীয় হন। উহা আদ্যরসের বিচারস্থলে দেখান যাইবে। এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে মিত্রবংশে মুখ্য কুলীন নাই (১ম শ্রেণীর) ও ঘোষ ও বসু বংশে মুখ্য কুলীন আছে।

ঘোষ বংশ জঙ্গল বাদালে, এই স্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত।

বসু বংশ খানাকুলের সর্ব্বাধিকারীরা, জিলা হুগলী। কায়স্থ কৌস্তুভের মতে আটঘর শুদ্ধ মৌলিক। যথা—দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও গুহ। শব্দকল্পদ্রুম এই আট ঘরকে দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের মৌলিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং বঙ্গজদিগের শুদ্ধ মৌলিক গণনাস্থলে গুহ এবং করের পরিবর্ত্তে নাগ ও নাথকে সমাবেশ করিয়াছেন। যথা—

"বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবো তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এবচ॥
এতে দ্বাদশবিধাঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ।

শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে কতগুলি ন্যূনকল্প মর্য্যাদাপন্ন কায়স্থ আছেন তাঁহাদিগকে ৭২ বাহাত্তরে কায়স্থ শব্দে নির্দ্দেশ করে। তাঁহাদিগের নাম যথা—।—

১ নাগ, ২ পাল, ৩ আদিত্য, ৪ রাণা, ৫ সর, ৬ ধর, ৭ বর্দ্ধন, ৮ সানা, ৯ রাজ, ১০ হোড়, ১১ হুই, ১২ ব্রহ্ম, ১৩ তেজ, ১৪ ভঞ্জ, ১৫ ক্ষুর, ১৬ শর্ম্ম, ১৭ নন্দী, ১৮ বন্দী ১৯ গুপ্ত, ১৭ রাহা, ১৮ আইচ, ১৯ সোম, ২০ রুদ্র ২১ দাঁহা, ২২ ভুত, ২৩ প্রেত, ২৪ গুঁই ২৫ চন্দ্র, ২৬ শীল ২৮ নাথ, ২৯ রক্ষিত, ৩০ বিষ্ণু, ৩১ ভদ্র, ৩২ কুণ্ডু, ৩৩ সুর, ৩৪ ধরণী, ৩৫ বাণ ৩৬ পই, ৩৭ জাম, ৩৮ বিন্দু,

৩৯ ধর, ৪০ বল, ৪১ লোধ, ৪২ বর্ম্ম, ৪৩ খিল, ৪৪ পিল, ৪৫ ইন্দ্র, ৪৬ ওম, ৪৭ অঙ্কুর, ৪৮ বঙ্কুর, ৪৯ শাঁই, ৫০ হেশ, ৫১ মন্থু, ৫১ গণ্ড, ৫৩ রাহুত, ৫৮ গণ, ৫৯ উপমান, ৬০ ক্ষেম, ৬১ বইশ, ৬২ বীজ ৬৩ অর্ণ, ৬৪ আগ, ৬৫ শক্তি৬৬শনি৬৭হেম ৬৮ বক্স ৬৯ কীর্ত্তি ৭০ যশ ৭১ ধন্থু ৭২ গুণ ক্ষাম বা ক্ষোম, ঘর, ও রাজপুত এই তিন ঘরকেও বাহুত্তরে কায়স্থগণ মধ্যে ধরিয়া থাকে। ইহাদিগকে লইয়া যখন ৭২ গণনা করে তখন নাগ, পাল ও নাথকে পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন নাগ, পাল ও নাথ শুদ্ধ মৌলিক শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন।

কায়স্থদিগের উৎপত্তিস্থলে কয়েকটী বংশের আদিপুরুষের নাম দেওয়া গিয়াছে। তদনুসারে নাগ, নাথ ও দাস করণের সন্তান। দেব, সেন, পালিত ও সিংহ মৃত্যুঞ্জয়ের তনুজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কায়স্থদিগের আদিপুরুষ চিত্রসেন! ইনি চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্রের সহোদর। ইহাঁদিগের পিতার নাম কায়স্থ, তদনুসারেই ইহারা কায়স্থ সংজ্ঞাভজনা করেন। কায়স্থের পিতার নাম প্রদীপ, ইনি শূদ্রক মুনির পৌত্র ও হীমের পুত্র। শূদ্রকের পুত্র হীম।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে আচার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। তবে যে, কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দেখা যায় সে কেবল পৃথক পৃথক দেশে বাস নিবন্ধন সামান্য ইতর বিশেষ ও প্রকার ভেদ মাত্র, বস্তুত এক।

বঙ্গজদিগের মধ্যে ৭২ অপেক্ষা অনেক অধিক মৌলিক কায়স্থ আছে। তন্মধ্যে ২২ ঘরের আদিপুরুষগণের অধস্তন সন্ততিবর্গ বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী এই উভয়ের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতাপন্ন। যথা—

বংশ	বংশের আদিপুরুষের নাম	বংশ	বংশের আদিপুরুষের নাম।
১ নাগ	দশরথ	৫ কর	দামোদর
২ নাথ	মহানন্দ	৬ দাস	ঊষাপতি
৩ দাস	চন্দ্রশেখর	৭ পালিত	জন
৪ সেন	গঙ্গাধর	৮ চন্দ্র	নারায়ণ
৯ পাল	আরব	১৬ সোম	বংশধর
১০ রাহা	কৃষ্ণ	১৭ সিংহ	রত্নাকর
১১ ভদ্র	দিগম্বর	১৮ রক্ষিত	নারায়ণ
১২ ধর	ব্যাস	১৯ অঙ্কুর	বেদগর্ভ
১৩ নন্দী	প্রভাকর	২০ বিষ্ণু	দৈত্যারি
১৪ দেব	কেশব	২১ আঢ্য	ত্রিলোচন
১৫ কুণ্ড	অধিপতি	২২ নন্দন	ঊষাপতি।

কুলীন।

কুলীন ৯ প্রকার যথা। মুখ্য জন্ম মুখ্য, বাড়ীমুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ-কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র-ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র ৭ম মধ্যাংশ ও দ্বিতীয় পুত্র তেওজ।

দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ মধ্যে প্রধানতঃ তেরটী দোষ আছে সে কয়েকটীর নাম যথা।

দেবী, গৌরী, গঙ্গা, ভৈরবী, ভাস্করী, বলায়ী, চণ্ডীদাসী, শ্রীনাথী, শ্রীকরী বিষ্ণুদাসী, হৃদয়দাসী, কন্দর্পী ও সদানন্দী।

এই দোষ গুলি ১২ পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ ধরাধরী ছিল না। ১৩ পর্য্যায় অবধি বিশেষ ধরাধরী ও আঁটাআটী হয়। এই সময়ে পুরন্দর বসু নিয়ম এক করেন যে কোন ব্যক্তিই আর সমান পর্য্যায়ের বর ও কন্যা ব্যতীত বিবাহ দিতে পারিবেন না। তদবধি সমান সমান সিঁড়ীর বর ও কন্যায় পাণি-পীড়ন হইয়া আসিতেছে। পুরন্দর বসু দেবীবর ঘটকের সমসাময়িক লোক ছিলেন।

দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সামান্যতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; প্রথম কুলীন দ্বিতীয় মৌলিক। ঘোষ, বসু, মিত্রএই তিনঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিকের বিষয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। মৌলিক আবার দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আটঘর সিদ্ধ মৌলিক। এবং সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, ধর, চন্দ্র, নন্দী শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ প্রভৃতি যে বায়ত্তর ঘর কায়স্থ আছেন তাঁহারা সাধ্য মৌলিক। সাধ্য মৌলিকেরা মর্য্যাদাবিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সিদ্ধ মৌলিকেরা সন্মৌলিক, ও সাধ্য মৌলিকেরা বায়ত্তরিয়া বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবাহের স্থূল ব্যবস্থা এই ;—কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে

হয় ; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে। কিন্তু প্রথমতঃ কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া মৌলিক কন্যা বিবাহ করিলে কুলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিক কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন।—মৌলিক মাত্রের কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীন কন্যাবিবাহ করা আবশ্যক, কিন্তু মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান হইলে, তাদৃশ আদান প্রদানকারীদিগকে কায়স্থ সমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। পর্য্যায়বন্ধনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিলনা, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

আদ্যরস।

মৌলিকেরা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, যে কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রকে কন্যা দান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথমে মৌলিক কন্যা বিবাহ করিতে পারেন না, কুলীন কন্যা বিবাহ দ্বারা যাঁহার কুল রক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কায়স্থগণ তাঁহাকে কন্যাদান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র এইরূপে মৌলিক গৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আদ্যরস ; আর যে সকল মৌলিকের গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আদ্যরসের ঘর বা কুলপালক শব্দে নির্দ্দেশ করে। কুলপালকেরাই প্রায়

সমাজের অধিপতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত থাকেন। ইহাঁদিগের সন্তানগণ যে সভায় উপস্থিত থাকেন সে সভায় অগ্রে তাঁহারাই মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ সকল কার্য্যে তাহাঁরা যজ্ঞেস্বর স্বরূপ।

দৌহিত্রগণের মুখ্য কুল মর্য্যাদা প্রাপ্তি হেতু আদ্যরসের মৌলিক ঘরের সম্মান অধিক হয়, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সভামধ্যে পূজা প্রাপ্ত হন। এই অভিমান টুকু আছে বলিয়াই ইহাঁদিগের সমাজ বন্ধনের গ্রন্থি বিশেষ কঠিন হইয়া আছে। এমন কি অনেক সময়ে ভগিনীপতিকে শ্যালকের বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। শ্যালক যদি কুলীনের কন্যা বিবাহ না করিতে পারেন তবে ভগিনীপতির কলপর্য্যন্ত দূষিত হয়।

মুখ্য কুলীন—

কায়স্থের মুখ্যকুল। ও গৌণকুল।

মুখ্যীকুলীন চারিপ্রকার। জন্মমুখ্যী ১ বাড়ীমুখ্যী ২ সহজ মুখ্যী ৩ ও কোমল মুখ্যী।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম সন্তান, জন্ম মুখ্যী, দ্বিতীয় পুত্রের প্রথম সন্তান বাড়ী মুখী। সৎক্রিয়া ব্যতীত বাড়ী মুখ্যী উপাধি হয় না।

১। বংশের মধ্যে যাঁহারা জন্মানুসারে ধারাবাহিক প্রথম সন্তান বলিয়া পরিগণিত তাঁহারাই জন্মমুখ্যী।

২। বাড়ীমুখ্যী—জন্মমুখ্যীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়পুত্র। ইহারা সৎকার্য্যদ্বারা এই সম্মানটী প্রাপ্ত হন। সৎকার্য্য

না করিলে এইরূপ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত যোগ্য বলিয়া সমাজ মধ্যে পরিগণিত হয়েন না।

৩। সহজমুখ্যী—বাড়ীমুখ্যীর প্রথম পুত্র সহজ সঞ্জা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরা সৎক্রিয়াদ্বারা জন্মমুখ্যীর সদৃশ হয়েন।

৪। কোমলমুখ্যী—জন্মমুখ্যীর চতুর্থ সন্তানকে কোমলমুখ্যী কহা যায়। উত্তমরূপে আদান প্রদান না করিতে পারিলে ইহারাও কোমলমুখ্যীরূপ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন না।

গৌণকুল বা অপেক্ষাকৃত ন্যূনমর্য্যাদাপন্ন কুলীন। মধ্যাংশ-জন্মমুখ্যীর পঞ্চমাদি সন্তানগণ মধ্যাংশ উপাধি প্রাপ্ত হয়।

মধ্যাংশ তেওজ—বাড়ীমুখ্যীর দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্রকে মধ্যাংশ তেওজ কহে।

ছভায়া—কোমলমুখ্যীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের নাম ছভায়া। গৌণকুলীন মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায় এজন্য ঐগুলি পরিত্যাগ করা গেল। যাহার এবিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক তিনি কায়স্থ কৌস্তুভ কায়স্থ প্রদীপ, কায়স্থদীপিকা ও শব্দকল্পদ্রুম দেখিবেন।

এই গুলি লইয়াই দক্ষিণ রাঢ়ীদিগের আদ্যরসের রসগ্রহ হয়। দক্ষিণ রাঢ়ীদিগের প্রধান পুত্রে কুলমর্য্যাদা অধিক। বঙ্গজদিগের আদ্যরস নাই এবং প্রধান পুত্রদ্বারা কুল রক্ষা বা কুলক্ষয় হয় না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। নিজ

নিজ দোষগুনের ভাগী নিজেই। তন্নিবন্ধন অন্যের কুলক্ষয় বা বৃদ্ধি পায় না। দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত বঙ্গজদিগের এই মাত্র প্রভেদ। নতুবা অন্য কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

এক্ষণে দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ রাঢ়ীদিগের এক শাখা উড়িষ্যায় বাস করিয়াছেন। বঙ্গদেশের কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে কটকী কায়েত শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কটকী ও উড়িয়া কায়েত পৃথক পদার্থ। উড়িয়া কায়েতদিগের উপাধি মাইতি। কটকী কায়েতদিগের উপাধি ঘোষ বসু মিত্র ও দত্তাদি। কটকী কায়েতদিগকে উড়িয়া কায়েতগণ "কেরা বণ্ডাড়ী" স্থল বিশেষে বণ্ডাড়ী বাবু শব্দে ও নির্দ্দেশ করে। সেটা ভয় বা সম্মান হেতু বলিয়া থাকে। কটকী-কায়েতদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদান প্রদান হইয়া থাকে। খানাকুলের সর্ব্বাধিকারীরাই পূর্ব্বে কটকী কায়েত ছিলেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতিপ্রসিদ্ধ তাঁহাদিগের নামাদি। যথা—

ঘোষবংশ (১)

- মকরন্দ
  - ভবনাথ — বঙ্গজকায়স্থের মূল।
  - সুভাষিত
    - চতুর্ভুজ
      - * ৪
      - * ৫
      - * ৬
      - * ৭ — দক্ষিণরাঢ়ী দিগের মূল
        - অষ্টম পুরুষে
          - নিশাপতি
          - প্রভাকর

বসুবংশে (২)

- দশরথ
  - কৃষ্ণ
    - ভব
      - হংস
        - শক্তি মুক্তি অলঙ্কার
        - অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে পুরন্দর
  - পরম
    - লক্ষ্মণ
    - পূষণ
  - মধু
    - গুণাকর
      - অনন্ত

মিত্রবংশে (৩)

- কালিদাস
  - অশ্বপতি
    - তারাপতি
  - শ্রীধর
    - * ৩
    - * ৪
    - * ৫
    - * ৬
    - * ৭
      - ধুঁই
      - গুঁই

গুহবংশে (৪)

- দাশরথি
  - বিরাট

দত্তবংশে

- পুরুষোত্তম (৫)
  - নারায়ণ

পূর্ব্বেই ইহঁাদিগের রাঢ় ও বঙ্গে নিবাস বলা গিয়াছে তথায় দেখ। কাহারও কায়স্থগণের বিশেষ বিশেষ বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে আচার নির্ণয় তন্ত্র, কমলাকর ভট্ট-কৃত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, রাজাবলী ও কায়স্থদীপিকা প্রভৃতি দেখা আবশ্যক।

কায়স্থের পুরোহিত ও নবশায়কের পুরোহিত এক। যঁাহারা শূদ্র যাজন শূদ্রশিষ্য ও শূদ্রের দানগ্রহণ করেন তাঁহারা বিশিষ্টবংশসম্ভূত হইলে ও অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্যক্তির নিকট বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন নহেন। সামান্য কুলজ ব্যক্তির কথা সুদূরপরাহত।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে শূদ্রপ্রকরণে কায়স্থবিষয় সমাপ্ত।

নবশাখ (বা নবশায়ক)

১ তিলী ২ মালী ৩ তাম্বুলী ৪ গোপ ৫ নাপিত ৬ পোদ্দালী।

৭ কামার ৮ কুমার ৯ পুঁটুলী এই নবশাখাবলী।

নবশাখেরা কায়স্থ সদৃশ সদাচারসম্পন্ন। ইহাদিগের পুরোহিত ও কায়স্থদিগের পুরোহিত এক।

ইহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদার তারতম্য আছে। সদাচার সম্পন্ন ও সদ্গুণশালী হইলেই প্রায় সম্মানিত হইয়া থাকে, স্থলবিশেষে বংশানুক্রমিক কুলমর্য্যাদাও দেখা যায়।

মালী-মালাকর জাতি! গোপ-সদ্গোপ (যাহারা কেবল ক্ষেত্র কর্ষণ করে)। গোছালী—বারুই। পুটুলী—যাহারা পোঁটলা বন্ধন করে। পুঁটুলী বলিলে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তন্তুবায় (কুবিন্দ তাঁতি), কুরী (মোদক) সচরাচর যাহাদিগকে ময়রা বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে মোদক (কুরী নহে) ইহাদিগের উপাধি মধুনাপিত। মধুনাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্য-চরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে আছে। সুতরাং এই জাতি তিন'শত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য মস্তকমুণ্ডন করেন, যে নাপিতের নিকট প্রথম মুণ্ডিত হন তাহার নাম মধুনাপিত। মধুনাপিত মহাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সে আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল, যে সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তখন সে আর অপরের পাদস্পর্শ (অর্থাৎ ক্ষৌর) করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রভুর পাদপদ্মচিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ রাখে না। মহাপ্রভু তদীয় ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুকে কহিলেন, বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌর-কর্ম্ম করিতে হইবে না। তুমি মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর, তোমার অধঃস্তন সন্ততিবর্গও যেন আর ক্ষৌর কর্ম্ম না করে। তদবধি ঐ মধুনাপিতের বংশাবলী ও তৎ সংস্পৃষ্ট নাপিতেরা ক্ষৌর কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়রার ব্যবসায় আরম্ভ করে; তদবধি ইহাদিগের নাম ময়রা এবং যাহারা

পূর্ব্বাবধি মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নাম কুরীই থাকিল। এক্ষণে নাপিত, ও মধুনাপিত (ময়রা) পৃথক পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য।

কায়স্থের গুহ বসু ও মিত্র এই তিনটী উপাধি ব্যতীত অন্য যত উপাধি আছে তৎসমস্তই নবশাখদিগের উপাধির মধ্যে দেখা যায়। * ফরিদপুর অঞ্চলে বারুই জাতির উপাধি মধ্যে মিত্র উপাধিও দেখা যায়!

এক্ষণে এই কয়েক জাতির নাম কেন নবশাখ বলে তাহার মীমাংসা করা উচিত।

যৎকালে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষিত্রয়া করেন তৎকালে এই কয়েক জাতির সাহায্য লইয়া তিনি ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। ইহাদিগেরই সাহায্যে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশ বিষয়ে ইহারা শায়ক (বাণ) স্বরূপ হয়। ইহারা পুর্ব্বে কায়স্থের তুল্য ছিলনা ঐ সময়াবধি কায়স্থের তুল্য হয়। পরশু রামদ্বারা সমাজ মধ্যে এতাদৃশ মর্য্যাদা পাইয়াই ইহারা ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল। পরাশর সংহিতা দেখ।

ইহারা সকলেই সচ্ছূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

যাহারা বলেন নবশাখেরা একেরই সন্তান, পৃথক নয়টী শাখামাত্র, তাঁহাদিগের সে সংস্কারটী ভ্রমাত্মক; ইহারা পর-

---

*গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

স্পর পৃথক বংশসম্ভূত। প্রত্যেকেরই ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকার।

সুতরাং ইহাদিগকে নবশাখের পরিবর্ত্তে নবশায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত।

নবশায়কদিগের মধ্যে পৃথক পৃথক ব্যবসায় দেখা-যায়। যথা

	জাতি	ব্যবসায়		জাতি	ব্যবসায়
১	তিলী / তেলী	প্রধানতঃ শস্য ক্রয় বিক্রয়	৬	গোছালী	পানবিক্রয় ও পান প্রস্তুত করণ
২	মালী	পুষ্প চয়ন ও মালা গ্রন্থন	৭	কামার	লৌহদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৩	তাম্বুলী	পান বিক্রয়।	৮	কুমার	ঘটাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
৪	গোপ	কৃষিকর্ম্ম	৯	পুট্‌লী *	
৫	নাপিত	ক্ষৌর			
	মধুনাপিত	মোদকাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়			

ইতি নবশায়ক প্রকরণ সমাপ্ত।

---

* ইঁহাদের কার্য্য, বেণে পশারীর দোকান করা, কড়ী ও শঙ্খাদি পরিস্কার করণ ও বিক্রয় এবং কাংস্য নির্ম্মিত বস্তু প্রস্তুত করিয়া পোঁটলা বাঁধিতে হয় এজন্য ইহাদিগের সাধারণ নাম পুঁটুলী, কুরী ময়রাও পুঁটুলীর মধ্যে পরিগণিত।

কৈবর্ত্ত।

কৈবর্ত্তে দাস ধীবরৌ। অমর।

নিষাদো মার্গবং সুতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনং।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥ ৩৪। মনু ১০ অ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশীয় কৈবর্ত্ত মাত্রেই ধীবর জাতীয়। তদনুসারে ইহারা জল আচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল না। এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেন নিজ পুত্র লক্ষ্মণ সেনের প্রতি কুপিত হইয়া তাহার শিরোচ্ছেদের আজ্ঞা দেন। সেই আজ্ঞাশ্রবণ মাত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। তৎ কালে তদীয়া সহধর্ম্মিণী মহারাজের ইষ্টদেব মন্দিরের সম্মুখ ভিত্তিতে এই কবিতাটী লিখিয়া রাখেন। যথা

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখশান্তিং করোতু মে॥ বল্লালচরিত

উহা দৃষ্টি করিয়া মহারাজের মন পুত্র স্নেহে উদ্বেল হয়। এবং তৎক্ষণাৎ নাবিকদিগকে আদেশ করিলেন যে ব্যক্তি আমার এই নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আমার জীবন সর্ব্বস্ব লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে পারিবে আমি তাহাকে আমার সাধ্যায়ত্ত তাহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিব ইহা ত্রিসত্য করিলাম।

মহারাজের আদেশ মাত্র বেগবন্ত নাবিকগণ ডিঙ্গা ভাসাইল। এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনকে মহারাজের সম্মুখে আনয়ন করিল। তদ্দৃষ্টে মহারাজ

পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কহিলেন তোরা কি চাহিস, তাহারা কহিল "আমরা মহারাজের পাদপদ্মে জল দিতে ইচ্ছা করি।" রাজা বলিলেন "তথাস্তু" আচ্ছা তাই হইবে।

তোদের হস্তে জীবন পাইয়া যখন পরমাহ্লাদে জীবন সর্ব্বস্বকে গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোদের হাতের জীবন গ্রহণে আর দোষ জ্ঞান করিনা। অদ্যাবধি আমার অধিকার মধ্যে তোদের জল আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। এবং তোরা দ্বিজাতির দাস্যবৃত্তি করিস।

ইহারা তখন পরমাহ্লাদে কহিল মহারাজ তবে আমরা অদ্যাবধি নাবিক (জালজীবী) হইতে পৃথক হইলাম। অতএব এক্ষণে আমাদিগের পৃথক পুরোহিত আবশ্যক। মহারাজ আদেশ করিলেন কল্য দিব। পরদিন যাহাকে দিলেন সে ব্যক্তির জল আচরণীয় নহে। কৈবর্ত্তের জল ব্যবহার আছে। কিন্তু কৈবর্ত্তের পুরোহিতের জল ব্যবহার নাই।

কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত। দাস ও নাবিক। যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও দাস্যবৃত্তি করে তাহারাই হেলে কৈবর্ত্ত (দাস) ও যাহারা মৎস্য সঞ্চয় ও নাবিকের কার্য্য করে তাহারা (জেলে) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় নহে। এই জেলেরা জেলে শব্দে আখ্যাত নহে, ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে। জেলে বলিলে অত্যন্ত ক্রোধ করে। ইহারা কহে জেলে শব্দে চণ্ডালজাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়।

রংপুর ও দিনাজপুরাদি উত্তর অঞ্চলে ক্ষ্যাণ নামে এক প্রকার কৈবর্ত্তাভাস আছে। তাহারা ও অন্যের নিকট কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু প্রকৃত কৈবর্ত্তের নিকট ধরা পড়ে। সে যাহাই হউক স্থানে স্থানে ইহাদিগের দাস্যবৃত্তি ও জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যে ও চলিত দেখা যায়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর দাস নামে এক প্রকার কৈবর্ত্ত আছে। তাহারাও দাস্য বৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারা বলে সত্যবতী যে কৈবর্ত্তের বাটীতে ছিলেন সেই কৈবর্ত্তের বংশীয়েরাই পরাশর দাস নামে খ্যাত।

ইতি কৈবর্ত্ত প্রকরণ।

গোপ (গোয়াল)

এই জাতির কৃত দধি, দুগ্ধ, নবনীত প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত। জল ও প্রায় সর্ব্বত্রপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া আখ্যাত, পশ্চিমে আহির বা মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোপ বলিয়া খ্যাত তাহারাই প্রকৃত গোপশব্দ বাচ্য। এই জাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা আছে।

ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গোরু দাগে তাহাদিগকে ভোগা গোয়াল বলে; তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য।

দধি, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালদিগের জল, সর্ব্বপ্রথমে, বঙ্গদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রচলিত করেন। তদবধি ইহারা স্থল বিশেষে ময়রার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে।

ইতি গোপ প্রকরণ।

জল অস্পৃশ্য অথচ উচ্চ জাতীয় শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

স্বর্ণবণিক ও সেকরা।

বঙ্গদেশবাসী বণিকগণ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। কংস, শঙ্খ ও গন্ধবণিক নবশাখ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কালোয়ার যে প্রকার, বঙ্গদেশে স্বর্ণবণিক (সোনারবেনে) স্বর্ণকার বা (সেকরা) সেই প্রকার জল অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে গণ্য।

স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারগণের জল কেন অস্পৃশ্য হইল তাহার নিদর্শনে তাঁহারা এই কিংবদন্তী অবতারণা করেন যে, এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেনের পিতৃ অথবা মাতৃ শ্রাদ্ধে সুবর্ণ নির্ম্মিত কতকগুলি ধেনু দান হয়, ঐ সকল ধেনু যে সকল স্বর্ণবণিক প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে ঐ সকল ধেনু শূন্য-গর্ব্ভ এবং উহাদিগের অন্তরে অলক্তক সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠীগণ স্বর্ণকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ রাজার সমীপে প্রদানের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা করেন নাই; পরে মহামতি বল্লালের প্রদত্ত

গাভীগুলি যে সমস্ত বিপ্রগণ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক-তম স্বর্ণগাভী প্রাপ্তিমাত্র রাজ ভবনের অনতিদূরেই এক-স্বুবর্ণ বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে যান। ঐ বণিকের হস্তে ঐ গাভীটীর আকৃতি অপেক্ষা ভার অল্প বোধ হেতু বণিক উহাকে ছেদন করিবার অভিলাষ জানাইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন তাহা কদাচ হইতে পারে না "ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে গোবধ হইতে পারে না"। স্বুবর্ণ বণিক সে কথায় কর্ণ-পাত না করিয়া স্বর্ণ গাভীর পৃষ্ঠে যেমন ছেনীর আঘাত করিল অমনি দরদরিত ধারে গাভীর গর্ত্ত হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ বিপ্র উৰ্দ্ধশ্বাসে মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন মহারাজ আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যে ধেনুটী পাইয়াছিলাম, উহা অমুক বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, সে ব্যক্তিকে কহিলাম, ধেনুটী যে অবস্থায় আছে, যদি তদবস্থ লইয়া আমাকে মূল্য দেও, তাহা হইলে আমি বিক্রয় করিতে পারি। কিন্তু প্রস্তরাদিতে ঘর্ষণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিতে দিব না, চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পার। সে ব্যক্তি অগ্রে তাহাতেই সম্মত হইল পরে আমার বচন অগ্রাহ্যপূর্ব্বক স্বর্ণ গাভীটীর পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিল; অস্ত্র স্পর্শ মাত্র ধেনুটী উচ্চৈঃস্বরে হম্বা হম্বা রব পূর্ব্বক রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া প্রাণ পরি-ত্যাগ করিল। মহারাজ সমস্ত নিবেদন করিলাম এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

মহারাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারের ধূর্ত্ততা অবগত হইতে আর ক্ষণমাত্রকাল বিলম্ব হইল না। তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে পণ্ডিতগণ কহিলেন মহারাজ আপনি স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিকগণের উপর বিরক্ত হইবেন না তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে একাজ করিয়াছে। আপনার মাতৃ শ্রাদ্ধের গাভীগুলি মন্ত্রপূত হওয়ায় ও তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করায় তাহাদের জীবন সঞ্চার হইয়া ছিল, ঐ ধেনুটী ও তাহাদিগের একতম সুতরাং তাহাকে ছেদন সময়ে সে যে ঐ প্রকারে হম্বা হম্বা রব করিয়াছে, এবং তদীয় গাত্র হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছে। উহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

রাজা বলিলেন সে যাহাই হউক স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক এ বিষয়ে বিশেষ অপরাধী। অতএব তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত। ঐ গাভীর জন্য আমাকে যে প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে যেরূপ মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে সুবর্ণ-বণিক ও স্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফল ভোগ করা অত্যাবশ্যক। আমার অধিকার মধ্যে যেথানে যত স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকার আছে তৎসমস্তকে অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজ সভার আদেশানুসারে অস্পৃশ্য করা গেল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহারা সেই ভাবে আছে।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী—কেহ কেহ বলেন ইহারা মাতৃকর্ণের

সোণা চুরি করিয়া লইয়াছিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও ঘৃণিত মনে করিয়া ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য জ্ঞান করেন। তদবধি ইহারা এই প্রকার হেয় হইয়া আছে।

ইহাদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই উচ্চজাতীয় সৎশূদ্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাদিগের পুরোহিতকে জাতীয় [এক জেতে] পুরোহিত বলে, তাঁহারাও সমাজ মধ্যে চলিত নহেন। ইহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরুগণ গোস্বামী পদবাচ্য।

চন্দ্র, শেঠ, আঢ্য, দত্ত,দে, মল্লিক প্রভৃতি শূদ্র উপাধি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। তদনুসারেই ইহারা পৃথক পৃথক কুলসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হন। বাণিজ্যাদি ইহাদিগের প্রধান অবলম্বন। ইহাদিগের মধ্যে সপ্ত গ্রামের, সুবর্ণগ্রামের ও মামুদপুরের বণিকগণই শ্রেষ্ঠ। মামুদপুর যশোহর জিলার অন্তর্গত। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী, স্বরস্বতীর ধারে (এক্ষণে যে স্থানকে হুগলী বলে তাহারই নিকট) ছিল। সুবর্ণগ্রাম বিক্রমপুরের নিকট, ঢাকা জিলার অন্তর্গত,(যাহাকে সচরাচর সোণার গাঁ বিক্রমপুর কহিয়া থাকে)।

পাশ্চাত্য বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকারী। বঙ্গবাসী বণিকদিগের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। কতদিন হইল যে দ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে অনধিকারী হইয়াছেন তাহা স্থিরতর নাই, তথাপি ইহাঁরা

কহেন যদবধি বল্লাল কর্ত্তৃক ইহারা অপদস্থ হইয়াছেন তদবধিই বৈশ্যজাতীয় গৌরব নষ্ট হইয়াছে ; জল অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য।

ইতি সুবর্ণবর্ণিক ও স্বর্ণকার প্রকরণ সমাপ্ত।

বর্ণসঙ্কর।

চারিজাতির বিষয় এক প্রকার সমাপ্ত হইল। এক্ষনে সঙ্করজাতির উৎপত্তি ব্যবসায়াদি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ও কাহার দ্বারা সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থির করা উচিত। আমরা পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি যাহা দেখি তাহাতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পর সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী সাধারণ নাম দেখিতে পাই। পৃথক জাতি অর্থাৎ পঞ্চমজাতি দেখিতে পাই না। দাস উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শূদ্র পদবাচ্য।

যে সময়ে দ্বিজাতিরা অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই সময়েই অন্যের ভার্য্যায় সজাতীয়ের নিয়োগ দেখা যায়। তৎপরে যখন বেণ রাজা বসুন্ধরার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন তদবধি অন্যের পত্নীতে অপর জাতির নিয়োগ ও বিধবাস্ত্রীতে সন্তান উৎপত্তি-করণ-বিধির নিষেধ হয়।

তৎপরে কিঞ্চিৎকাল গত হইলে রাজর্ষিপ্রবর ঐ বেণ

ভূপতিই কামোপহতচেতন হইয়া নানা জাতীয় স্ত্রী সম্ভোগ পূর্ব্বক নানাজাতীয় বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন। রাজা অসৎ হইলে প্রজাও অসৎ হয়। তদনুসারে প্রকৃতি-পুঞ্জের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম জাতীর সংসর্গ হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা অতিশীঘ্র অশেষ বিধ বর্ণসঙ্কর ও হীন জাতির সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশে তৎসমস্ত জাতির অধিকাংশ বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু অনেকগুলির নাম দেখা যায়। এবং কতকগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। যতগুলিকে চিনিতে পারা যায় তাহাদিগেরই নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্যবসায়াদি স্থির করা গেল।

ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহন করে না, প্রত্যেকেরই পুরোহিত পৃথক, প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও এক জাতীয় যাজক ব্রাহ্মণ রূপে খ্যাত।

> নোদ্বাহিকে মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
> ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবাবেদনংপুনঃ। ৬৫।
> অয়ংদ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
> মনুষ্যাণামপিপ্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি। ৬৬।
> সমহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
> বর্ণানাং সঙ্করংচক্রে কামোপহতচেতনঃ। ৬৭।
> ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং।
> নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ। ৬৮। মনু। ৯ অ

ভারতচন্দ্রের সময়ে ও এদেশে যত প্রকার নীচ জাতীয় শূদ্র ছিল তাহার নির্ণয় করা আছে। তৎকৃত বিদ্যাসুন্দর

কাব্যের মধুধারা মধ্যে ছত্রিশ জাতির বিন্দুপাত আছে। তাহা পাঠ করিলে তৎকালের জাতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যথা—

"আগুরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোপা কৈবর্ত্ত অনেক।
সেকরা ছুতার মুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ি ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুর্ম্মী কোরাঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কাণ কসবি যতেক।

কিন্তু সে সময় চাঁই, বাঁই, বাউরী, চাক্ কোঁচ, পলিয়া পুঁড়া (পুণ্ডরীক) রাজবংশী, কাহার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা তাহাদিগের বংশাবলী অনেকস্থলে বিস্তৃত দেখা যায়। বোধ হয় ভারতচন্দ্র কেবল বর্দ্ধমানের বর্ণন করিতে ছিলেন বলিয়াই অপর গুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কেন না সকল গুলিরই এক নগরে অবস্থান সম্ভব বিবেচনা করেন নাই।

এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারাই ইহাদিগের সমাজগত মর্য্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায়। যথা—

জাতি	ব্যবসায়	জাতি	ব্যবসায়
আগুরী	প্রধানত কৃষিকর্ম্ম।	শুঁড়ী	জালজীবী।
কলু	তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়।	গাঁড়ার	চিপিটক প্রস্তুত ও বিক্রয়।
কোল	অনির্দ্দিষ্ট।		

জাতি	ব্যবসায়।
করজা	ঐ
কান (কিন্নর)	গীত বাদ্য।
কাঁড়রা	বাঁশের শলাকা দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত।
কোড়া	মৃত্তিকা খননাদি।
কাওরা	শূকর পালন ও বিক্রয়।
কপালী	শণ সূত্র প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিক্রয়।
কোঁচ	নৌকা বহন ও মৎস্য ধারণ।
কাহার	দাস্য বৃত্তি ও বাহক কার্য্য।
তিয়র (রাজবংশী)	মৎস্যবিক্রয় ও ইষ্টকনির্ম্মাণ ও গ্রহন।
ঢুলিয়া	নরযানের বাহকের কার্য্য বেহারাগিরি।
ধোপা (রজক)	বস্ত্রধৌত ও পরিষ্কারকরণ।
চাসাধোপা	প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য।
নলে	পাটি, মাদুর শণ প্রভৃতির নলকর্ত্তন ও বয়নকার্য্য।
নুড়ী	প্রধানতঃ লাক্ষাদির ব্যবসায় ও চুড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয়।
পলিয়া	প্রধানতঃ দধিদুগ্ধ বিক্রয়। বস্ত্রাদি ও বয়ন করে
পাটুনী	নদীতে পারাবার (খেয়া দেওয়া।
পোদ	প্রধানতঃ মৎস্যবিক্রয়।

জাতি	ব্যবসায়।
চুনারী	প্রধানত চূনপ্রস্তুত ও ও বাদ্য করণ।
চণ্ডাল বা নমশূদ্র	নানাবিধ ব্যবসায় প্রধানতঃ মৎস্য ধারণ ও নৌকা বাহণ।
ছুতার [সূত্রধর]	কাঠের কার্য্য।
জালিয়া [চণ্ডাল] ধীবর [পাড়ুই]	মৎস্য সংক্রয় ও নাবিক বৃত্তি।
ডোম	বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুত।
ডোকলা	শূকর চরান
যুগী বা যোগী	বস্ত্রবয়ন।
বাউরী	পাল্কীবহন ও জলজ উদ্ভিজ্জাদির উত্তোলন ও বিক্রয়।
বাগদী	মৎস্য বিক্রয়, পাল্কীবহন ও স্থল বিশেষে শূকররক্ষণ।
বেদিয়া	গাছড়া ঔষধ ও সর্পবিশেষের দংশন-চিকিৎসা এবং স্থল বিশেষে সর্পধারণ ও খেলন।
শুঁড়ী শৌণ্ডিক শৌলোক	প্রধানতঃ মদ্যপ্রস্তুত ও বিক্রয়।
হাড়ী মেতর ও হাড়ীচাকর	পুরিষ পরিস্কার ও শূকর পালন ও স্থলবিশেষে বেহারার কার্য্য
গন্ধর্ব ও অপ্সর	গীতবাদ্য। উড়িষ্যা অঞ্চলে আছে।

ভাস্কর	প্রস্তর খুদিয়া প্রতিমাদি নির্ম্মাণ।	দাস চাকর রমণী-বেহারা	দাস্যবৃত্তি। দেশভেদে কার্য্য পৃথক্ পৃথক কিন্তু সকলেই ইতর-জাতীয়ের খানসামার কার্য্য করে না।
মুর্দ্দাফরাস বা কোটাল	চিতা প্রস্তুত ও মৃতব্যক্তির অমেধ্য পরিস্কারাদি কার্য্য	গোলাম	ঐ
মুচি চর্ম্মকার চামার রুহিদাস	চর্ম্মের সংস্কার, বস্ত্রবয়ন বিক্রয়, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং বাদ্যবাদন।		

১ অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।

২ নিষাদ—নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পরাশর উচ্যতে।। ৮

৩ উগ্রক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ক্রূরাচার বিহারবান্।
ক্ষত্র শূদ্রাবপুর্জান্তু রুগ্রো নাম প্রজায়তে।। ৯

৪ অপসদঃ { বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণেচৈ কস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।। ১০

৫ সুত—ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সুতো ভবতি জাতিতঃ।

৬ মাগধ
৭ বৈদেহ } বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ।। ১১

৮ আযোগব ক্ষত্তা, চণ্ডাল ও সঙ্করজাতি { শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃনাং।
বৈশ্য রাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। ১১

অপসদ।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, বৈশ্যার গর্ব্ভজাত, ও শূদ্রার গর্ভজাত এই তিন প্রকার। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে জাত ও শূদ্রার গর্ভজাত এই দুই

প্রকার; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে জাত একপ্রকার; সর্ব্ব সমেত ছয় প্রকার বর্ণসঙ্কর অপসদ শব্দে অভিহিত হয়।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বিপ্রকন্যার গর্ব্ভে জাত সন্তান সূতজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যা বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে জাত সন্তান মাগধ জাতি।

ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভজাত সন্তান বৈদেহ।

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ব্ভজাত সন্তান আযোগব; ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সন্তান ক্ষত্তা (যাহাকে বঙ্গদেশে ছত্রি বলে।) ও বৈশ্যার গর্ভজাত সঙ্করসন্তানকে চণ্ডাল অর্থাৎ নরাধম বলা হয়।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় করণ কায়স্থ বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্য কায়স্থগণ তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ দেন। যে এক সঙ্কর জাতি হইতে অপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তির সময় যে সঙ্করাৎসঙ্কর জাতি জন্মে তাহাদিগেরই মধ্যে ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ খস দ্রবিড় প্রভৃতি কয়েকজাতির উৎপত্তি হয়।

মল্ল—সচরাচর যাহাদিগকে মাল বলা যায়। ইহারা সর্পবহিষ্করণ ও তৎসঙ্গে ক্রীড়নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যাহাদিগকে সচরাচর সাপুড়ে কহে।

নট—নৃত্যগীতাদি ব্যবসায়।

করণ—ব্যবসায় অনির্দ্দিষ্ট! কিন্তু অধিকাংশকে নৌকা-বাহন কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যা নিচ্ছিবি রেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ।। ২২।

আয়োগব (আগুরী গোয়ালা) শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ব্ভে আয়োগবের জন্ম।

চর্ম্মকার চামার মুচি	নিষাদ হইতে বৈদহী স্ত্রীর কাতোবার, বৈদেহী হইতে কারাবারস্ত্রীতে অন্ধ্র এবং নিষাদ-স্ত্রীতে মেদ নামক জাতি জন্মগ্রহণ করে।

ইহাদিগের সকলেরই চর্ম্মচ্ছেদন কার্য্য জাতীয় বৃত্তি; ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে।

"কারাবার নিষাদাত্ত, চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকান্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রাম প্রতিশ্রয়ৌ।। ৩৬। মনু ১০।

মুর্দ্দাফরাস। চণ্ডালের ঔরসে নিষাদীর গর্ব্ভে জাত সন্তানকে মুর্দ্দাফরাস কহা যায়। ইহারা মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ করে চিতা প্রস্তুত করে। শ্মশানে অবস্থিতি পূর্ব্বক মৃতব্যক্তির অমেধ্য বস্তু পরিষ্কার করে! রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বধকার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করে ও তাহাদিগের পরিহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেই হেতু ইহাদিগের ঘাতক বলিয়া অপর একটী নাম আছে। কোন কোন স্থলে ইহাকে কোটাল কহিয়া থাকে।

বধ্যাংশ্চহন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্নীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥ ৫৬। মনু ১০ অঃ

এক্ষণে এই সকল বচন দ্বারা নিশ্চয় জানা যায় যে অনুলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতির সংস্রবে নানাবিধ অন্ত্যজ

ও সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসমস্তের বিবরণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এই মাত্র জানা আবশ্যক যে অসমান জাতীয়ের সঙ্গে সংস্রব ঘটিলেই সঙ্কর জাতি ব্যতীত প্রকৃত শূদ্র, প্রকৃত বৈশ্য প্রকৃত ক্ষত্রিয় কিম্বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্মিবে না।

অন্ত্যজ জাতি সমাপ্ত।

সম্বন্ধ-নির্ণয় শাখাপ্রশাখা।

বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় জাতি চতুষ্টয়ের সমাজ সুশৃঙ্খলা বিষয়ে, বঙ্গীয় প্রজাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন বিষয়ে তাহাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপন বিষয়ে যে মহামতি উদারপ্রকৃতি বদান্য ভূপতিগণ আন্তরিক যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহাদিগের জাতিগত ও মর্য্যাদাগত বিষয়াদি কিছুই সামান্য কাণ্ডে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, জাতিগত সামান্য ও বিশেষ বিনির্ণয় করণ বিষয়ে আদিশূর, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন অগ্রসর ছিলেন এজন্য সামান্য কাণ্ডের শাখা প্রশাখা নির্ণয়ের অগ্রে তাঁহাদিগেরই জাতিগত প্রকরণ এই খানেই লেখা আবশ্যক।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। যেহেতু মাতৃগর্ব্ভে প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে সাবিত্রী গ্রহণ দ্বারা দ্বিতীয়বার

জন্ম গ্রহণ; প্রথম জন্ম দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির জ্ঞান হয়, দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ে শুদ্ধি-বিধান ও ব্রহ্মনির্ণয়ে সামর্থ্য হয় এই কারণে ইহাদিগের দ্বিজ সংজ্ঞা গ্রহণে অধিকার আছে।

চতুর্থ জাতি শূদ্র ইহাদিগকে একজাতি অর্থাৎ (একজ) যাহাদিগের কেবল মাতৃগর্ভে জন্ম মাত্র, অন্য জন্ম, অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞান রূপ জন্ম হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম জাতি নাই। সঙ্করজাতিরাও ইহারই একতম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের কন্যা বিবাহবিধিতে গ্রহণ করিতে নিষিদ্ধ ছিলেন না। তদনুসারে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সন্তান অপেক্ষা মান্য ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র শূদ্রসদৃশ করণ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু মনু কহিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে যখন ভিন্ন বর্ণে যথাবিধানে সন্তান উৎপাদন করেন তখন পিতা উচ্চ বর্ণ স্থলে ও মাতা অধম বর্ণ স্থলে পুত্রগণ মাতৃবর্ণ হয় অর্থাৎ পিতার জাতি পায় না। সেই হেতু শূদ্রার গর্ব্ভজাত ব্রাহ্মণের ঔরস সন্তানের শূদ্রত্বই থাকিবে এবং উপনয়নাদিতে অধিকার নাই। অন্য তিন বর্ণের দ্বিজাতি সংজ্ঞা হইবে।

ক্ষত্রিয় জাতি তৎসমান বর্ণে ও বৈশ্য শদ্রার কন্যায় যে পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারাও মাতৃ সমান বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যপুত্র মাহিষ্য নামক বৈশ্য। শূদ্রার গর্ভজাত উগ্রক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য, শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র নিষাদ এই রূপে উচ্চ বর্ণের পুরুষে নীচ বর্ণের বিবাহিতা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহাদিগকে মাতৃবর্ণ-বৈশ্য সদৃশ, শূদ্র অপেক্ষা মান্য, অর্থাৎ মাতৃসজাতীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিতৃসজাতীয় অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তদনুসারে আমাদিগের দেশের অম্বষ্ঠেরা বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এক্ষণে এক প্রকার স্থির হইল যে অনুলোমের ঔরসোৎপন্ন ও প্রতিলোমের গর্ভজাত সঙ্কীর্ণ জাতীয় মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই তিন জাতির দ্বিজাতি সংজ্ঞা থাকায় উপনয়নাদি বৈদিক কার্য্যে পিতৃসজাতীয়দিগের ন্যায় অধিকার আছে এবং মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু অশৌচাদি গ্রহণ ও অন্যান্য কুলাচারে মাতৃসজাতীয়দিগের ন্যায়ই দেখা যায় তদ্বিষয়ে ইহারা পিতৃসজাতীয় আচরণে অধিকারী নহে।

উৎকৃষ্ট জাতিজ সঙ্কীর্ণ জাতির মধ্যে উগ্র ক্ষত্রিয়, নিষাদ ও করণ; এবং অন্যান্য বিলোম ও অনুলোমোৎপন্ন মাতৃদোষাশ্রিত বর্ণসঙ্করদিগের দ্বিজাতিত্ব নাই। তাহারা শূদ্র বলিয়া খ্যাত। স্থলবিশেষে অধম শূদ্রের মধ্যে গণ্য।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে আমাদিগের দেশের বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণের নিম্নে ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষভাবে ও শদ্রের উপরি-

ভাগে আসন গ্রহণ করেন।

যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন তাহারা দ্বিজাতি সদৃশ আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যাঁহারা পাতিত্যাদি হেতু অনুপনীত তাঁহারা শূদ্রবৎ রহিয়াছেন।

কি শুদ্ধাচারসম্পন্ন বৈদ্য কি পতিত বৈদ্যজাতি উভয়েই আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

মহারাজ বল্লাল একসময়ে অধমজাতীয়া একটী পদ্মিনী কন্যাকে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। সেই হেতু তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ধর্ম্মলোপভয়ে লক্ষ্মণ বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। তাহার কারণ এই যাহারা যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মহারাজ পতিত বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন না। মহারাজের সংস্পৃষ্ট না হইলেই জাতি রক্ষা হইল, তদ্বারাই ধর্ম্ম রক্ষা করা হইতে পারে। এইরূপে লক্ষ্মণের অনুগত বৈদ্যগণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। তৎপরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী মহারাজ বৈদ্যকুলতিলক রাজবল্লভ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক বৈদ্যকে যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনর্ব্বার উপনয়নাদি দেন। তদবধি অনেক বৈদ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। অনেকে পূর্ব্ববৎশূদ্র সদৃশ অনুপনীত ও মাসাশৌচাদিব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা উপনীত

তাঁহারা ১৫ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন, ও সাবিত্রী মন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন।

ধন্বন্তরি হইতে

গুপ্ত	দাস	সেন

এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন জনের সন্ততির মধ্যে গুপ্ত ও সেন উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের সাধারণ উপাধি গুপ্ত। তদনুসারে এই তিন উপাধির শেষে গুপ্ত সজ্ঞা দেওয়া হয়। যথা সেন গুপ্ত, দাস গুপ্ত ও গুপ্ত গুপ্ত। অম্বষ্ঠকুলের অন্যান্য উপাধিধারী বৈদ্যদিগের পদবীর শেষে গুপ্ত উপাধি গ্রহণের অধিকার নাই। মহারাজ বল্লাল যে বৈদ্য-বংশ-সম্ভূত তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য, লক্ষণ অনুগত বৈদ্যগণ যে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন তাহার সমর্থন নিমিত্ত ও রাজবল্লভ যে পুনর্ব্বার বৈদ্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করেন ও তদবধি পুনর্ব্বার পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করেন তাহার নির্ণয় জন্য রাম-জীবনকৃত কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধার করা গেল—

আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
দেব অংশে জন্ম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই হৈল আচরণি॥
জাতি মালা আদি করি নির্দ্দিষ্ট করিল।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কুলজী বর্ণিল॥

যে দেশে যে থানে স্থানে স্থানে ছিল ।
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাকে লিখিল ॥
বল্লাস সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান ।
পিতাপুত্রে জন্মে ছিল বিরোধ কারণ ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল ।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল ॥
পিতাপুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয় ।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয় ॥
দেশত্যাগ যুক্তিমাত্র উপায় কেবল ।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিস্ফল ॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল ।
পূর্ব্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল ॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুইজন ।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ ॥
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে ।
যুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে ॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল ।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল ॥
বৈদ্যেতে মহারাজা রাজবল্লভ নাম ।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান ।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুন উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত।
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্যবৃত্ত॥
সংস্কার দশবিধ লয় পূর্ব্বমত।
তখন পতিত জনে কহে কত শত॥

বিপ্রপঞ্চ যাঁহাদিগের আনীত তাঁহারা অম্বষ্ঠ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ বৈদ্য বলিয়া খ্যাত।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন বল্লাল দ্বারা কৌলীন্য সংস্কার ও লক্ষ্মণ সেন দ্বারা তাহার সমীকরণ হয়। সেইহেতু অন্য জাতীর কৌলীন্যাদি লিখিবার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির কুল নির্ণয় করা উচিত বোধে তাঁহাদিগের উৎপত্তি প্রভৃতি লেখা গেল।

স্কন্দপুরাণের বর্ণনানুসারে বৈদ্যোৎপত্তি বিষয়ে এই মাত্র জানা যায় যে যৎকালে গালব ঋষি তীর্থ পরিভ্রমণে নির্গত হন তৎকালে তিনি এক দিবস অত্যন্ত পথশ্রান্তি বশতঃ নিতান্ত ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে এতাদৃশ তৃষাকাতর ও খিন্ন হইয়াছিলেন যে পিপাসা নিবৃত্তিমানসে, বিনা বিচারেই জলকলসধারিণী এক কন্যার নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন। তাহার দত্ত সলিল পানদ্বারা সজীব হইয়া উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে ঋষি সুলভ বরপ্রদান করিলেন। বলিলেন হে কন্যে তুমি আমার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে পুত্রবতী হও।

এই আশীর্ব্বাদটী যদিও বিবাহিতা ললনার পক্ষে পরম প্রার্থনীয়,কিন্তু অমূঢ়া কামিনীর পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ বিবেচনা করিয়া ঐ ললনা ঋষি মহোদয়ের পাদপদ্মে নিবেদন করিল, ঠাকুর, অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই। আমি কুমারী, এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি গালব তদীয় বাক্যশ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন তুমি কোন্ জাতির কন্যা। ঐ কন্যা কহিল, সে বৈশ্যকন্যা। তাহার নাম বীরভদ্রা, মহর্ষি গালব ঐ কন্যাকে সঙ্গে করিয়া তদীয় পিতৃকুলে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

বীরভদ্রার পিতা গালবকে ঐ কন্যাগ্রহণ করিতে কহেন। গালব সে বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া এই উত্তর দিলেন যে ব্যক্তি প্রাণনাশ কালে জীবন প্রদান পূর্ব্বক পুনঃপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি মাতৃতুল্যা, অতএব এ কন্যা আমার পাণিপীড়ন যোগ্যা নয়। গালবের বাক্য শুনিয়া অন্যান্য ঋষিরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন এই বৈশ্য কন্যা হইতে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির জন্ম হইবে। ঋষিরা বিবেচনা করিলেন গালবের বাক্য বৃথা হইবার সম্ভাবনা নাই অতএব এই কন্যার ক্রোড়ে একটী কুশময় কুমার দেওয়া যাউক। অবশ্য গালবের অব্যর্থ আশীর্বাদ অনুসারে মানব আকার ধারণ করিবে। তদনুসারে প্রত্যেক ঋষিই বেদ মন্ত্রানুসারে ঐ কুশ পুত্তলির প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপন আপন ক্রোড় হইতে ঐ পুত্তলিকাটীকে বৈশ্যকন্যা

ভদ্রার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড় স্পর্শ মাত্র ঐ বালকের জীবন সঞ্চার হইল। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ইহার জীবন সঞ্চার হয়, এই কারণে ইহার উপাধি বৈদ্য হইল। দ্বিতীয় ইনি অম্বাকুলে (মাতৃকুলে) সংস্থাপিত হইলেন বলিয়াই ইহার নাম অম্বষ্ঠও হয়।

ধন্বন্তরি হইতে

সেন　　দাস　　গুপ্ত

এই তিন সন্তান জন্মে। বঙ্গদেশে ইহারাই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। এই তিন মূল হইতে আর বারটী বংশের সৃষ্টি হয়। তৎপরে শাখাপ্রশাখায় ৫০ পঞ্চাশত্ কুল হইয়াছে। তাহাদিগের বিবরণ ক্রমে দেখ। যথা

ধন্বন্তরি—স্ববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের মানুষী কন্যা সিদ্ধবিদ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে ধন্বন্তরির তিন পুত্র জন্মে। যথা—সেন, দাস ও গুপ্ত। ১

সেনের চারি পুত্র। ঐ চারি জন পৃথক পৃথক মুনির শিষ্যত্বনিবন্ধন চারি পৃথক গোত্র ভজনা করেন। ধন্বন্তরি-গোত্র সেন। বৈশ্বানরগোত্র সেন। শক্তিগোত্র সেন। আদি বা আদ্যগোত্র সেন। তৎপরে ইহাদিগের অধস্তন বংশের কতগুলি সন্তান বিভিন্ন দেশে বাসনিবন্ধন অন্য মুনিগণের আশ্রয় গ্রহণ হেতু, অন্য গোত্র হন। তদনুসারে সেনবংশে আট গোত্র আছে।

২। দাসের তিন পুত্র। মৌদ্গল্যগোত্র দাস। সাল-

ক্ষায়নগোত্র দাস ও ভরদ্বাজগোত্র দাস। ইহারাও পৃথক পৃথক ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার হেতু পৃথক পৃথক গোত্র প্রাপ্ত হন। দাসবংশের অধস্তন সন্ততিবর্গমধ্য হইতে কতকগুলি বিভিন্নদেশে বাসনিবন্ধন ও অন্যান্য ঋষির শুশ্রূষা হেতু আরও তিন গোত্র প্রাপ্ত হন। তদনুসারে দাসবংশে ছয় গোত্র।

৩। গুপ্তের স্বজাতীয়া সহধর্ম্মিণীর পক্ষে এক সন্তান। অসজাতীয়া প্রণয়িনীর পক্ষে চারি সন্তান। সজাতীয় সন্তান গুপ্ত। গুপ্তের সন্ততিগণ তিন পৃথক গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

গুপ্তের অসজাতীয়া অর্থাৎ শূদ্রাপত্নীর সন্তান বর্গ। যাহাদিগের মাতুল দেব তাহারা কৃষ্ণাত্রেয় দেব। যাহাদিগের জননী দত্তকুল সম্ভূতা তাহারা মৌদ্গল্য গোত্র দত্ত। যাহাদিগের মাতামহ ধর তাহারা কাশ্যপ গোত্র ধর। যাহাদিগের মাতৃকুল কর তাহারা ভরদ্বাজ গোত্র কর।

সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যাঃ ত্রেতায়াঞ্চ তথাস্মৃতাঃ।
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোঽপি মুনিসত্তমঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ পরাশর।
অম্বষ্ঠৈষম্ভূতাচার্য্যো খ্যাতোঽভূদ্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাভবাং কন্যাং স্বর্বৈদ্যস্তু মানুষীং॥
উপযেমে মহৌজা য শ্চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
অথৈতস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।

সন্তানাঃ বহবশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপ তশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমুঃ।।
কুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাসবচনম। শব্দকল্পদ্রুম।

দেব, দত্ত, ধর ও কর হইতে আর আটটী পৃথক কুলের সৃষ্টি হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বজাতীয়া স্ত্রী ব্যতীত অসজাতীয়া পক্ষে দুই দুই পত্নী ছিল ঐ পত্নীদিগের যিনি যে কুলে উৎপন্ন হন, তৎসন্ততি বর্গ তৎকুল ও সেই কুলের গোত্রভাগী হন।

দেবের অস্বজাতীয়া দুই পক্ষের দুই জাতীয় দুই সন্তান। এক ইন্দ্র,অপর চন্দ্র। দত্তেরও ঐপ্রকার এক সন্তান রাজ অন্য সন্তান সোম। ধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের অনুকরণে কিঞ্চিৎ পরাঙ্মুখ ছিলেন। অর্থাৎ ইনি বিভিন্ন জাতীয় পক্ষে একমাত্র বিবাহ করেন। তদনুসারে ইহার এক পুত্র ধর অপর পুত্র নন্দি। কর মহাশয় প্রথম ও দ্বিতীয় সহোদরদিগের ন্যায় সজাতীয়া এক ও অসজাতীয়া দুই পত্নী গ্রহণ করেন। ভাগ্যবশতঃ ইহারও অসমান জাতীয় পুত্রদ্বয় হয়। একের নাম কুণ্ড অপরের নাম রক্ষিত। কেহ কেহ বলেন ধরের ও অপরা একটী অসজাতীয়া প্রণয়িনী ছিল। তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহার নাম আদিত্য। প্রথমে এইরূপে বৈদ্যগণ মধ্যে পোনেরটী পৃথক বংশ হয়। তৎপরে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে গোত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ২৮ অষ্টাবিংশতি পৃথক কুলের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে ৫০ পঞ্চাশৎ গোত্র ও পঞ্চাশৎ বংশ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের গোত্র হয়। তদ্দৃষ্টে বৈশ্য-

গণের পুরোহিত গোত্রানুসারে গোত্র হয়। শূদ্রগণের ও তদনুসারে অতি-দৃষ্টাতি-দৃষ্ট গোত্র হয়। বৈদ্যগণের গোত্র নির্ণয় বিষয়েও ঠিক ঐ প্রকার।

অষ্টাবিংশদমী গোত্রাঃ সর্ব্বেষাম্ ভিষজামপি।
প্রত্যেকন্তে বিলিখ্যন্তে সেনদাসাদিতঃ ক্রমাৎ॥
ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্য কৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপিচ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাতন্তদনন্তরং।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃশালঙ্কায়ন এব চ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মীমতাঃ॥
গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা।
সাবর্ণি রপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কৌশিক কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়া শ্চত্বারো দেব সম্ভবাঃ॥
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়শ্চ শাণ্ডিল্য শ্চালম্যানকঃ।
ধরস্য কাশ্যপপ্রোক্ত ভরদ্বাজশ্চকুণ্ডজঃ॥

গোত্রানুসারে।

১ সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণ আট শাখায় বিভক্ত। যথা—ধন্বন্তরি, শক্তি,বৈশ্বানর,[আদ্য-মধু-চ্যবন.] মৌদ্গল্য কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস।

২ দাস উপাধিধারী বৈদ্যগণ ছয় শাখায় বিভক্ত। যথা—মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য।

৩ গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। যথা—কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

৪ দত্ত উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণ মধ্যে সাতগোত্র আছে। যথা—কাশ্যপ, গৌতম, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি, আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয় ও বাৎস্য।

৫ দেব উপাধিধারী বৈদ্যদিগের মধ্যে চারি গোত্র প্রসিদ্ধ। যথা—কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য।

৬ ধর উপাধিধারী বৈদ্যগণ ও চারি শাখায় বিভক্ত যথা—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যান।

৭ কর উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের ও গোত্রানুসারে সাত শাখা। যথা—কাশ্যপ, বাৎস্য, মৌদ্গল্য ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, শক্তি, ও কৃষ্ণাত্রের।

৮ রাজ উপাধিধারীদিগের মধ্যে তিনগোত্র দেখা যায়। যথা—কাশ্যপ, আদ্য ও মৌদ্গল্য। আদ্য গোত্রের তিন প্রবর যথা—আদ্য, মধু ও চ্যবন।

৯ রক্ষিতগণের অধিকাংশই ভরদ্বাজ গোত্র। কোন কোন স্থলে জামদগ্ন্য গোত্র ও দেখা যায়।

১০ ইন্দ্র উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের শাখা প্রশাখা নাই। এক মাত্র কাশ্যপ গোত্রই দেখা যায়।

কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দত্তানামাদ্যগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ॥
এবমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।
দত্তাকৃষ্ণাত্রেয়ঃ গোত্রা দৃশ্যন্তেঃ বহবস্তথা॥
তস্যাৎ দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ।
করাণাম, কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্য মৌদ্গল্যকাবপি॥

দেশভেদেঽপি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ।
রাজঃ কাশ্যপোগোত্রোঽপ্যস্তি তত্রাজ ত্রিগোত্রকঃ।।
আয়স্তে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ।
বহবোঽপি ভরদ্বাজগোত্রজাসন্তি রক্ষিতাঃ।।
ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌদ্ধৌ বেদ্যৌ গোত্রাস্তয়োরিমে।
ইন্দ্রস্য কাশ্যপোগোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।।
আদিত্যানামিমৌ গোত্রাবাদিত্য কৌশিকৌ স্মৃতৌ।
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস্যান্যোত্রা ভিষক্‌কুলে।।
যত্তু দেশান্তরে গোত্র মন্যৎ কিমপিচ শ্রুতম্‌।
দত্তাদীনাম্‌ নতৎ প্রোক্তমপ্রসিদ্ধমতীবতৎ।।

১১ আদিত্য উপাধিধারী বৈদ্যগণ গোত্রানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—কাশ্যপ ও কৌশিক।

১২ সোম উপাধিধারী বৈদ্যজাতির একমাত্র শাণ্ডিল্য গোত্র।

১৩ চন্দ্র উপাধিধারী বৈদ্যজাতির ও একমাত্র কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র।

১৪ নন্দী উপাধিধারী বৈদ্যজাতির মধ্যে কেবল ঘৃতকৌশিক গোত্র দেখা যায়।

১৫ কুণ্ড উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণ কাশ্যপ গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন। দেশভেদে তাহাদিগের মধ্যে অন্যান্য গোত্রও আছে। আদিত্য ও ইন্দ্র এই দুই ঘর বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। এজন্য অনেক পদ্ধতিকারকই আদিত্য ও ইন্দ্রকে পৃথক গণনা করেন নাই। দত্তদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব করেন। সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, কর, রাজ, সোম,

এই আটঘর রাঢ়ীয় বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। বঙ্গজের সহিত ও রাঢ়ীয় বৈদ্যের কোন ইতর বিশেষ নাই।

নন্দী, চন্দ্র, ধর কুণ্ড, রক্ষিত, দাস দত্ত ও কর এই আটঘর বারেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেব করাস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিশ্চন্দ্রধরকুণ্ডাশ্চ রক্ষিতঃ॥
রাঢ়েবঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশঃ।
সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেব করাস্তথা।
রাজসোমা বপিত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
নন্দিশ্চন্দ্রোধরঃকুণ্ডো রক্ষিত শ্চেতি পঞ্চ যে।
তে বরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্ত করাবপি॥
রাঢীয়া ভিষজা যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥

অম্বষ্ঠ চারুচন্দ্রিকা।

অম্বষ্ঠ অথবা বৈদ্য।

ইহাঁরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে ও ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করেন। স্থল বিশেষে ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ এবং স্থলবিশেষে কায়স্থাদি সৎশূদ্রের তুল্য। ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যেও কৌলিন্য আছে, কিন্তু কেহ এককালে কুলচ্যুত হন না। এবং কোন ব্যক্তি যে চিরকাল সৎক্রিয়া করিয়াও এককালে বংশ মর্য্যাদা পাইবেন না, সেরূপ নহে। ইহাঁদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ও সৎক্রিয়ান্বিত তিনি অকুলীন হইলেও পূজ্য অর্থাৎ মৌলিক শ্রেণী হইতে

সম্মৌলিক শ্রেণীতে উত্থিত হইয়া তত্তুল্যরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন। কুলীন বংশের কোন ব্যক্তি কোন অনুলঙ্ঘনীয় কারণ বশতঃ অসদাচরণ করিলেও কুলচ্যুত হন না। বল্লালী মর্য্যাদা অনুসারে কুল মর্য্যাদার প্রতি বৈদ্যদিগের এই এক অসাধারণ স্বত্ব জন্মিয়াগিয়াছে। এইটী স্বজাতি পক্ষপাত নিবন্ধন বলিতে হইবে। যদিচ এরূপ অসাধারণ স্বত্ব আছে তথাপি ইহাঁদিগের মধ্যে গুপ্ত, দাস, ও সেন কুলীন বলিয়া খ্যাত।

বৈদ্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; বঙ্গজ, রাঢ়ী ও পঞ্চকোটি।

১—সেন হাটী ও চন্দন মহলবাসী বৈদ্যগণ বঙ্গজ মধ্যে পরিগণিত। সেনহাটী যশোহর জিলার অন্তর্গত। যশোহর ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সমস্তকে প্রকৃত বঙ্গ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। চন্দন মহল বিক্রমপুর অঞ্চলে, বঙ্গসমাজ এই দুই শাখায় বিভক্ত।

২—রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। খণ্ড সমাজ, সাতশৈকসমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ।

৩—পঞ্চকোটী সমাজ দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। সেনভূম ও বীরভূম।

[ক]—ত্রিবেণী, কাঁচরাপাড়া,কুমারহট্ট,সোমড়া,সুকড়ে, নাটাগোড়, দিগ্‌ড়ে, বলাগোড় ও গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থান সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। সপ্তগ্রাম সমাজটী ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ লইয়াই পরিগণিত হইয়াছে।

[খ]—সাতশৈক সমাজের পূর্ব্বসীমা কালনা,পশ্চিম সীমা বর্দ্ধমান, উত্তর সীমা কাঁটোয়া ও দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া। যাঁহারা সাতশৈক সমাজের বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা উপরি কথিত চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী কোনস্থলের নামোল্লেখ করেন।

[গ]—কাঁটোয়ার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা সদাচার সম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

[ঘ]—মানভূমি জিলার বৈদ্যগণকে সেনভূমি সমাজের বৈদ্য কহা যায়। প্রকৃত পঞ্চকোটী প্রদেশ ঐ জিলার উত্তর পূর্ব্বাংশে। বীরভূমি সমাজের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে পঞ্চকোটী সমাজের অধীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ধলভূমি, বরাহভূমি শিখরভূমি প্রভৃতিও পঞ্চকোটীর অন্তর্গত ধলভূম্যাদি স্থানগুলি মানভূমি জিলার পরগনা বিশেষ।

বৈদ্যদিগের আবাস অনুসারে সমাজ গত, কুলমর্য্যাদাগত ও আচার ব্যবহারগত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সামান্যইতর বিশেষ দেখা যায়। কিন্তু উপাধি গত বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। সমস্ত শ্রেণীরই কুলমর্য্যাদা সংস্থাপনের নিয়ম এক প্রকার। পঞ্চকোটীর বৈদ্যগণ মধ্যে অনুপনীত বৈদ্য প্রায় দেখা যায় না।

রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে উপনীত বৈদ্যের ভাগ অধিক।

বারেন্দ্র ও বঙ্গজের মধ্যে অনুপনীত বৈদ্যের ভাগই অধিক। প্রায় সমস্তই শূদ্রবৎ। দ্বিজাতি সদৃশ অতি অল্প দেখা যায়।

বৈদ্যদিগের মধ্যে দুর্জ্জয় সেন ও চণ্ডীবর দাস পরম মান্য। চণ্ডীবরকে লোকে কুলশ্রেষ্ঠ ও দুর্জ্জয়কে কুলভূষণ রূপে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে গণদাস ও রাণদাস বৈদ্যদিগের কূলের কন্টক স্বরূপ।

যথা—চণ্ডীবর কুলশ্রেষ্ঠো দুর্জ্জয়ঃ কুলভূষণং।
গণে বাণে কুলং নাস্তি নাস্তি কুলং ধলগুকে॥

অম্বষ্ঠ কুলচন্দ্রিকা।

চণ্ডীবর দাস মৌদ্গাল্যগোত্রসম্ভূত। দুর্জ্জয় সেন ধন্বন্তরি গোত্রের কুলভূষণ স্বরূপ। ইনি বৈদ্যবংশের মধ্যে পরম পূজ্য। ইহঁাদিগেরই অধস্তন সন্তানবর্গ অপেক্ষাকৃত কুলগৌরবের পাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাতশৈক সমাজে গণ, বাণ ও ধলগুকের কুল নাই। অন্যান্য সমাজে গণদাস ও বাণদাসের সন্ততিগণের কুলমর্য্যাদা আছে। ধলগুক স্থান বাসী বৈদ্যগণ মধ্যে কুলমর্য্যাদা দেখা যায় না। কলিকাতার নিকবটর্ত্তী প্রদেশের ধন্বন্তরি গোত্র সম্ভূত বৈদ্যগণকেই ধলগুক শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

বৈদ্য বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নামাদি। যথা—

দুর্জ্জয়দাস মহাকুল।

বড়পুত্র গুপ্ত, দাস, সেনে ছোট জান।
দত্ত আদি করি পুত্র উনিশ সন্তান॥

দাস বংশে জন্ম নরানন্দ গুণধাম।
দুর্জ্জনকে পরাভব দুর্জ্জয় নাম॥
কলমে সেনকে আগে লিখে যায় কুল।
বলে দাস মহাকুল শেষ গুপ্তমূল॥
বরানগরের গুপ্ত হৈলে পংক্তি পায়।
সেন দাস আদি সবে গুপ্ত বলা যায়॥

অম্বষ্ঠ কুল পঞ্জিকা।

সেন বংশে কৃষ্ণহরি—মহাকুল।

কাকুৎস্থ	১	ছোটকুল	সাগর	৬	দাসবংশে চণ্ডীবর দাস।
সনাতনখাঁ।	২		বেতড়	৭	বাণদাস ও গণদাস
ধলগুক	৩		নরহট্ট	৮	প্রসিদ্ধ।
মঙ্গলকোট	৪		জোড়:	৯	
মালঞ্চ	৫				

বরাহ নগরের গুপ্ত মহাকুল। পাণিনালা ছোট কুল। ত্রিপুরগুপ্তের বংশের কায়ু নামক সন্তানও অতি প্রসিদ্ধ। রাঢ়দেশের খানাকুল—কৃষ্ণনগরে শম্ভু ও শশিধর অতি প্রসিদ্ধ। দুর্জ্জয়দাসের নাম নরানন্দ দাস। যথা,—

দুর্জ্জয়দাসের নাম নরানন্দ দাস।
যাহা হৈতে বৈদ্যকুল—কুলজী প্রকাশ।
তাহার দৌহিত্র শশি কুলের ভূষণ।
যাহার পুত্র শ্রীনাথ কুলশ্রেষ্ঠ হন॥ কুলপঞ্জিকা

সেনবংশে বিনায়ক সেনের সন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাসবংশে আয়ুদাস ও তৎসন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। সালঙ্কায়ন দাস ভরদ্বাজগোত্র।

বিনায়কের পুত্র চতুষ্টয়ের একজন ধলগুক (ধনহস্তক) অপর নরন্তক (নরহন্তক) নামে নিষ্কুল-স্থানে বাস-নিবন্ধন কুলভ্রষ্ট হন। এই দুইটী স্থান রাঢ়দেশে। অন্য দেশীয়গণ কুলীন বলিয়া খ্যাত। গুপ্তবংশে কায়ুগুপ্ত মহাকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরগুপ্ত কায়ুগুপ্তের সহিত সমান কুলীন। অপর গুপ্তগণ মৌলিক। দত্তাদির কৌলিন্য মর্য্যাদা নাই।

বৈশ্বানর গোত্র শম্ভুসেনবংশে

গোপাল যাদব গোবিন্দ ও মাধব অতি প্রসিদ্ধ।

আদিত্যগোত্রের সেনবংশে

লক্ষ্মণ ভিক্ষণ বায়ুসেন অতি প্রসিদ্ধ।

মৌদ্গাল্যগোত্রসম্ভূত দাসবংশে

চায়ু, কায়ু, উড্রু, পাঁড়েড ভেড়ক,ভণ্ড, বিড়াল, ও নৃসিংহ, অতি প্রসিদ্ধ।

কায়ু গুপ্তের সন্তানগণের সমাজের নাম।

পাণিনালা, নিলয়, পাতা, বারাশত, চৌরাশি, ভদ্রক্ষণি, দ্বীপা, ত্রিপুর, মাটিয়ারি ও নীলা।

মৌদ্গাল্যদাসবংশে পাড়ড়ে কুলীন বলিয়া খ্যাত।

বিনায়ক সেনের বংশে কুমার, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বনাথ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সমাজ। ক্রমান্বয়ে দেখ। যথা;—

মালঞ্চ, বেতড়া, খানাকুল ও মঙ্গলকোট।

দাস মহাকুলে দুর্জয়দাস অতি প্রসিদ্ধ।

গুপ্ত মহাকুলে বিশ্বনাথ অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার সমাজ শ্রীখণ্ডগ্রাম।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে সামান্যকাণ্ড সমাপ্ত।

বিশেষ কাণ্ড।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের শাখা ও প্রশাখা।

ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিবার অগ্রে তাঁহারা কোন্ সময়ে এদেশে আগমন করেন তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত।

আমরা তদনুসারে ক্ষিতীশবংশাবলীর বচন দ্বারা আদিশূরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। ঐ পুস্তকের বচনে সামান্যাকারে অব্দ শব্দ মাত্র লেখা আছে। *

সুতরাং ঐ অব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে, কিন্তু সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে সপাদ শতাধিক বৎসর কালের ন্যূনতা ঘটে এজন্য সংবৎ অর্থই অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়।

ঐ অর্থ গ্রহণ না করিলে বল্লালী মর্য্যাদা সংস্থাপনের কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে। এমন কি ১৩৬ বৎসরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হয়। তদ্দ্বারা ছয় পুরুষের সময়ের ব্যতিক্রম জন্মে। সুতরাং সংবৎ অর্থই গ্রহণযোগ্য

* আদিশূরো নবনবত্যধিক শতশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।
ক্ষিতীশবংশাবলী।

বলিয়া জ্ঞান হয়। সংবৎ অর্থই যে প্রকৃত তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধে এখানেই লিখিত হইল।

১ম—যখন দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের সময় হইতেই বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণের পরাক্রম নষ্ট হয়, বঙ্গে তিনিই পুনর্ব্বার বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করেন এবং বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী শাস্ত্রসঙ্গত আচার ব্যবহারাদি প্রকৃত পদ্ধতিক্রমে প্রবর্ত্তিত করেন। † আরও দেখ—

ঐ ভূপতির রাজত্বকালের পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যে যে মহামহীশ্বরগণের অধিকার ছিল, তাঁহারা শৈব ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের মধ্যবর্ত্তি কালে শৈবধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। ভারত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থলের অনার্য্যদিগের মধ্যেও শৈবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, বোধ হয় তাহাদিগের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকৃত হয়। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে শৈবমতাবলম্বী রাজাদিগের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নরপালদিগের রাজত্ব ও শৈবদিগের পরেই বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। অনেকেই

† শ্রীমদাদিশূরোদ্ভবদবনিপতির্ধর্ম্মরাজ্যোবশাস্তা
সল্লোকঃসদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃস্বর্গপাসীত্তথাসীৎ।
প্রাপ্তাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বাবুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতির্গৌড়রাজ্যাধিরস্থান্॥

ধনঞ্জয়কৃত কুলপ্রদীপ।

জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাজ্যে আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। এবং তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন! পালবংশীয়দিগের পরেই বঙ্গে কাম্বোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের একজন গৌড়ের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণরাজার বাটীতে [এক্ষণে থানা গঙ্গারামপুরের অধীন অরণ্য বিশেষ] বিরুপাক্ষের মন্দির প্রস্তুত করান। মন্দিরটী প্রস্তরময়। ঐ মন্দিরের একটী প্রস্তরস্তম্ভ দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি বিদ্যমান্ আছে, তাহার মূলে যে শ্লোকটী লিখিত আছে তাহার অর্থ সংগ্রহ করিলে ঐ রাজাকে ৮৮৮সংবতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অধিকারী বলা যাইতে পারে। [দিনাজপুরের রাজবাটীতে অনুসন্ধান কর] এবং তাঁহারা যে শৈব ছিলেন সেটীও বিশেষরূপে প্রতীতি হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে আদিশূর যে সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঙ্গে মিল হয়। *

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধ্বংসের পরেই এক কালে বৈদিক ধর্ম্মের সর্ব্বথা প্রচার সম্ভবপর বোধ হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্ত-র্ধানের পরেই এবং বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের পূর্ব্বে

---

* দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণ গুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

কিছুকাল বিমিশ্র অদ্বৈতবাদের প্রচার থাকা আবশ্যক করে। বিচার অনুসারে দেখিতে গেলে অন্ততঃ দুইশত বৎসর অর্থাৎ ৮৮৮পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে একশত বৎসর ও পরে আর একশত বৎসর না অতিক্রম করিতে পারিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরেই বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা সুসঙ্গত হয় না। কারণ অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হইতে আরম্ভ হয়, পালবংশীয়দিগের সময় পর্য্যন্ত সতেজ থাকে। তৎপরে কাম্বোজ বংশের সময়ে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একেবারে নির্ধুম হয়। অশোকের সময় সংবতের পূর্ব্ব প্রায় শতাধিক বর্ষ। কাম্বোজদিগের সময় প্রায় ৮৮৮ সংবৎ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রায় সহস্র বৎসর কাল পরে শৈব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে শতাধিক বর্ষ গত হইলে ৯৯৯ সংবতে আদিশূর বৈদিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। এখন দেখ যে আচার ব্যবহার সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিত্যাগ হঠাৎ কদাচ সম্ভব বোধ হয় না। তাহাকে একবারে তিরোধান করিতে ন্যূন কল্পে দুই শত বর্ষকাল গত করিতে হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অরুচি জন্মিবে না।

আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত এক একজন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন। বল্লাল উঁহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান

করেন। লক্ষ্মণ সেন কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন। আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে অর্থাৎ খৃঃ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ	এক্ষণে সংবৎ	১৯৩২
ঐ	শালিবাহন শক	১৭৯৭
ঐ	খৃষ্টীয় শক	১৮৭৫
সংবতের সহিত শকের অন্তর		১৩৬
ঐ	খৃ ঐ	৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টিযাগ হয় সে বৎসর খৃঃ—১০৫৬। আইন আকবরীর মতে ১০৬৬ খৃঃ বল্লালসেন রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। এখন একটা আপত্তি উঠিতেছে, যে যদি বল্লালসেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের মধ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের ন্যূনতা দৃষ্টে, আদিশূরের অনেক উত্তর বর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য ও সদাচারাদির পরিশুদ্ধি বিধান মানসে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া থাকেন বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহাকে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের দশ বৎসর পরেই কৌলীন্যমর্য্যাদাসংস্থাপন করিতে দেখা যায় না। দশ বৎসরমধ্যে ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কুক্রিয়াপ্রবেশ সম্ভবপর বোধ হয় না। বিশেষতঃ দশ বৎসর মধ্যেই ঐ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ এত বৃদ্ধি হইতে পারে না, যে রাজা কদাচারী ও সদাচারী ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাচন ও উত্তরকালে সক-

লেই সদাচারী হইবে বলিয়া মর্য্যাদার ইতর বিশেষ করিতে পারেন। দোষ না ঘটিলে সংশোধনের ব্যবস্থাপ্রণয়ন সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীতি হয় না। অতএব পুত্রেষ্টিযাগের অনেক কাল পরে, অন্ততঃ শতাধিক বর্ষ পরে বল্লালী মর্য্যাদা সংস্থাপনের সময় স্থির করিতে হয়। লক্ষ্মণের দ্বারা মর্য্যাদার সমীকরণ হয়; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সুতরাং তাহাকে ও বল্লালের অনেক উত্তর কালবর্ত্তী পুরুষ বলা নিতান্ত আবশ্যক, অথবা তাঁহাকে অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ধরিয়া তাঁহার শেষাবস্থায় মর্য্যাদার সমীকরণ সুসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। নতুবা নবগুণ বিচারে মর্য্যাদা সংস্থাপনাদির গতি লাগে না।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে তৎসভাসদ্ জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হয়। গীতগোবিন্দে পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব রচনা করেন, ও কবিরহস্য নামেও একখানি ধাতুপাঠ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার অভিধান ও প্রসিদ্ধ। ইনি দক্ষের সন্তান, ও চট্টবংশ-সম্ভূত। ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন।* [ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের শেষ পরিচয়ে লিখিত

* বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যোদুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতধরোধোয়ী কবিঃক্ষ্মাপতিঃ।
৪ শ্লো গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ।

আছে] ঘটকদিগের মিশ্রীগ্রন্থের কারিকা দেখ তাহাতেও পূতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধনাখ্য মহাকবির ও চট্টবংশীয় হলায়ুধের কৌলীন্য প্রাপ্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১২২৩ খৃ অব্দ পর্য্যন্ত মাধব ও কেশব সেনের রাজত্ব-কাল। তৎপরে লক্ষণ সেন ভূমিষ্ঠ হইয়া ১২০৩ খৃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এবং এই লক্ষ্মণকেই গোবর্দ্ধন ও হলায়ুধের সমকালীন বলিলে, তাঁহাদিগের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কুলীন উৎসাহ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্ততি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। বস্তুতঃ উৎসাহ যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্তান তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। † বিবেচনা কর ৯৯৯সংবতে শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম অনুমান ৯০ বৎসর। তৎকালে তিনি তাঁহার অধ-স্তন ধারাবাহিক চারি পুরুষের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ। তখন খৃ ১০৫৬। যখন ১২০৩ খৃঃ অব্দ তখন মহারাজ লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন। অনুমান ৯০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে

---

† বহুরূপঃসুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চসমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পূতি গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরোঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশোনাম্না কুন্দো রোষাকরোহপিচ॥
জাহ্নুনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলোবামনশ্চৈব ঈশানোমকরন্দকঃ॥
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কাম্রকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুল প্রতিষ্ঠিতৌ॥
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেনপূজিতাঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

শ্রীহর্ষ বিক্রমপুরে আসিয়া থাকিবেন। তৎকালে তাহার পুত্রের পৌত্র হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ উৎসাহে কৌলীন্য মর্য্যাদাপ্রদান সুসঙ্গত হয়; এবং কৌলীন্য সংস্থাপনের দিনের সহিত মিল হয়। ১০৫৬ হইতে ১২০৩ খৃঃ অব্দ প্রায় দেড়শত [১৪৯] বৎসর অন্তর। গড়ে প্রত্যেক ২০ বর্ষে যদি এক পুরুষের কাল ধরা যায় তাহা হইলে সার্দ্ধ শতাব্দীতে ৭পুরুষের জন্মের সম্ভব। এক্ষণে যদি শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষের সহিত এই সাত পুরুষের সমষ্টি করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে শ্রীহর্ষের অধস্তন দ্বাদশ সন্ততি উৎসাহে কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন সুসঙ্গত হয়। লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কিছু পূর্ব্বেই কুলীনদিগের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন।

শ্রীহর্ষের বংশাবলী দেখ। ‡

‡ বভূব তস্যাং প্রকৃতের্মহানিব শ্রয়োনিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরভ্রোনধবীচিদগুদোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি।। ১
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে
রারত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃপ্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্মকরোদরমলকবদ্বোগোত্তরা সংক্রিয়ে
ত্যক্তিপ্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্ ।। ২
যেনাসীদজিতং নসিন্ধুলহরীধৌতাঞ্চনায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞা প্রমভূমসপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্।
দেবঃস ত্রিজগন্ময়স্যমহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতিঃ
নৈতা যস্য মনীষিতা ধিক্ পুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ।। ৩
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছাত্রোৎসিক্তমহামহত্তমুপদং দত্তানবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ।। ৪

এই গুলি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে আদিশূরের সময় মিল হইতে পারে। আদিশূরের সময় হইতে এক্ষণে শ্রীহর্ষের ৩৫ পুরুষ হইয়াছে।

[১] শ্রীহর্ষ—মূল।

[২] শ্রীগর্ভ—পুত্র।

[৩] শ্রীনিবাস—পৌত্র।

(৪) আরব—প্রপৌত্র।

(৫) ত্রিবিক্রম—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৬) কাক--অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৭) (ধাঁধু) সাধু—বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৮) জলাশয়—অষ্টম পুরুষ।

(৯) বাণেশ্বর—নবম পুরুষ।

(১০) (গুঁই) গুহ দশম পুরুষ।

(১১) মাধব—একা দশ পুরুষ।

(১২) কোলাহল—দ্বাদশ ঐ।

(১৪) উৎসাহ—প্রথম কুলীন।

(১৫) অহিত—কুলীনপুত্র।

(১৬) উদ্ধব (উদ্ধর)—কুলীনপৌত্র।

(১৭) শিব—ঐ পৌত্র।

(১৮) নৃসিংহ—ঐ প্রপৌত্র।

(১৯) গর্ব্বেশ্বর—ঐ বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(২০) মুরারি—ঐ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(২১) অনিরুদ্ধ—ঐ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(২২) লক্ষ্মীধর—(ইঁহার সময়ে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ লোপ পায়।)

(২৩) মনোহর—মেলবন্ধনের কুলীন।

(২৪) গঙ্গানন্দ—পুত্র।

(২৫) রামাচার্য্য—পৌত্র।

(২৬) রাঘবেন্দ্র—প্রপৌত্র।

(২৭) নীলকণ্ঠ—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(২৮) বিষ্ণু (ঠাকুর)—ফুলেমেলের প্রধান।

(২৯) রামদেব—পুত্র।

(৩০) সীতারাম—পৌত্র।

(৩১) সদাশিব—প্রপৌত্র।

(৩২) গোরাচাঁদ—বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(৩৩) ঈশ্বর—খড়দহনিবাসী।

(৩৪) অমুক—(অজ্ঞাত) ঈশ্বরের পুত্র।

(৩৫) ঐ ঐ ঐ পৌত্র।

২৯ রামদেব ঠাকুর।

| ৩০

কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণ শ্যাম সীতারাম • খেলারাম প্রভৃতি

| ফুলিয়া নিবাসী

রামকিশোর ৩১ — রামচাঁদ ৩২ — তনু ৩৩ ইঁহার বয়ক্রম প্রায় ষাটি বর্ষ

কালীশঙ্কর ৩১ — শিব প্রসাদ — আনন্দ ৩৩ — অঘোর ৩৪ — শ্যামধর ৩৫

• বিদ্যাসাগর কৃত বহুবিবাহে সীতারামের বংশাবলী লিখিত আছে

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ও সমাধ্যায়ী ছিলেন। যদি চৈতন্যের সময় ঠিক করা যায় তাহা হইলে রঘুনন্দনকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক স্থির করিতে হয় *। এবং তিনি যদি তাঁহার গ্রন্থে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তৎকালের প্রথা অনুসারে তাঁহাকে অন্ততঃ তিন পুরুষের অগ্রবর্ত্তী বলিতে হয়। তাহা হইলে কুল্লূকভট্টকে আমরা ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করিতে পারি †।

বলিয়া ঐ গণনা অনুসারে শ্রীহর্ষের অধস্তন পুরুষ সংখ্যা ধরা গিয়াছে, নতুবা শ্যামের বংশাবলী গণিলে ঠিক ৩০ পুরুষ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। শ্যামাধর মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র; এক্ষণে ইঁহারও পুত্র মুখ সন্দর্শনের সময় উপস্থিত বলা যাইতে পারে। কারণ ইনি এক্ষণে যুবাপুরুষের মধ্যে গণ্য।

* উদ্বাহতত্ত্ব কন্যাদান প্রকরণে——রঘুনন্দন।

নিয়োগ বিষয়ে—

যস্যাম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যকৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ॥
যথাবিধ্যভিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাং।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎসকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥
আগর্ভগ্রহণাৎ সকৃদ্‌গমনোপদেশাচ্চ
যস্মৈবাগ্‌দত্তা তস্যৈবাপত্যোভবতীতি কুল্লূকভট্টঃ॥

† শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতারী।
অষ্ট চব্বিশ বৎসর প্রকটবিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপান্নে ইহাঁর অন্তর্ধান॥
ইতি চৈতন্যচরিতামৃত।

কুল্লূকভট্ট আপনার পরিচয় স্থলে নিজ কুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বল্লালের উত্তরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে ‡। কারণ রাঢ়ী বারেন্দ্রের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে রাজদত্ত গ্রামানুযায়ী মর্য্যাদার অভিমান করিয়াছেন। এবং গৌড়ীয় নন্দনবাসী বলিয়া আপনাকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয়মধ্যে পরিচয় দিয়া যেন অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের অধস্তন সন্ততিবর্গের বিদ্যাব্রাহ্মণ্য অতি অল্পকালে লোপ পাওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না।

এখন দেখ যদি হলায়ুধ চট্টো উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন হন এবং তৎসমান পর্য্যায়ের লোক গোবর্দ্ধন—লক্ষ্মণের সভাসদ্ বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ্মণকে আদিশূরের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ পুরুষ উত্তরবর্ত্তী বলিতে হয়। এইটী বলিলেই উৎসাহ হইতে প্রায় সাড়ে

---

‡ গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈবন্দ্যেবরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূক ভট্টোভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
মীমাংসে বহুসেবিতাসি সুহৃদস্তর্কাঃ সমস্তাঃস্থ মে
বেদান্তাঃপরমাত্মবোধগুরবো যূয়ং ময়োপাসিতাঃ।
জ্ঞাত্বা ব্যাকরণানি বালসখিতা যুষ্মাভিরভ্যর্থয়ে
প্রাঞ্জোঽয়ং সনয়ো মনুক্তবিবৃতৌ সাহায্যমালম্ব্যতাং॥

মনুটীকার ভূমিকা।

তিনশত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইতে হয়। তাহা হইলে আদিশূর যে বল্লালের পিতামহ বা মাতামহ পর্য্যায়ের লোক নহেন তাহাও স্থির হয়। অর্থাৎ নিদান পক্ষে আট নয় পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্রে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিশূরের দৌহিত্র বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেনের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়। এবং ঐ সময়েই তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। যে সময়ে বল্লাল কৌলীন্য প্রদান করেন, সে সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপে সন্নিধিকর, ৮ম, শাণ্ডিল্যে জয়সাগর, ১০ম, ভর দ্বাজে ১১শ পুরুষ ও বৈদান্তিক প্রভৃতি; রাঢ়ী শ্রেণীর কুলশাস্ত্রের মতে কাশ্যপে বহুরূপাদি ৮ম, শাণ্ডিল্যে মহেশ্বরাদি ১০ম, ভরদ্বাজে উৎসাদি ১৩শ পুরুষের সময় বল্লাল রাজত্ব করেন। ইহারাই কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। কায়স্থদিগের ২৫।২৬ পর্য্যায়ের সঙ্গে আর ১০ দশ পুরুষ যোগ করিতে হইবে। দেখ ঘোষ বংশে নিশাপতি ও প্রভাকর ৮ম, বসুবংশে অনন্ত ৮ম, মিত্র বংশে ধুঁই ও গুঁই ৮ম, ইহারাই বল্লালের সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য পাইয়া ছিলেন। এই সময়ে ইহাদিগেরও পৌত্রাদি হইবার কাল সুতরাং বল্লালের প্রদত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদানের কালের ঐক্য হয়! এক্ষণে কায়স্থদিগের ২৫।২৬ পর্য্যায়ের অগ্রে ১০ পুরুষ যোগ কর, ব্রাহ্মণদিগের

৩৫।৩৬ পুরুষের সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যাইবে। এবং প্রত্যেক পুরুষের গড় পড়তায় একটা মোটামুটী কাল ২৬ বৎসর ধর তাহা হইলে ৩৬×২৬ ঠিক=৯৩৬। ১৯৩৬ সংবৎ হইতে ৯৩৬ শত বৎসর অগ্রবর্ত্তী হও, আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়নের কালের ৯৯৯ সংবতে সঙ্গে যোগ কর, অদ্যকার সময়ের সঙ্গে মিল হইবে অর্থাৎ ১৯৩৬ সংবতের নিকটবর্ত্তী হইবে।

সাতশতী ব্রাহ্মণগণের বিশেষ বৃত্তান্ত।

রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাতশতী ব্রাহ্মণগণের সংস্রব। সাতশতী নামধারণের কারণ।

আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে সকল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন তাঁহাদিগের সংখ্যা সমস্ত বাঙ্গালায় সাড়ে সাতশত ঘর মাত্র ছিল। তাঁহারা কালক্রমে সাতশতী নাম প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ চত্বারিংশৎ পৃথক গ্রামীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদিগকেই আদর্শ করিয়া কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সন্তানদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম দেওয়া হয়। উত্তরকালে ঐ সকল নিবাস গ্রাম অনুসারে ইহাঁদিগের অধস্তন সন্তানবর্গ ও পৃথক্ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হন।

সাতশতী ব্রাহ্মণগণ যে কান্যকুব্জদিগের মত বিভিন্ন গাঁই ছিলেন তাহার বিষয় দেখ।

যে সাতশতীরা পূর্ব্বে এদেশের অধিবাসী ছিলেন তাঁহারা কোথায় গেলেন কি হইলেন, তাহার নির্ণয়ে আমাদিগের কোন কোন সহৃদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, সাতশতীরা বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অধিকাংশ অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছেন কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। তাঁহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জন ও অন্যান্য পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য সাতশতীর সমস্ত বিবরণ লিখিত হইল। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে ইহাঁরাও রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের ন্যায় নৃপতিবর্গের নিকট নিজ নিজ বাসস্থল জন্য আপন আপন আভিজাত্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম পাইয়াছিলেন।

প্রমাণ—

সাগাঁই সুগাঁই নালসী জগাই (যবগ্রামী)
হাটুরীকাটুরী ধাঁই।
কান্দড়ে কাটানী কন্যা পিতুড়ী বাথাড়ী পিথাড়ী সাঁই॥
উল্লূক ধরধর মুল্লূক ফরফর বিশেষে শুনহ গাঁই। ইত্যাদি।

বৈদিকদিগের মধ্যে ৪২টী গোত্র প্রচলিত আছে তদনুসারে ইহাঁরা দ্বিচত্বারিংশৎ পৃথক্ পৃথক্ বংশে বিভক্ত। সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটী পৃথক্ (গ্রামীণ) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসম্ভূত।

বৈদিকদিগের বিয়াল্লিশটী গোত্র। ৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

এই বিয়াল্লিশটীর মধ্যে দুইটী ঘৃতকৌশিক ও জামদগ্ন্য এবং জমদগ্নি নামে পৃথক্ বিধ অপর দুইটী গোত্র আছে। সাতশতীগণ মধ্যে দুই ঘৃতকৌশিক ও জামদগ্ন্য প্রচলিত ছিল না। এক ঘৃতকৌশিক ও জমদগ্নি প্রচলিত থাকে।

বৈদিকগণ যখন বঙ্গে আসিয়া নিবাস গ্রহণ করিলেন এবং স্থলবিশেষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের নিকট সম্মানাস্পদ হইতে লাগিলেন সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতীগণ আপনাদিগের গাঁই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত নির্গাই বলিয়া আপনাদিগকে বৈদিক সংজ্ঞার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিকাংশ সাতশতী বৈদিককুলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট বেদপারগ তাঁহারা কেন দলেবলে ব্রহ্মপুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিবেন?

যখন এদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ও বৈদিক প্রভৃতি ঔপনিবেশিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সন্তান সমূহ প্রকৃতরূপে বদ্ধমূল হইলেন, তখনই এদেশের আদিম নিবাসী ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ সংজ্ঞা হয়। সমস্ত বাঙ্গালায় ঐ আদিম নিবাসী ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত শত ঘরমাত্র ছিল বলিয়া তাহাদিগের সাতশতী আখ্যা হয়।

আদিম নিবাসীরা যখন সাতশতী নাম প্রাপ্ত হইলেন তখন ইঁহারা এক প্রকার অপদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া-

ছিলেন বলিলেও বড় একটা দোষ হয় না। সে যাহাই হউক তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম গিয়াছে; তদবধি তাঁহারা সাবধান হইতে লাগিলেন। সাবধানতা দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগের দল রক্ষার চেষ্টায় বিমুখ হইয়া অন্যদলে মিশিতে লাগিলেন। এবং সাতশতী রূপ ঘৃণিত উপাধি পরিত্যাগ করেন। তদবধি সাতশতী ব্রাহ্মণের বংশধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

লোকের কৌতুহল চরিতার্থ জন্য কুলজ্ঞের কুল শাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁই গুলি লিখিত হইল পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন।

নগড়ি[১]/দহড়ি[২]/হামু[৩]/বাপি কাশ্যপ কাঞ্জিকা[৪]।
বাপাড়ি[৫]স্কসিকা[৬] কেয়ু[৭]গাঁইচ সুখদাসিকঃ[৮]।।
পিতাড়ি[৯]র্বাগুড়ি[১০]শ্চৈব ভাদাড়ী[১১]পিচ[১২]কুলকৌ[১৩]।
সাঁড়াকুলী[১৪] কোয়াড়ীচ[১৫] মুলুকজুড়ীচ[১৬] হাজড়ী[১৭]।।
কাটানিঃ[১৮] কামদেবশ্চ[১৯] বেড়ুগ্রামীচ[২০] নালসী[২১]।
সাগাইঃ[২২] পুংসিকো[২৩] ভট্টশালী[২৪] ফরফর ছত্রিকাঃ[২৫]।।
আদিত্যো[২৬]জ্বল গাঁইতু[২৭] সুরাই[২৮]দীঘলস্তথা[২৯]।
যবগ্রামী[৩০] কম্বারীচ[৩১] কৌণ্ডিন্যো[৩২] বৈজুড়ীতথা[৩৩]॥
কুড্যালো[৩৪] হেলন[৩৫]ধীধাম্নী[৩৬] বাজাড়ী[৩৭] বেলাড়ী[৩৮]পিচ।

৩৯ ৪০
করঞ্জো হস্তাড়ীরীত্যেব চত্বারিংশন্মিতা দ্বিজাঃ ॥
তৈরূঢ়া নৃপতে র্বাকাৎ সপ্ত সপ্ত শতাত্মজাঃ।
তদ্দৈব বশতা জাতা স্তাসু সপ্তসুতা বরাঃ ॥
বরেন্দবং গতাঃ পঞ্চকনিষ্ঠৌ রাঢ় সংস্থিতৌ ॥

মিশ্রী গ্রন্থ।

কেহ কেহ বলেন কোমটী বা কাল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটী গাঁই ছিল ; এই দুইটী গাঁই ধরিলে ৪২ টী গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাঁই সংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়।

এখন দেখ কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা অতদ্ভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখা যায় উত্তর কালে ঐ চত্বারিংশৎকুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়াছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে সদ্‌গুণ-সম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ইঁহারা আপনাদিগের মধ্যে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাত জন মাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচ জন বরেন্দ্র বংশের মধ্যে দুইজন রাঢ়ীয়শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভাব হন। অবশেষে দুই চারিটী কুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিক কুলে মিলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সাতশতীর বিবরণের শ্লোকের সংখ্যা দেখ মিল হইবে।

রাঢ়ীশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বারেন্দ্রশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	বৈদিকশ্রেণীর সঙ্গে যাহার সাদৃশ্য আছে।	কারিকা দেখ।
পুংসিক। ২৩ দীঘল গাঁই। ২৯ উভয়েই কণ্ঠ শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।	ভাদাড়ী। ১১ ভট্টশালী। ২৪ করঞ্জ। ৩৯ আদিত্য। ২৬ কামদেবতা। ১৬ ভাদাড়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভাদুড়ী হইয়াছে, তাদুড়ী কুলীন বলিয়া খ্যাত। অবশিষ্ট চারি গাঁই শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য।	কোঁয়াড়ী। ১৫ পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে যে দুই সম্প্রদায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম জোঁয়াড়ী ও অপরের নাম কোঁয়াড়ী। কোঁয়াড়ী সমাজ পূর্ব্বদেশে ব্রহ্মপুত্রের ধারে অবস্থিত; কোয়াড়ীগণ সাতশতীগণের সহিত একত্রবাস করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সাতশতীগণের আদি নিবাস পূর্ব্ব বাঙ্গালা।	যাঁহারা আপনাদিগকে মনে মনে খাঁটি সাতশতী বলিয়া জানেন তন্মধ্যে কাশ্যপকাঞ্জাড়ী। ৩ কাটানি। ১০ পিতাড়ী বা পিতুড়ী। ৯ মুলুক জুড়ী। ১৬ ফর্ফর ছত্রিকা। ২৫ সুরাই। ২৮ যবগ্রামী। ৩০ কৌণ্ডিন্য। ৩২ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

পূর্ব্বকালে মুলুকজুড়ী পিথুড়ী কাশ্যপকাঞ্জাড়ী ঘুরাই প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনগণ দোষাশ্রিত হন। তদবধি যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল গ্রামীণের সংস্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তদ্ভাবাপন্ন জ্ঞান করিয়া দূষিত করা হয়। তদনুসারে রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কয়েকটী থাকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণেও কাটানী, কৌণ্ডিন্য, যবগ্রামী ও ফর্করছত্রিকা প্রভৃতি গাঁই-গুলি সাতশতী বলিয়া পরিচিত আছেন। এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে মিলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাতশতীরা রাঢ়ী শ্রেণীর ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাজ্ঞান করেন।

কোন্ বংশ কোথায় আছেন এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের কোন্ গোত্রে কি কুল করিয়াছেন।

বংশ	আধুনিক বাসস্থান	গোত্র	কে কিরূপ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।
কাটাড়ি গাঁই বা বংশ	বুনোন পরগণা	কাশ্যপ	
ফফর ছত্রিকা	ভট্টাচার্য্য কামালপুর [নদীয়া জিলা]		ফুলে খড়দা বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী এই চারি মেলে।
কাশ্যপকাঞ্জাড়ী রায় গোষ্ঠী	শ্রীরামপুর	এক্ষণে কাশ্যপ	ঐ
যবগ্রামী গোস্বামী	শিওের কোণ	গৌতম	ফুলে মেলের রমণ ঠাকুরের সন্তান উলায় নিবাস।
কৌণ্ডিন্য	শান্তিপুর	কৌণ্ডিন্য	সর্ব্বানন্দী মেলে।
যবগ্রামী	লাড়ুগ্রাম [বর্দ্ধমান] জিলা	বশিষ্ঠ	ফুলিয়া মেলের মুখোপাধ্যায়ের।
কড়ারী	পদ্মানদীর দক্ষিণধারে	শাণ্ডিল্য	বেগের গাঙ্গুলী বংশে ও গঙ্গানন্দ চট্টো সন্তানের কোন কোন ঘরে।
ঐ	বিক্রমপুর (ঢাকা)	ঐ	ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় বংশে।

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত একজনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুই জন পরস্পর মাস্‌তুত ভাই। যোগেশ্বর কুলীন পুত্র। দেবীবর বংশজ গোষ্ঠীসম্ভূত। সুতরাং সমাজ মধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখটীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানা দেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্যই তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে যে তিনি অত্যন্ত আতিথেয়ী ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করাই তাহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার বদান্যতার বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আপামর সাধারণের শ্রুতি-গোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্নে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। যোগে-শ্বরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে দেবীবর জননী শশব্যস্তে দ্রুত পদে আসিয়া যথাবিহিত স্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বর ও বিনয় বচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃষ্বসার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন, তিনিও যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক যোগেশ্বরকে কহি-লেন বাছা জলপান কর, আমি তোমার জন্যে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃষ্বসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন আমরা সে কুলে পাদপ্রক্ষালণও করিনা। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। আপনি মাসী আপনার অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে পাতক জন্মে। এবং মাসতুত ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের মর্য্যাদার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনার উপরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ঘটকের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন।

দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি স্বীয় মনঃক্ষোভের পূর্ব্বাপর সমস্ত কারণ গুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন বাপু? যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আসিয়া সাধ্য সাধনা পূর্ব্বক অন্নদেও বলিয়া ভোজন করে এরূপ কোন উপায় করিতে পার তবেই এ প্রাণ রক্ষা করিব, নতুবা আমার এই মর্য্যাদাহীন তুচ্ছ জীবনে প্রয়োজন কি?

দেবীবর কহিলেন মাতঃ ক্ষান্ত হও মনের খেদ মনেই রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অচিরেই তোমার মনোমালিন্য দূর করিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই তাহা হইলে তোমার নিকট এমুখ আর দেখাইব না ও এজীবন রাখিব না।

দেবীবর-জননী কহিলেন বাছা তুমি উদ্বিগ্ন হইওনা। আমার পরামর্শ শ্রবণ কর; কালীর আরাধনা কর সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিবে।

দেবীবর যখন দেবী আদ্যাশক্তির বর পাইয়া সিদ্ধ হন তখনিই তাঁহার নাম দেবীবর হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহার অন্য এক নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহার সে নাম লোপ পায়। তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবীবরটী তাঁহার উপাধি স্বরূপ ধরা যায়।

দেবীবরের বাক্‌সিদ্ধ হইয়াই কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কুলাংশে কে কত দূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যা-লোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন যে কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুন-বিহীন হইয়াছেন।

তখন বিবেচনা করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময়। তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চূড়ামনিদিগকে আহ্বান করিলেন

তাঁহাদিগের নিকট কুলীনদিগের দোষোদ্ঘোষণপূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদার পুনসংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের অভিপ্রায়ের অনুকূল পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগকে সপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিনস্থির করিলেন।

যে দিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সভামণ্ডলীর মধ্যে সকলের দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক সভার অগ্রে মর্য্যদা সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল যে "বৎস দেবীবর তুমি যে দিন কৌলীন্যাদির নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে সে দিন সমস্ত দিবসের জন্য তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশদণ্ড মাত্র কাল কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সপক্ষ ও বিপক্ষ সকলের নিকট আকাশবাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবীবর দোষ দেখিয়া একবিধ দোষাশ্রিত ব্যক্তি বর্গকে এক এক দলে নিবদ্ধ করেন; তদনুসারে এক একটী মেল হয়। সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল। যথা

"শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং॥"

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবীবরের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লোক। শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থাপন সময়ে দেবীবরের তুণ্ডে দুষ্ট সরস্বতী বিরাজিত হইলেন। তখন দেবীবরের মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত বাক্য বহির্গত হয়। যথা—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর নিষ্কুল শোভাকর।"

শোভাকরের পক্ষে এইরূপ বজ্রপাত সদৃশ মর্ম্মচ্ছেদি বাক্য বিনির্গত হইবামাত্র শোভাকরের মুখ হইতে ঐ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের পূরণ স্বরূপ দেবীবরের বাক্য অপেক্ষাও গরলময় অতি ভীষণ বাগ্বজ্রের প্রতিধ্বনি নিনাদিত হইল।

যথা—"ডাক দিয়ে বলে শোভাকর নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

এই বাক্যের পরেই সভাভঙ্গ হয়।

এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে দেবীবরের অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া এই কয়েকটী কথা কেন উদ্ধৃত হইল। আমরা কোন সম্প্রদায় বিশেষের দোষোল্লেখ মানসে এই কয়েকটী কথার উত্থাপন করি নাই। দেবীবরের জীবন কালের প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণ মানসে প্রস্তাবের ভূমিকা স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে দেবীবর ও যোগেশ্বর

পণ্ডিত পরস্পর মাসতুত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিষ্কুল হন। তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন ইহা প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী।

দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে প্রথমে নিষ্কুল করিয়াছিলেন তাহা যোগেশ্বর অগ্রে অনুভব করিতে পারেন নাই।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায় বংশীয়।* ইনি দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। সেই হেতু মনে করিলেন, কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে দেবীবরকে অবশ্য আমায় সর্ব্বপ্রধান করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটী ভাবের উদয় হয়। সে ভাবটী এই "দেবীবর পরম পণ্ডিত ও সিদ্ধবাক্সিদ্ধ হইলেও সে সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে গুরুর নাম গ্রহণ পুরঃসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চ আসনে আসীন হইয়া তাহাকে সন্দর্শন দিয়া তাহার প্রীতিবিধান করিতে পারি তাহা হইলে সে অবশ্য গুরু দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিবে।

এই মনস্কামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চ

---

* বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালাশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্রী ধৃত কুলজী।

আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভার অগ্রে সভ্যগণের বিনানুমতিতে উচ্চ আসনে উপবেশন যে অতীব দূষ্য ইহা দেবীবর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীবর সভাপতি,সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিলেন দেবীবর ইহঁার অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। সকলেই কর্ণাকর্ণী পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিদ্রুপ করে এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস দেবীবর! আমি তোমার গুরুদেব যেন আমার মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত হয়।

শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন প্রভো নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুখ হইতে কি বলাইবেন তাহা আমি অগ্রে কি প্রকারে স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি?

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর নিষ্কুল শোভাকর।
ডাকদিয়ে বলে শোভাকর নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

মেল মালা।

এখন দেখ দেবীবর যাহাঁদিগের প্রতি কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন ও যাহাঁদিগের কুল ধ্বংশ করিলেন তাঁহারা কত কালের লোক তদনুসারে বিচার কর, নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে।*

১ যোগেশ্বর পণ্ডিত (মুঃ)	৪ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
২ দিনকর চট্টোপাধ্যায়	৫ ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩ হরি বন্দ্যোপাধ্যায়	৬সুসেন(মুখোপাধ্যায়)পণ্ডিত

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে ॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সংজ্ঞা।
জগদানন্দের সহ আইসে যে গঙ্গা ॥
পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল অই অংশে মেলা।
খড়্দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা ॥
হরিবন্দ্য গয়ঘড় পাণ্টী মূল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয় ॥
যোগেশ্বর খড়দাহে বংশ হয় সার।
চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুলবর ॥

বলাগড়ী নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কুলচন্দ্রিকা দেখ।

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তনপুরুষ গণনা করিলে

* যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরি বংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে টেকমেলকাঃ ॥ ধ্রুবানন্দ মিশ্রা।

দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে এই ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটী ধর প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে ২৫ × ১৩ = ৩২৫ বৎসর কাল পূর্ব্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে শালীবাহনের শক ১৭৯৭ উহা হইতে

৩২৫ বৎসর অন্তর

কর ———————————————

১৪৭২ দেখিবে

পঞ্চদশ শকাব্দার শেষভাগে দেবীবরের মতানুসারে কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপন হয়। এখন দেখ ঐ সময়টী কেমন সময় তখন কোন ভাবের স্রোত চলিতেছে। তখন নবদ্বীপ নিবাসী নিমাই ভূমণ্ডলে চৈতন্যদেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গসমাজের জাতি ভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিনব মত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হইতেছে। চৈতন্যদেব লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির গুণ দোষের স্তুতি নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন। যথা—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী।
অষ্টচত্ত্বিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্ন ইহার অন্তর্ধান॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

সে সময়ে বঙ্গসমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। তখন স্মার্ত্ত চূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গবাসী হইয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট মহর্ষি মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন। সে সময়টী আর একজন মহাপুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়। তখন কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রীর নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্রবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

উপরি কথিত মহোদয়দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেল বন্ধন ও কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়।

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চজনের ভৃত্য পঞ্চকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্য্যায় (অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে সমান পর্য্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এইটী দেবীবরের সময় হইতেই সমান সমান পর্য্যায়ের কন্যাপুত্রে বিবাহের ব্যবস্থা হয়।

পিতার বরে পুত্র ও পৌত্র পিতামহের সমান পর্য্যায়ে থাকিয়া কুলরক্ষা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীনদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর ভেদ হয়। সেটী এই—আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও উচিত। ১ আর্ত্তিঃ—শিরোভূষণং। ২ ক্ষেম্যঃ—পাদভূষণং। ৩ উচিতঃ সমানং। এক্ষণে শিরোভূষণ শব্দে, পাদভূষণ শব্দে ও উচিত শব্দে কাহাকে বুঝায় তাহারই মীমাংসা করা উচিত। তদনুসারে দেখা যায় যে ঘটক বিশারদ দেবীবর পিতৃ পর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তিশব্দে ব্যাখ্যা করেন। পুত্রপর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য শব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া যান। *

আর্ত্তি কুল হইলে শিরোভূষণ রূপে মান্য হন। ক্ষেম্য কুল হইলে পাদভূষণ রূপে পরিগণিত হন। উচিত কুল হইলে দোষ গুণ কিছুই হয় না।

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়া ছিল। পরে এই নিয়মানুসারে চলা কুলীনদিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত হইলে অন্যান্য ঘটক বিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা—

---

* পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকং।
উচিতশ্চ সমানংস্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥ দেবীবরকারিকা।।

"সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দান গ্রহণ মুত্তমং।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং॥"

রাঢ়ীয় কুলীনগণ পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে লাগিলেন অর্থাৎ কুলকর্ত্তা নিজের মর্য্যাদা পুত্র, পৌত্র, ভাতৃপুত্রদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের গুণ দোষ বরদাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল। যথা

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভি মতস্যচ।
পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলং॥

কুলদীপিকা।

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পুরন্দর বসু কায়স্থকুলের সমান পর্য্যায় লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুঁইগুঁই নামক দুই সন্তানের যৌবন কালে সমাজ বদ্ধ হয়। * তাঁহাদিগের সমাজের নাম বড়িষা ও টেকা। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে কৌলীন্য সংস্থাপিত হয়। এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কায়স্থদিগের মধ্যে প্রকৃত সোপানগণনানুসারে সপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম

* শব্দকল্পদ্রুমের কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ।

হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর দুইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কান্যকুব্জদিগের ত্রয়োবিংশতি পুরুষ হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়স্থদিগের পর্য্যায় বন্ধন হইতে এক্ষণে কাহার ও বার কাহার ও বা ১৩ পুরুষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ কর, কায়স্থ কুলের মধ্যে ২৫। ২৬ পর্য্যায় শুনা যাইবে। সেটী যখন ঠিক তখন ইহাদিগের তের পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে ঘটক বিশারদ দেবীবর ৩২৫ তিন শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কুলীনদিগের মেল বন্ধন করেন।

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে দেবীবরের মেল বন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কুলে অদ্বৈত্য প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাত্মা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।

অদ্বৈত্য মহাপ্রভুর আট সন্তান হয় তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইহাকে অদ্বৈত্য প্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক সময়ে এমন ও বলিয়া ছিলেন যে—

অচ্যুতের যেই মত সেই মোর সার।
আর সব পুত মোর হৌক ছার খার॥
অদ্বৈত্যবাক্য চৈতন্যচরিতামৃত।

এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখা যায় যে তৎকুলে ধারাবাহিক ১১। ১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন।

দেবীবর বীরভদ্র সংস্থ্ষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্গত করেন। বীরভদ্রের জীবন কাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই সুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় (৩৫০) সাড়ে তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে না।

এখন দেখ সে সময়ে আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিল কি না। সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না? তদনুসারে দেখা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহরে প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ।

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনানগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আকবর সাহ অধিরূঢ় ছিলেন। ইহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে শ্লোক তুলিয়া দিলাম। পরে আছে দেখ।

দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬টী প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। যথা—

১ ফুলিয়া
২ খড়দা
৩ বল্লভী
৪ সর্ব্বানন্দী
৫ সুরাই
৬ আচার্য্য শেখরী
৭ পণ্ডিতরত্নী
৮ বাঙ্গাল পাশ
৯ গোপাল ঘটকী

১০ ছায়ানরেন্দ্রী
১১ বিজয় পণ্ডিতী
১২ চাঁদাই
১৩ মাধাই
১৪ বিদ্যাধরী
১৫ পারিহাল
১৬ শ্রীরঙ্গভট্টী
১৭ মালাধরখানী
১৮ কাকুস্থী

১৯ হরি মজুমদারী
২০ শ্রীবর্দ্ধনী
২১ প্রমোদনী
২২ দশরথ ঘটকী
২৩ শুভরাজ খানী
২৪ নড়িয়া
২৫ রায়মেল
২৬ চট্টরাঘবী
২৭ দেহাটী

২৮ ছয়ী
২৯ ভৈরব ঘটকী
৩০ আচম্বিতা
৩১ ধরাধরী
৩২ বালী
৩৩ রাঘব ঘোষলী
৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী
৩৫ সদানন্দখানী
৩৬ চন্দ্রবতী

এই ছত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? কৌলীন্য মর্য্যাদায় ফুলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান, সুতরাং স্বর্গতুল্য ; যথা—

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥

অরণ্য কাণ্ড।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতী।
যার কণ্ঠে সদা কেলী করেন ভারতী॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার মনকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন তখন দেবীবরের মেল বন্ধনের পরেই ফুলিয়াগ্রামের প্রভাব হইয়াছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।তাহা যদি না হইবে তাহাহইলে মূল রামায়ণেঅনুল্লিখিত নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। চৈতন্য, রঘুনন্দন, কাণাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্ম স্থান বলিয়াই তাহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেলবন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাব গণনা করে। ঐ কাল

হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ১৪৫৬ শকের সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটী যোগ করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশের একতা হইতে পারে। ১৪৮১+৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে খৃষ্টীয় ১৮৭৫— প্রচলিত, এই অব্দ হইতে ৩১৬ বৎসর কাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই জানা যায় যে, কীর্ত্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইলেই তাঁহার রামায়ণে উল্লিত নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা—

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ সে নদিয়া॥
সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্তগ্রাম॥
সপ্তগ্রাম তীর্থস্থান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥

আদিকাণ্ড সগর বংশ উদ্ধার। রামায়ণ রচনার কাল নির্ণয় পক্ষে এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল নহে, তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দরাম নিজ গ্রন্থে

মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীরচনার সময়ের (১৫৮৯ খৃঃ অব্দের) পরেই ধরিতে হয়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণের রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন হয়; দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং স্বদেশানুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন, যে কবিকঙ্কণে যে সংস্কৃত শ্লোকটী আছে তাহার অর্থ করিলে কবিকঙ্কণের রচনার সময় ১৪৯৯ শক হয়। যথা

শাকে রসরস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এই শ্লোকটীকে কবির নিজের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকঙ্কণের স্ববচনবিরোধ হয়। যথা—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাত পায় মামুদ সরীফে॥

মেলবন্ধনের পর হইতে ধারাবাহিক পুরুষগণনা করিলে ১২।১৩ পুরুষের অতিরিক্ত দেখিতে পাইনা। সুতরাং এখন

৩০০ শত বৎসর মাত্রকাল অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৭৯৭ শক; ইহা হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭শক হয়। এটী যদি সত্য বল, তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক? বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০।৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। সুতরাং ঐ সংস্কৃত শ্লোকটীকে আমরা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা উহাকে কবির নিজরচিত বলেন, তবে উহাকে গ্রন্থরচনার সূত্রপাতের কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৭ (খৃঃ অ ১৫৭৫); ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বনামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা ন্যায় শাস্ত্র চর্চার প্রকৃতপথ পরিষ্কৃত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অন্য দেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে, অদ্বৈতবাদের বীজ রোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতি চতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রের সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম যে বিশেষ প্রতিসিদ্ধ নহে ইহা আপামর সাধা-

রণ সকলেরই প্রতীতিযোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুসলমান বংশোদ্ভব রূপ সনাতনের দৃষ্টান্ত অনুসারে অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করে। সর্ব্বজাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে যে, দেখিতে হয় ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ভূপতিদিগের ইহা হৃদ্বোধ হয় নাই। সেই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমানদিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দুদিগের মাতা গণতি কর (জীজীয়া নামক কর) ও তীর্থ যাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দুভূপতি তোডরমল্ল কর্ত্তৃক কর সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রাদ্বারা কর প্রদানের নিয়ম হয়।

এই সময়েই কৃত্তিবাস পণ্ডিত জয়দেবের গীত গোবিন্দের "পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে ইত্যাদি গীত হইতে লঘু-ত্রিপদী নামক গীত রচনা করিয়া বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে নূতন ছন্দ সঞ্চয় করেন।

কবিকঙ্কণ অপেক্ষা কৃত্তিবাস যে ৩০।৪০ বৎসরের অগ্রবর্ত্তী তাহার নির্দ্ধারণ জন্য আমরা নিম্নলিখিত সংস্কৃত গীতটী উদ্ধার করিলাম। ঐ গীতটীকে আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাস পণ্ডিত লঘুত্রিপদী লেখেন, তাহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় কোন কবি বিশুদ্ধ লঘু ত্রিপদী লেখেন নাই। ঐ ত্রিপদীর দৃষ্টান্তে কবিকঙ্কণাদি লঘুত্রিপদী লেখেন।

গীতগোবিন্দ হইতে।

পততি পতত্রে, বিচলতিপত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং. পশ্যতি তব পন্থানং॥

মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিসু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং, শীলয় নীল নিচোলং॥

লঘু ত্রিপদী রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে।

যথা—রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার, কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্যোগ, কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত, অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥

এখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে অতি অল্প দিন মধ্যে সকলেই সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিচারপূর্ব্বক কোন একটা নূতন বিষয়ের অনুকরণে শীঘ্র কৃতকার্য্য হয়। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না তখন কোন একটী অভিনব বিষয় প্রকাশিত ও তদ্রূপ কার্য্য সর্ব্ববাদি সম্মত করাইতে অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর লাগিত, সেরূপ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হইলে ও সচরাচর কেহ কোন বিষয়ে কাহারও অনুকরণে প্রবৃত্ত হইত না! সেই হেতু আমরা কবিকঙ্কণকে অন্ততঃ কৃত্তিবাসের ৩০।৪০ বৎসর পরবর্ত্তী বলিব। কৃত্তিবাসের পরেই কবিকঙ্কণ লঘু ত্রিপদী লেখেন।

এই সময়েই—শশে যদি বিষাণংস্যাদাকাশে কুসুমংযদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে হকুলং।

এই পাঠের পরিবর্ত্তে তদাযোগেশ্বরে হকুলং এইরূপ পাঠ স্থির হয়। ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তঃস্থিত একারের পর অকারের লোপ পায়, এই সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্য সমর্থনপূর্ব্বক যোগেশ্বরের কুল রক্ষা হয়।

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি বন্দ্যবংশ অব-

তংস সাগরের ভ্রাতা সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম লখাই (লক্ষ্মীনাথ) প্রপিতামহের নাম আলো (অনন্ত) বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বল্লাল সেন।

(রাঢ়ী এবং বারেন্দ্রর শ্রেণী বিভাগ।
কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের সময়।)

অনেকেরই সংস্কার আছে যে বল্লাল সেন, মহারাজ আদিশূরের দৌহিত্র। বাস্তবিক সে সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তি-সঙ্কুল। ঐ ভ্রান্তি নিরাস মানসে আমরা কানাকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বংশাবলীর বিবরণের এক দেশ মাত্র অবতারণা করিতেছি। পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে বল্লালের সময়, আদিশূরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, কৌলীন্যাদি সংস্থাপনের কাল ও ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের সময়াদি ও আমাদিগের সমাজের ও অনেক সংবাদ পাইবেন।

বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে আদিশূরের দৌহিত্র বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ মহারাজ বল্লাল সেনের সময় কান্যকুব্জাগত দ্বিজ পঞ্চকের অধস্তন বংশাবলী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। যাঁহারা রাঢ়ে নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় সংজ্ঞা ও যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।

বল্লাল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণাদির কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন; ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

বারেন্দ্রদিগের কুল শাস্ত্রে ইহাও কথিত আছে যে যৎকালে বল্লাল সেন রাঢ়ীবারেন্দ্র বিভাগ করেন তৎকালে সমস্ত বাঙ্গালায় কান্যকুব্জদিগের ১১00 শত ঘর বসতি হইয়াছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঢ়ে ৬৫0 বরেন্দ্র ভূমে ৪৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়।

রাঢ় দেশবাসিগণ রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমনিবাসীরা বারেন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্র মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বর্গের সময় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিভাগ হয়।

গোত্র	পুরুষ সংখ্যা		রাঢ়ী	বারেন্দ্র
কাশ্যপ	কান্যকুব্জীয়	৮ ম	ভবদেব ভট্ট	সন্নিধিকর
শাণ্ডিল্য	ঐ	১0 ম	বিদ্যাসাগর	জয়সাগর
বাৎস্য	ঐ	৪ র্থ	দামোদর	চতুর্বেদাস্ত
সাবর্ণি	ঐ	৮ ম	গুণার্ণব	অনিরুদ্ধ
ভরদ্বাজ	ঐ	১১ শ	পরাশর	বৈদান্তিক

এখানে একটী সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের কাহারও চতুর্থ কাহারও সপ্তম কাহারও বা অষ্টম কাহারও বা দশম একাদশ পুরুষের সময় দুই দুই ব্যক্তি বিভিন্ন রূপ দুই শ্রেণী বলিয়া গণ্য হন, তবে ইহাদিগের ঊর্দ্ধতন পুরুষ পরম্পরার সন্ততি বর্গ (অর্থাৎ ১১00 এগার শত ঘর কান্যকুব্জ সন্তান) কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

হইবেন এই প্রশ্নের মীমাংসায় তৎকুলের কুলাচার্য্যগণ নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা ব্যবস্থাপন করেন। তাঁহারা কহেন সর্ব্ব সমেত পঞ্চগোত্র, প্রত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে অগ্রগণ্য করিয়া তত্তদ্দেশবাসী তৎসংসৃষ্ট তদগোত্রীয় ব্যক্তি বর্গকে গৃহীত হইয়াছিল।

ইহারা কহেন বরেন্দ্র ভূমের এক এক গোত্রে এক এক জন অগ্রণী স্বরূপ হইয়া তদ্দেশবাসী স্ব গোত্রদিগকে সেই গোত্রীয় বারেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত করাইয়া লয়েন। রাঢ়ীদিগের পক্ষেওসেইরূপ হইয়াছিল ইহাও বলিয়া থাকেন। ইহারা যাহা কহিতেছেন তাহার সঙ্গে ঠিক ঐক্য হৌক বা না হৌক কিন্তু ফলাংশে এক প্রকার স্থির হইতেছে, যে ঐ সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্রের সংজ্ঞা পৃথক্ হয়, এবং ইহাদিগকেই কিয়ৎকাল পরে বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য রাঢ়ী শ্রেণীর কুলাচার্য্যের গ্রন্থের কথা লিখিত হইল। কোন্ কোন্ গোত্রের অধস্তন কোন্ কোন্ পুরুষে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান হয় তাহা দেখ; বারেন্দ্রদিগের কুলজ্ঞের কথিত সময়ের প্রতি বিশ্বাস হইবে,যথা।

কাশ্যপ গোত্রে	চট্টবংশের বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ জন।
বাৎস্য গোত্রে	পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য,ঘোষাল বংশের শির; কাঞ্জীলাল বংশের কানু ও কুতুহল এই চারি জন।

সবর্ণি গোত্রে	গাঙ্গুলি বংশের শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর এই দুই জন।
শাণ্ডিল্য গোত্রে	বন্দ্যোবংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন।
ভরদ্বাজ গোত্রে	মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুই ব্যক্তি।

'সর্ব্ব সমেত এই উনিশ জন কুলীন হয়েন। এক্ষণে দেখ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক হইতে এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে কে কত পুরুষ অন্তর; ধারাবাহিক পুরুষগণনানুসারে বহুরূপকে দক্ষের ৮ম, গোবর্দ্ধনকে ছান্দড়ের ৯ম, কানুকুতূহলকে ৫ম, শিরকে ৪র্থ, শিশু গাঙ্গুলিকে বেদ গর্ভের ৮ম, মহেশ্বরকে ভট্টনারায়ণের ১০ম, উৎসাহকে শ্রীহর্ষের ১৩শ, গরুড়কে ১৩শ, পুরুষ নিম্নে দেখিতে পাই। সুতরাং বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের প্রমাণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বল্লালের কালের বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ, বারেন্দ্রগণ তাঁহাদিগের কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে যে সময়ে (অর্থাৎ যত সংখ্যক অধস্তন পুরুষে) রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রার্থক্য দেখাইতেছেন রাঢ়ীর কুলশাস্ত্রের শাসনেও ঠিক সেই কয় পুরুষে রাঢ়ীদিগের কৌলীন্য প্রাপ্তি দেখাইতেছে। তবে উভয় সম্প্রদায়ের লিখিত নামের সহিত পরস্পরের সাদৃশ্য নাই যথা—

বারেন্দ্রকুল শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাঢ়ীর নাম			রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রানুসারে কৌলীন্য প্রাপ্তি কালে রাঢ়ীর নাম	
কাশ্যপ	ভবদেবভট্ট	৮ম	বহুরূপ	৮ম
শাণ্ডিল্য	বিদ্যাসাগর	১০ম	মহেশ্বর	১০ম
বাৎস্য	দামোদর	৪র্থ	কানু	৪র্থ
সাবর্ণি	গুণার্ণব	৮ম	শিশু	৮ম
ভরদ্বাজ	পরাশর	১১শ*	গরুড়১৩শ উৎসাহ১৩শ	

এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমরা রাঢ় দেশে এক ঘর বারেন্দ্রের বসতি দেখিতে পাইনা, কিন্তু বরেন্দ্র ভূমে অনেক রাঢ়ীর বসতি দৃষ্টিগোচর হয়। বোধ হয় তৎকালে বরেন্দ্র ভূমের ঐ কএক ব্যক্তি রাঢ়ীদিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাইহউক এক্ষণে ইহা একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে বল্লাল যে সময়ে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ পূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন তৎকালে কান্যকুব্জ-দিগের এদেশে কোন কোন বংশে ধারাবাহিক চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্ম হইয়াছিল।

সুতরাং বল্লালকে আমরা আদিশূরের দৌহিত্র কহিতে পারিনা, আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে

* এই দুই পুরুষের ইতর বিশেষদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে অগ্রে রাঢ়ী বারেন্দ্র সংজ্ঞা হয়, তাহার কিছুকাল পরেই কৌলীন্য মর্য্যাদার স্থাপন হইয়াছিল।

বিশেষ শঙ্কিত নহি। তবে বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা একটী আপত্তি করিতে পারেন যে, যখন আদিশূরের সমকালীন ছান্দড়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ঘোষাল বংশে শিরকে বল্লাল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৌলীন্য প্রদান করিতেছেন, তিনি তখন সম্ভবতঃ আদিশূর হইতে ৪র্থ বা পঞ্চম পুরুষের অধিক নিম্নস্থ হইবেন না। এই বিতণ্ডা খণ্ডন জন্য আমরা একটী কথা বলিব, যে সময়ে ছান্দড়ের বংশে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ দেখা যাইতেছে সেই সময়েই তাহারই অধস্তন নবম পুরুষ পূতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাচার্য্য বল্লালের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বল্লালকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কুলীনদিগের ধারাবাহিক বংশ লেখা আছে, শ্রোত্রিয়-দিগের ধারাবাহিক সমুদায় বংশাবলী লেখা নাই। তৎ-কালে যাহারা কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই তাহাদিগের মধ্যে অন্যান্য বংশে ৭ম হইতে ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা কৌলীন্য পাইয়া ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষের অধস্তন চতু-র্দ্দশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায় এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, সমকালীন সমাগত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে অধস্তন ধারা বাহিক সন্ততির পুরুষগণনায় এতাদৃশ ইতর বিশেষ হইবে কেন? সে বিষয়েও একটী মীমাংসা দেখ সন্দেহ নিরাস হইতে পারিবে।

শ্রীহর্ষ যৎকালে এখানে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার

প্রাচীন অবস্থা; তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া এক খানি ও গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার যাবদীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এদেশে আগমনের পূর্ব্বে লিখিত হয়। অনেকে অনুমান করেন তিনি অন্যূন নবতি বর্ষের সময় এদেশে আগমন করেন। তাঁহার সহযোগী ভট্টনারায়ণের বয়ঃক্রম ন্যূনকল্পে সপ্ততি বর্ষ। দক্ষমহোদয় ইঁহা হইতে ও বয়ঃ কনিষ্ঠ, বোধ হয় ষষ্টিবর্ষের অধিক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বেদগর্ভ মহাশয়েরও বয়স তৎকালে পঞ্চাশের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয় না। ছান্দড় মহোদয় তৎকালে প্রকৃত যুবাপুরুষ। অনুমান, কেবল ত্রিংশত্ বর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়াছিলেন। যখন এইপঞ্চ মহামুনি আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে আগমন করেন, তখন ৯৯৯ সংবৎ।* (৯৪২ খৃষ্টাব্দ) এই সময়ে শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র আরব প্রভৃতির পুত্রমুখ সন্দর্শনের সময়; ভট্টনারায়ণের পৌত্র বৈনতেয় প্রভৃতির পুত্র জননের কাল; দক্ষের পৌত্র মহাদেবাদির কেবল কৌমারকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলা যায়; বেদগর্ভের পুত্র কুলপতি প্রভৃতির পুত্রদ্বারা পৌত্র মুখ সন্দর্শনের সম্ভাবনা স্থল; ছান্দড়ের পুত্র সুরভি প্রভৃতির কেবল শৈশবাবস্থা।

আইন আকবরী গ্রন্থে বল্লালকে ১০৬৬খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় রাজা বলিয়া স্বীকার করে সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগের সময় (৯৪২ খৃ অব্দ) হইতে ১০৬৬ খৃ অব্দ ১২৪ বৎসর। বল্লাল সেন ১০৬৬ হইতে ৪২

* শ্রীমদাদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতী শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।

বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার অধিকার কালের শেষ দশায় তিনি কৌলীন্য মর্য্যাদার ব্যবস্থাপন করেন।

এখন বল্লালের রাজত্বকাল ৪২ বিয়াল্লিশ বৎসর ও আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগের সময় হইতে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির কাল ১৬৬ এক শত ছেষট্টি বৎসর। হয় এই কাল মধ্যে এদেশে ব্যক্তি বিশেষের বংশে ধারা বাহিক অধস্তন ৭।৮।৯ পুরুষ পর্য্যন্তের জন্মের সম্ভাবনা এবং ব্যক্তি বিশেষের বংশে ৩। ৪ পুরুষের অধিক দেখা যায় না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

এখন শ্রীহর্ষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ত্রিবিক্রমের সহিত পাদোন বিংশতবর্ষের নয় পুরুষ যোগকর বল্লালের সময় শ্রীহর্ষের অধস্তন ১৪ শ পুরুষ উৎসাহকে দেখিতে পাইব। দ্বিতীয় কল্পে ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্র সুবুদ্ধির সহিত ছয় পুরুষের যোগকর দশম পুরুষে মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বল্লাল দেখিতে পাইবেন; তৃতীয় কল্প (১৬৬ বৎসরে ৫ পুরুষ) দক্ষের পৌত্র মহাদেবের সহিত পাঁচ পুরুষের যোগকর দক্ষের অষ্টম পুরুষে বহুরূপ ও হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বল্লালের সাক্ষাত্‌কার ঘটিবে। এইরূপে বেদগর্ভের পৌত্র কুলপতির সঙ্গে ছয় পুরুষের যোগকর বেদগর্ভ হইতে ৯ ম পুরুষে শিশু গাঙ্গুলী বল্লালের নিকট মর্য্যাদা পাইবেন; ৪র্থ কল্প (১৬৬বৎসরে তিন পুরুষ) এই কল্পে ছান্দড়ের পুত্রগণের সহিত তিন পুরুষ যোগকর ৪ র্থ শিরো ঘোষাল, পাঁচ পুরুষ যোগকর ৬ ষ্ঠ কানু কুতূহল এবং প্রথম

কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৮ পুরুষ) আটপুরুষ যোগকর ছান্দড়ের নবম পুরুষ পূতি তুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতির সহিত একাশনে ঊর্দ্ধাধ কয়েক পুরুষের সমাবেশ শোভার বল্লালের নিকট কৌলীন্য বিষয়ক মর্য্যাদা সংক্রান্ত অনেক কথা বার্ত্তা শ্রবণ করা যাইবে।

এক বংশের মধ্যে যে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা গেল পাঠকগণ তাহা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন' যে সর্ব্বত্র সমান পর্য্যায় থাকে না।

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র জয়হরিচন্দ্র এবং তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র অদ্য এক সময়ে বিরাজ করিতেছেন।

১ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী।

২ শিবচন্দ্র ২ মহেশচন্দ্র ২ ভৈরবচন্দ্র ২ ঈশানচন্দ্র ২ শম্ভুচন্দ্র

৩ ঈশ্বরচন্দ্র	৩ জয়হরিচন্দ্র
৪ গিরীশচন্দ্র	৩ জয়হরি ঈশানচন্দ্রের পুত্র আনন্দধামে বাস করেন।
৫ শ্রীশচন্দ্র	৭ ক্ষিতীশচন্দ্র এক্ষণকার রাজা।
৬ সতীশচন্দ্র	রাজ সিংহাসন ইহাঁরই অধীন।
৭ ক্ষিতীশচন্দ্র	শিবচন্দ্রের বংশে যথাকালে সকলের সন্তান জন্মিলে আর ও দুই এক পুরুষ অধিক হইতে পারিত।

মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ্ উদ্দীন তদীয় তবকাত্ নাসরী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে লক্ষণ সেন অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১২০৩ খৃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হয়েন। এবং তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই ১১২৩ খৃ অব্দে রাজ্যেশ্বর পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ খানি ১২৬০ খৃ অব্দে লিখিত হয়। মিনহাজ উদ্দীন এদেশে আগমনপূর্ব্বক এদেশের বিষয় নিজে অবগত হইয়া ইতিহাস লেখেন, বল্লাল সেন (১০১৯ শকাব্দে) অর্থাৎ ১১৫৩ এগারশত তিপ্পান্ন সংবতে (পুত্রেষ্টি যাগের একশত চুয়ান্ন বৎসর পরে) দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন, * উহাতে তাঁহার নাম ও গ্রন্থ লিখনের সময় নির্দ্ধারিত আছে, তদ্দারা তাঁহার সময় স্থির করা যাইতে পারে।

পুত্রেষ্টি যাগের পরেই আদিশূরের পুত্রকন্যা জন্মে। কিছুকাল পরে আদিশূর অপুত্রক হয়েন। তৎকালে তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রিকা করেন ঐ পুত্রিকায় পুত্র জন্মে তাহার নাম অশোক। অশোক একপক্ষে আদিশূরের দৌহিত্র অপর পক্ষে পৌত্র স্থানীয় সুতরাং লোকে অশোককে আদিশূরের দৌহিত্র বলিয়া থাকেন। অশোকের সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেন অতি প্রসিদ্ধ। ইনি বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। যথা

আদিশূরের বংশধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥

লিখিত নৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লাল সেন দেবেন।
পূর্ণে শশিনবদশমিত দানসাগরো রচিতঃ॥

আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে ১১২৩ খৃ অব্দে ২য় লক্ষণ সেন রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১২০৩ খৃ অব্দে বক্তিয়ার খিলীজী কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। ইনি বল্লাল সেনের প্রপৌত্র ; বল্লাল সেন ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং ইহাকে অল্পায়ুঃ কহা যায় না। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ২০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। বিংশতি বৎসর মধ্যে বল্লাল দত্ত মর্য্যাদার বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

দশবিশ বৎসরে সামাজিক বিপ্লব ঘটনা কদাচ কোন কালে কোন দেশে ঘটে নাই। এ সকল কাজ অতি মৃদুভাবে ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। ন্যূনকল্পে তিন চারি পুরুষের কাল গত করিতে না পারিলে ঘটে নাই, ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তিন পুরুষের জনের সামান্য কাল ৭০। ৮০ বৎসর। এখন যদি বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানের সময় হইতে ৭০। ৮০ বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী হই, তাহা হইলে আমরা বল্লালের পুত্র লক্ষণ সেনকে কৌলীন্য সমীকরণ করিতে দেখিতে পাই না। কারণ তিনি বল্লালের পরে বিংশতি বর্ষমধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ (১৬৩ পৃঃ) শ্লোক দেখ। হলায়ুধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন যে মহারাজ লক্ষ্মণ হলায়ুধের যৌবনকালে তাঁহাকে তদীয় সভা পণ্ডিত পদে, মধ্য বয়সে মন্ত্রির কার্য্যে, বার্দ্ধক্যে প্রাড়বিবাকের আসনে বরণ করেন। প্রথম লক্ষ্মণের দীর্ঘ

জীবিত্বের প্রমাণ নাই, বরং তাঁহাকে অল্পায়ু বলা যায়। তিনি ২০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মণই ভূমিষ্ঠ হইয়াই ৮০ বর্ষবয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন। হলায়ুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তরুণ বয়সেই কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। হলায়ুধ তাঁহার যৌবনে অর্থাৎ কৌলীন্য প্রাপ্তির ২৩ বৎসর পরেই লক্ষ্মণের সভাপণ্ডিত হনণ হলায়ুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কৌলীন্য সমীকরণ কালে হলায়ুধ প্রভৃতি লক্ষণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের সভায় যে সকল পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও হলায়ুধ কুলীনের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত আছেন।

লক্ষণের সভায় যে সকল পণ্ডিতগণ বিরাজিত ছিলেন তন্মধ্যে জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণের সভায় রত্নসমূহ মধ্যে একটী রত্ন বলিয়া পরিচিত আছেন। * জয়দেব স্বয়ংই আপনাকে গোবর্দ্ধনাদির সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (১৬৬ পৃঃ) সুতরাং আমরা দ্বিতীয় লক্ষ্মণের সভাসদ্ বহুরূপ হলায়ুধ প্রভৃতিকে আদিশূর হইতে এক দুই পুরুষে কদাচ দেখিতে পাইবে না। অগত্যা আমাদিগকে বল্লালকে আদিশূরের দৌহিত্র বংশের সপ্তম পুরুষ বলিতে হয়।

আর ও দেখ ৯৪২ খৃ অব্দে (৯৯৯ সংবৎ) পুত্রেষ্টি

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেবো উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥

যাগের কাল হইতে ১২০৩ খৃ অব্দ লক্ষ্মণ [১২৬০ সংবৎ] সেনের রাজ্যচ্যুতির সময় প্রায় আড়াই শত বৎসর। এই সময়ে শ্রীহর্ষের চতুর্দ্দশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র আহিত বিদ্যমান ছিলেন। ১২০৩খৃ অব্দ হইতে ১৭৮৫খৃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৭২ বৎসর এই কাল মধ্যে গড়পড়তায় ন্যূনকল্পে শতাধিক বর্ষে তিন পুরুষের জন্ম গণনা করিলেও ২২। ২৩ পুরুষের জন্মের সম্ভাবনা। এখন এই ৬৭২ বৎসরের ২২। ২৩ পুরুষের সঙ্গে উৎসাহ মুখো, হলায়ুধ চট্টো মহেশ্বর বন্দ্যো প্রভৃতির পুর্ব্ব পুরুষদিগের যোগকর কাহার ৩ ৩২ কাহার ও ৩৩ কাহার ও ৩৪ কাহার ৩৫ কাহার ও বা ৩৬ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কান্যকুব্জাগত দ্বিজ পঞ্চকের পিতৃগণের নামাদি।

আমরা দেবীবর ঘটকের কারিকা হইতে কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণের নামোল্লেখ করিতেছি। ইহাদ্বারা একটী বিষয়ের কতকাংশের সন্দেহ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা। ঐ কারিকাটীতে লেখে যে ক্ষিতীশ, মেধা তিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরী, এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দাদির গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদ-গর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষের নাম দেখা যায়। এবং বারেন্দ্র-দিগের কুলশাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্ট [ভট্টনারায়ণ] কাশ্যপ গোত্রের সুসেন; বাৎস্য গোত্রে ধরাধর; সাবর্ণি গোত্রে পরাশর; ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম এই পাঁচ জন আদিশূরের যজ্ঞে আহূত

হইয়া এদেশে বসতি গ্রহণ করেন। কালক্রমে সাত আট পুরুষ গত হইলে রাঢ়ী বারেন্দ্র পৃথক হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কথায় পক্ষপাত আছে, উভয় সম্প্রদায়েই আপন আপন সম্প্রদায়ের আদিপুরুষকে কানাকুব্জাগত যজ্ঞকর্ত্তা কহিতেছেন সুতরাং বিবাদভঞ্জনের উপায় দেখা যায় না।

আমরা দেবীবরের কারিকাটী বলবতী করিয়া একটী মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যখন দেখা যাইতেছে বল্লালের নিকট সামান্য পর্য্যায়ের লোকে অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক পুরুষের সমকালে রাঢ়ীয়দিগের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্তির সময়ের ঐক্য হইয়া থাকে, তখন যদি সেরূপ না হইত কদাচ এরূপে সময় ও পুরুষ গণনায় একতা ঘটিতে পারিত না। দেবীবরের ঐ কারিকাটীকে প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত রূপে বংশাবলী নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রীক্ষিতীশস্তিথি মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে।

কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের পিতৃগণে নাম গোত্র	রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের স্বীয় স্বীয় মতানুসারে যাজ্ঞিক দ্বিজপঞ্চকের নাম।
গোত্র মূল পুরুষ	রাঢ়ীয় বারেন্দ্র মীমাংসা
শাণ্ডিল্য-ক্ষিতীশ	(ভট্টনারায়ণ নারায়ণভট্ট) একব্যক্তি
কাশ্যপ-বীতরাগ	(দক্ষ সুসেন) ভ্রাতা

সাবর্ণি-সৌভরী	(বেদগর্ভ	পরাশর)	ঐ
বাৎসা-সুধানিধি	[ছান্দড়	ধরাধর]	ঐ
ভরদ্বাজ-মেধাতিথি*	[শ্রীহর্ষ	গৌতম]	ঐ

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, সৌভরী, সুধানিধি ও বীতরাগ এই পাঁচ জন যে এদেশে আগমন করেন তাহার অন্য প্রমাণও যুক্তি দেখিলে এবিষয়টী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

১। ভট্টনারায়ণের যে ষোলটী সন্তান হইল সকলেই রাঢ়দেশে বসতি গ্রাম পাইয়া রাঢ়ীয় সংজ্ঞায় পরিচিত হইলেন, তাহাদিগের অধস্তন সন্ততির মধ্যে কোন খানে বারেন্দ্রের নাম গন্ধ ও শ্রবণ করা যায় না। এইরূপে দক্ষের ষোল, শ্রীহর্ষের চারি, বেদগর্ভের বার, ও ছান্দড়ের আট সন্তান সর্ব্বসমেত ৫৬ জন। ইহাঁরা সকলেই রাঢ়ী।

২। বারেন্দ্রগণ ও রাঢ়ীয়দিগের ন্যায় নারায়ণভট্ট, সুসেন, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম এই পঞ্চ মহাপুরুষের অধস্তন বংশে এক শত গাঁই দেখাইয়া থাকেন, এবং সমস্ত গুলিই বারেন্দ্র শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্ণয় করেন।

৩। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের বাস জন্য যে পাঁচ খানি গ্রাম দিয়া ছিলেন তাহার এক খানিতে ও কি রাঢ়ীয় ষটপঞ্চাশৎ সন্তান কি

---

* নৈষধে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মুকুটালঙ্কার হীর লেখা আছে সুতরাং মেধাতিথি নামটী মুকুটালঙ্কার হীরের নামান্তর কহিতে হইবে।

বারেন্দ্র বংশের শতাধিক সন্তান, ইহাদিগের মধ্যে কেহই নিজের অধিকার দেখাইতে পারেন না।

৪ র্থ। এরূপ প্রবাদ ও প্রচলিত আছে যে, ভট্টনারায়ণাদি যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদিগকে বৈশ্য যাজনে পতিত এবং তদীয় পিতৃগণকে সংসৃষ্ট দোষাক্রান্ত বলিয়া কান্যকুব্জগণ তাঁহাদিগকে অপাঙক্তেয় জ্ঞান করেন। সেই অবমাননা হেতু ভট্টনারায়ণাদি সভ্রাতৃক ও সদারাপত্যাদি হইয়া পুনর্ব্বার আদিশূরের নিকট আগমন পূর্ব্বক এদেশে বসতি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়বার যখন এদেশে আগমন করিলেন তখন ইহাদিগের পঞ্চজনের সবন্ধু বসতি জন্য মহারাজ প্রত্যেককে এক এক খানি গ্রাম দেন। ঐ গ্রাম গুলি ইহাঁরা নিজ নামে লইলে সহোদরগণ যদি মনে কোন রূপ দ্বৈধজ্ঞান করেন, এই হেতু বশতঃ ঐ পাঁচ খানি গ্রাম ইহাঁদিগের পিতৃগণের নামে গৃহীত হয়। যাঁহাদিগের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না তাঁহাদিগের এবং সন্তানবর্গের আগমন দ্বারাই তদীয় পিতৃগণের আগমন সিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তদনুসারেই পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচ খানি ক্ষিতীশাদির স্বীয় স্বীয় বসতি গ্রামরূপে পরিগণিত হয়, এবং সেই কারণেই তাঁহাদিগের গৌড়মণ্ডলে আগমন সিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকিবে। নতুবা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কাহারই মধ্যে আমরা কেন হরিকোটি, কামকোটি, পঞ্চকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রামের নাম শুনিতে পাই না?

যখন উপরি কথিত পঞ্চগ্রামে ভট্টনারায়ণাদির সবান্ধবে বাস করা সুকঠিন বলিয়া প্রতীতি হয় তৎকালে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ রাঢ়দেশে ৫৬ খানি গ্রাম এবং সুসেনাদির পুত্রগণ বারেন্দ্রভূমে একশত গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে পুত্রগণ বিভিন্ন সম্প্রায় বলিয়া পরিগণিত হয়েন। সুতরাং আমরা রাজদত্ত প্রথম পঞ্চগ্রাম কোন শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাই না।

কেহ যদি এরূপ আপত্তি করেন যে পুত্রের আগমনে পিতার আগমন কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা তাহার এই উত্তর দিব যে,আমরা যখন অদ্যাপি দেখিতে পাই কোন যজ্ঞাদিস্থলে কোন মহাপুরুষের আগমন হইলে তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ থাকেন তাঁহারদিগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক এরূপ গুণকীর্ত্তন করা হয় যে, অদ্য মহাশয়ের আগমনেই মহাশয়ের পিতৃপুরুষগণের আগমন হইয়াছে, অদ্য আমি আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করি।

মহারাজ আদিশূর ও ভট্টনারায়ণাদিকে সেইরূপ কহিয়া থাকিবেন, যে অদ্য আপনাদিগের আগমনে গৌড়রাজ্যে ক্ষিতীশাদি পঞ্চধর্ম্মাত্মার আগমন সিদ্ধ হইয়াছে। বোধ হয়, ক্ষিতীশ, সুধানিধি, মেধাতিথি, সৌরভী ও বীতরাগ এই পঞ্চ ব্যক্তিই তদ্দেশে তৎকালে বিশেষ খ্যাতাপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালের লোকেরা ভ্রাতৃ সৌহৃদ্য বিলক্ষণ জানিতেন।

ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি ও স্বজনানুরাগ প্রযুক্ত ভট্টনারা-

য়ণাদি হরিকোটি প্রভৃতি গ্রামগুলি নিজের নামে গ্রহণ করেন নাই। স্বীয় স্বীয় পিতার নামে গ্রহণ করেন এবং বারেন্দ্রদিগের আদি পুরুষ সুসেনাদির সঙ্গে ঐ সকল গ্রামে একাত্রে বাস করেন।

রাঢ়ীদিগের কুলশাস্ত্রের শাসনে ভট্টনারায়ণাদির পুত্রগণ হইতেই রাঢ়ী শ্রেণীর সৃষ্টি। বারেন্দ্রদিগের মতে পাঁচ, সাত, আট, দশ পুরুষ নিম্নে রাঢ়ী বারেন্দ্র রূপ বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়। কিন্তু আমরা রাঢ় দেশে এক ঘর ও বারেন্দ্র দেখিতে পাইনা। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের শাসন অনুসারে ৫। ৭। ৮। ১০ পুরুষ নিম্নে পাঁচ জনকে বারেন্দ্র ও পাঁচ জনকে রাঢ়ী দেখিতে পাই, সেটী সুসঙ্গত হয় না, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের বংশাবলীর নাম মালার একটীরও সাদৃশ্য নাই। সুতরাং আমরা ক্ষিতীশাদিকে মূল পুরুষ স্থির করিয়া ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চজনকে প্রথম হইতেই রাঢ়ীয়শ্রেণীর আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছি এবং ক্ষিতীশাদির অন্যপুত্র সুসেনাদিকে প্রথম হইতেই বারেন্দ্রগণের আদিপুরুষ বলিয়া স্থির করা যায়। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চজন হইতে রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় সম্প্রদায় কিম্বা সুসেনাদি হইতে রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে একথা বলিতে আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা ক্ষিতীশাদিকে মূল ধরিয়া তৎপুত্র পর্য্যায়ে দুই শাখা গণনা করিতে সাহসী হই। তাহা হইলে উভয় পক্ষের কুলজ্ঞের কারিকার লিখন সামঞ্জস্য হয়।

নতুবা কোন ক্রমেই উভয় সম্প্রদায়কে এক মূল হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্থির করিতে সক্ষম হওয়া যায় না।

মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত উভয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কথিত পঞ্চ মহামুনির ধারাবাহিক অধস্তন সন্ততির এক পুরুষ গত বংশাবলী লিখিলে পাঠকগণ আমাদিগের কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন। যথা—

শাণ্ডিল্য গোত্রে

ক্ষিতীশ মূল।

রাঢ়ীয় মতে আদিপুরুষ ও বংশাবলী	বারেন্দ্র মতে আদিপুরুষ ও বংশাবলী
ভট্টনারায়ণ ১ ম	নারায়ণ ভট্ট ১ ম
(আদি) বরাহ ২ য় *	আদিগাঁই (ওঝা) ২ য়

* আদি বরাহেরা ষোল সহোদর প্রত্যেই রাঢ়দেশে এক এক গ্রামীণের আদিপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। (১৪)পৃ দেখ এবং বঙ্গদেশীয় রাজ ভাটের কাহিনীর সঙ্গে ঐক্য কর ঘটকের পুতির সঙ্গে মিলিবে। যথা—

শাণ্ডিল্য গোত্রে।

রাজসাহীর পুস্তকে।

আদি গাঁই ওঝা নারায়ণ ভট্টের পুত্র। তাপোমণির পুত্র সিন্ধু-সাগর, তৎপুত্রদ্বয় জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর। জয় বারেন্দ্র, বিদ্যা-সাগর রাঢ়ী।

মূর্শিদাবাদের পুস্তকে।

জয়মণি ভট্ট নারায়ণ ভট্টের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। তপোমণির পুত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘু তাহার পুত্রদ্বয় সিন্ধু ও বিন্দু। সিন্ধুর পুত্র বিদ্যাসাগর বারেন্দ্র, বিন্দুর পুত্র মণি সাগর রাঢ়ী।

বৈনতেয়	৩ য়	জয়মণি ভট্ট	৩ য়
সুবুদ্ধি	৪ র্থ	হরিকৃষ্ণ	৪ র্থ
বিবুধেয়	৫ ম	শিবাচার্য্য	৪ র্থ
গুঁই (গুহ)	৬ ষ্ঠ	সোমাচার্য্য	৬ ষ্ঠ
গঙ্গাধর	৭ ম	উগ্রমণি	৬ ষ্ঠ
সুহাস	৮ ম	তাপোমণি	৭ ম
শকুনি	৯ ম	সিন্ধুসাগর	৯ ম
মহেশ্বর	১০ ম	১০ ম | জয়সাগর	বিদ্যাসাগর |

আদি বরাহ বাঁড়ুরি, গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশর কুনী, নান যে কুসুম ॥
পারিহা বটুক মুনি, কুলভিতে গুঁই।
গুগুপতি দীর্ঘবাড়ী, বিকে বন্দ্য কই ॥
মহামতি বটব্যাল, বিভু আকাশে বলি।
সাহ (সাঢ়) সেয়ক, শুভ কুলকুলী ॥
নিহ্নো কুশার অরি, মধু করালে বান।
গুণমণি ঘোষলীর গাঁয়ে অবস্থান ॥
ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাসচটে যান ॥

গাঁই	নাম	গাঁই	নাম
১ বন্দ্য	আদি বরাহ	৯ কুলভি	গুঞি
২ কুসুম	নান	১০ সেয়ক	সাহু (সাঢ়ু)
৩ দীর্ঘাঙ্গী	গুণ্ড	১১ গড়গড়ি	রাম
৪ ঘোষলী	গুণ	১২ আকাশ	বিভু (দেব)
৫ বটব্যাল	মহামতি	১৩ কেশরী	নীপ
৬ পারিহা	বটুক	১৪ মাসচটক	গণ
৭ কুল কুলী	শুভ (কাম)	১৫ বসুয়ারি	বিক
৮ কুশারি	নিহ্লো (দীন)	১৬ করাল	মধু

বাৎস্য

ছান্দড় সন্তানের নাম ও বারেন্দ্র কুলানুসারী রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ সীমার পুরুষের নাম।

রাঢ়ীর মতে

১ ছান্দড় মূল
|
২ সুরভি * ঘোষাল
|
৩ পিঙ্গল
|
৪ শির

বারেন্দ্র মতে

১ ধরাধর ভট্ট
|
২ বেদওঝা
|
৩ সিদ্ধেশ্বর
৪ দামোদর ওঝা
ধন—বারেন্দ্র | শুক্ল—রাঢ়ী

রাঢ়ীয়দিগের ৫৬ খানি গ্রাম গণন। সময়ের ছান্দড়ের আট সন্তান জন্মে তৎপরে আর দুই মহাপুরুষ ছান্দড় হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সুরভি প্রভৃতির সর্ব্বসমেত দশ সহোদর। নাম ও গাঁই। যথা

নাম	গাঁই	নাম	গাঁই
রবি (কানু)	মহিন্তা	মহাযশ (শ্রীমান্)	বাপুলী
কবি (ধিত)	শিমলাল	বিশ্বম্ভর (বলাই)	পূর্ব্বগ্রামী
সুরভি	ঘোষাল	শ্রীধর	কাঞ্জিবিল্লী
ধীর [রবি]	পুতিতুণ্ড	হরি	কাঞ্জারি ।—
নীর(বনমালী)	পিপ্‌পলী	নীলাম্বর [ভানু]	চোৎখণ্ড

রাঢ়দেশীয় পুস্তকানুসারে ।

ছান্দড়স্য সুতাজ্জাতাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ।
রবিঃ কবিঃ সুরভিশ্চ ধীরো নীরো মহাযশাঃ ॥
বিশ্বম্ভরঃ শ্রীধরশ্চ হর্বিনীলাম্বর স্তথা ।
রবি র্মহিন্তা কবিঃ শিমলালঃ, শ্রীঘোষবংশোঃ সুরভিঃ
প্রসিদ্ধঃ ॥
ধীরশ্চ সংপ্রতি পূতি তুণ্ডঃ, নীরশ্চাভূৎ পিপ্‌পলীযঃ ।
মহাযশা বাপুলী বংশবীজঃ স শ্রীধরঃ সপ্তচ কাঞ্জিবিল্ল ॥
বিশ্বম্ভর পুর্ব্ব ইতি প্রসিদ্ধা নীলাম্বর স্তৎপর চোত্‌খণ্ডী ।
শ্রীকাঞ্জাড়িঃ শ্রীহরিনাম ধেয়ঃ পূতিঘোষ কাঞ্জিলালাঃ কুলীনাঃ॥

পূর্ব্বদেশীয় পুস্তকে পাঠান্তর যথা—

ছান্দাড়াৎ সুরর্ভিজাতো বাৎস্যে রবিঃ কবিস্তথা ।
ভানুঃ কানু র্বলাইশ্চ সাধকোবল ভদ্রঃ ॥
ধীতো মাধব নামাচ নারায়ণো বিনায়কঃ ।
এতে বাৎস্য কুলোদ্ভুতা শ্ছান্দাড়া দ্দশ সংখ্যকাঃ ॥
সুরভিস্ত এ ঘোষালঃ কাঞ্জিলালঃ কবিস্তথা ।
রবিঃ সংপ্রতি পূতিতুণ্ডঃ চোৎখণ্ডী ভানুর্ভানুরি বাভবৎ ॥

কান্নুর্ম হিন্তা তত্রীত্যা পিপ্‌লী বনমালিকঃ।
বাপুখ্লী সাধকঃ শ্রীমান্ পূর্ব্বামী বলোপ্রাভবৎ॥
শিমলালোধীতঃ খ্যাতো মাধবঃ কাঞ্জিবাড়িকঃ।
এতে অগ্নিসদৃশা স্তীক্ষ্ণা বাৎস্যে ছান্দড় সম্ভবাঃ॥

পূর্ব্বোক্ত গোত্রানুসারে সাবর্ণি গোত্রের মিল কর।

রাঢ়ীয় সম্মত বংশ	বারেন্দ্র সম্মত বংশ
বেদগর্ভ ১	পরাশর ১
কুলপতি ২ *	মহীপতি ২
শোভন ৩	পশুপতি ৩
সৌরী ৪	কুলপতি ৪
পীতাম্বর ৫	নারায়ণ অগ্নিহোত্রিক ৫
দামোদর ৬	দিবাকর ওঝা ৬
কুলপতি ৭	সোমাচার্য্য ৭
শিশু ৮	

৮
অনিরুদ্ধ (বারেন্দ্র/ গুণার্ণব (রাঢ়ী)

গাঙ্গুলী বংশে ইনি প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

সাবর্ণি গোত্রে।

মুর্শিদাবাদের পুস্তকানুসারে পরাশর ১, দিগম্বর ওঝা ২, অনিরুদ্ধ ৩, লম্বোদর ৪, মকরধ্বজ ৫, মাধবাচার্য্য ৬, ভরত পাঠক ৭, বিদ্যানন্দ ৮, ভবানন্দ ৯, ভবানন্দের দুই পুত্র ঃগোবিন্দ ও নারায়ণ গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ী।

* কুলপতিরা ১২ সহোদর। ২৪ পৃঃ দেখ।

কাশ্যপ গোত্রের।

রাঢ়ীয় মতে	বারেন্দ্র মতে
১ দক্ষ	১ ম—সুসেন
২ সুলোচন *	২ য়—ব্রহ্ম ওঝা
৩ মহাদেব	৩ য়—দক্ষ
৪ হলধর	৪ র্থ—শান্তনু
৫ কৃষ্ণদেব	৫ ম—পীতাম্বর
৬ বরাহ	৬ ষ্ঠ—হিরণ্য গর্ভ
৭ শ্রীকর	৭ ম—ভূগর্ভ
৮ বহুরূপ †	৮ ম—বেদগর্ভ
৯ গাহী	৯ ম—জগন্মহামণি
১০ সর্ব্বেশ্বর‡	১০ স্বর্ণরেখ (বারেন্দ্র) ভবদেব ভট্ট(রাঢ়ী)¶

---

* সুলোচনাদি ষোল সহোদর। ২৫ পৃ. দেখ

† বহুরূপ প্রথম কুলীন। ‡ ইনি অবসথি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েন। যথা

নাম্ন। সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞোদাদৈঃ কল্প মহীরুহঃ।

অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ।।

¶ মুর্শিদাবাদের পুস্তকে লিখিত আছে, এই ভবদেব ভট্টের মতানুসারে সর্ব্বত্র স্মৃত্যনুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু যে ভবদেবের মত সর্ব্বত্র সমাদৃত তিনি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতম, বলিয়া বোধ হয়।

ভরদ্বাজ গোত্রে।

রাঢ়ীয় মতে

১ শ্রীহর্ষ
২ শ্রীগর্ভ *
৩ শ্রীনিবাস
৪ আরব
৫ ত্রিবিক্রম
৬ কাক
৭ স্বাধু (সাধু)
৮ জলাশয়
৯ সুরেশ্বর (বাণেশ্বর)
১০ গুঁই (গুহ)
১১ মাধবাচার্য্য
১২ কোলাই সন্ন্যাসী (কোলাহল)
১৩ উৎসাহ †
১৪ আহিত (আইত)

বারেন্দ্র মতে

১ গৌতম
২ বিভাকর ভয়
৩ প্রভাকর
৪ বিষ্ণুমিশ্র
৫ কাকুস্থ মিত্র
৬ প্রজাপতি অগ্নিহোত্রিক
৭ মাতঙ্গ ওঝা
৮ জৈমিনি আচার্য্য

৯ ভাস্কর বেদান্তিক (বারেন্দ্র) — পরাশর (রাঢ়ী)

ভরদ্বাজ গোত্রে।

মুর্শিদাবাদের পুস্তকানুসারে প্রজাপতির পুত্র গোপী ওঝা তৎপুত্র বাচস্পতি, তাঁহার দুই পুত্র গুণাকর ও লক্ষ্মণ, প্রথম বারেন্দ্র দ্বিতীয় রাঢ়ী।

---

* শ্রীগর্ভে বা চারি সহোদর ২৫ পৃ দেখ।

† উৎসাহ প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন।

‡ এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয় যে অগ্রে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয় তাহার অনেক দিন পরে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইয়া ছিল।

শ্রীগর্ভের নাম ধাঁধু মুখটীতে গত।
বরাহের রাই গাঁই আছে যে বিদিত ॥
সুরেশ্বর সাহরিতে করিল প্রবেশ।
সতের ভিং সাঁই গাঁই রহে অবশেষ ॥
শ্রীহর্ষের চারি বংশ খ্যাত দেশে দেশ।
ভাটের কাহিনীতে কর মননিবেশ ॥

রাঢ়ীয় কৌলন্য।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে,যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ষট্ পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাস করেন; সেই সেই গ্রামের নামানুসারে, এক এক গাঁই হয়; তাঁহাদের সন্তান পরম্পরা সেই সেই গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সমুদয়ে ৫৬ গাঁই; তন্মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্ব্বতোভাবে নবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, * এজন্য কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। এই আট বংশে সর্ব্বসমেত উনিশ জন কুলীন হইলেন। (১৬৩ পৃ দেখ) পালধি, পাকড়াশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূরিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, সেয়ক, কুসুম, ঘোষলী, মাষ-চটক, বসুয়ারি, করাল, অম্বুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পুষলী, আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, সাটেশ্বরী, নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, সিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দি-

* বন্দ্যশ্চট্টোহথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃপরঃ।
পূতিতুণ্ডশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥

গ্রামী, কাঞ্জারী, সিমলাল, বালী, এই * সকল গাঁই অষ্টগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, এজন্য শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাভাজন হইলেন। † পূর্ব্বোক্ত নয় গুণের মধ্যে ইহাঁরা আবৃত্তি গুণে বিহীন ছিলেন; অর্থাৎ বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই আদান প্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই তদ্বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না; এজন্য তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না। আর দীর্ঘাঙ্গী, পারিহা কুলভী, পোড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিন্তা, গূড়, পিপ্‌লাই, হড়, গড়গড়ি, এই চৌদ্দ গাঁই সদাচার পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজন্য গৌণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। (১৮)

এরূপ প্রবাদ আছে যে রাজা বল্লাল সেন, কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য-

---

* পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা।
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পূষলী।
আকাশঃ পালসায়ী চ কোয়ারী সাহসিস্তথা।
ভট্টঃ সাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারিকঃ।
সিদ্ধলঃ পূঃসিকো নন্দী কাঞ্জারী নিমলালকঃ।
বালীচেতি চতুস্ত্রিংশাবল্লাল নৃপ পূজিতাঃ॥

† দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাইকেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীত মুণ্ডী মহিন্তা গূড় পিপ্‌লী।
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

ক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণ কুলীন, হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে; সুতরাং যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য তাঁহারা ন্যূন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচার ভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন। এইরূপে কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সহিত আদান প্রদান নির্ব্বাহ করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজ ভাবাপন্ন হইবেন।*

---

* শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।

আর গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে, এককালে, এককালে কুলক্ষয় হইবেক, এই নিমিত্ত গৌণ কুলীনেরা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন।*

অরয়ঃ কুলনাশকাঃ।

যৎকন্যা লাভ মাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি।।
বল্লাল বিষয়ে ন্যূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ম।।
শ্রোত্রিয়া মেরবোজ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।।

কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, বল্লাল সেনের আদেশানুসারে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ দোষ ও কৌলীন্য মর্য্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীন ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ। এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোন ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই; উত্তর কালে বংশজ ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনা ক্রমে শ্রোত্রিয় গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে যাঁহাদের কুল ভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজ সংজ্ঞা ভাজন ও মর্য্যাদা বিষয়ে গৌণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন; অর্থাৎ গৌণ কুলীনের কন্যা

গ্রহণ করিলে যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজ কন্যা গ্রহণ করিলেও কুলীনের সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে। এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ,—প্রথম শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ; দ্বিতীয়, গৌণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ। স্থূল কথা এই কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই কুলীন বংশজ ভাবাপন্ন হইতেন।*

কালক্রমে গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধশ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণ কুলীন সংজ্ঞাকালে তাহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন কষ্ট শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাকালে সেইরূপ রহিলেন।

---

* বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি বংশজ ব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দ্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না। ৫৬ গাঁইর মধ্যে ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গৌণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হন, এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হইতেছে বল্লাল এই সকল লোকদিগের বংশজ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইঁহারাই আদি বংশজ; তৎপরে আদান প্রদান দোষে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজ সংজ্ঞা ভাজন হইয়াছেন ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয়, এই আদি বংশজেরা বল্লালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেবীবরের সময় হইতে কুলীনগণ গৌণ কুলীনের কন্যা বিবাহের দ্বারা বংশজ হয়েন না। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় এই মাত্র। তাঁহার পুত্র শুদ্ধ-শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্র অথবা পরিশুদ্ধ কুলীন দৌহিত্র অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন থাকেন। এক্ষণে কুলীনগণ বংশজের কন্যা গ্রহণ মাত্রে বংশজ হন না। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাহঙ্কারে চলেন; যিনি বংশজকন্যাগ্রহণ করেন, তিনি নিজে স্বকৃত-ভঙ্গ, তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গের পুত্র, তৎপুত্র স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন। তৎপরে চারিপুরুষে। এই সময় হইতে যদি ভঙ্গকুলীনগণ আপন অপেক্ষা উচ্চ সোপানের নিকষ কুলীন অথবা ভঙ্গকুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে সহসা বংশজ হন না। আদান প্রদান বিষয়ে বিশুদ্ধতা না থাকিলে ৫ পুরু-ষের পরেই বংশজ হন। কোন কোন ঘটকের যুক্তি এই, যে, সপ্তম পুরুষের পরেই বংশজ হওয়া উচিত। ইঁহারা তাহার কারণ এইরূপ বিন্যাস করেন যে, স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র যখন তাহার প্রপিতামহকে পিণ্ড দেয় তখন সে ব্যক্তি একজন কুলীনকে অন্ন দিল ও একজন কুলীনের সঙ্গে পিতৃ-লোকে বাস করিতে অধিকারী। স্বকৃতভঙ্গের উর্দ্ধতন সাপি-ণ্ডকে স্বকৃতভঙ্গ তর্পণ ও পিণ্ড উভয় দানেই সক্ষম, স্বকৃতভঙ্গের পুত্র তদপেক্ষা কেবল এক সোপান নিম্নস্থ ব্যক্তিকে জলপিণ্ড প্রদানে সমর্থ; এইরূপে স্বকৃতভঙ্গের অধস্তন সাপিণ্ডগণ ক্রমশ এক এক সোপান নিম্নে জল পিণ্ডদানে সমর্থ সুতরাং

যাহারা কুলীন পুরুষে জলপিণ্ড দানে সমর্থ নহেন তাঁহারাই বংশজ। অর্থাৎ কুলীনের বংশে জাত এইমাত্র, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্বকৃত ভঙ্গকুলীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষে বংশজ বলিতে সম্মত হন।*

বারেন্দ্র কুল।

বারেন্দ্রদিগের সর্ব্বসমেত শত সংখ্যক গ্রাম (গাঁই)। ইহাঁরা রাঢ়ীয়দিগের ন্যায় প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত হন। যথা—

কুলীন	সিদ্ধশ্রোত্রিয়	গৌণ বা কষ্টশ্রোত্রিয়	সর্ব্বসমেত
৭ গাঁই	৮ গাঁই	৮৫ গাঁই	১০০

কুলীন—মৈত্র, ভীম, রুদ্র ও সাধু (বাগ্‌চী) সংযামিনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়—করঞ্জ, নন্দনা বাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলী; চম্পাটী, ঝম্পটী বা (ঝামাল) কামদেবক বা (কামদেবতা) আদিত্য।

বারেন্দ্রদিগের ৮৫ গাঁই গৌণ বা কষ্টশ্রোত্রিয়; তন্মধ্যে আটঘর কালক্রমে সাধ্যত্ব প্রাপ্ত হন। সে আটঘরের নাম যথা—শীহরি, রাইগাঁই, কুড়িমুড়িয়া, গোস্বা, খর্জ্জুরী, বিশি, উচ্চরিক ও জামরিক।

আমগাঁই, তাড়োয়াল, মৎস্যাশী দধিয়াল, সিংড়াল,

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ডং সাপ্তপৌরুষং।।
যোষস্য পিণ্ডদাতা মৃতঃসন্ স তেন সহ পিণ্ডভোক্তা।।

পাঁপড়িয়াল, রত্নাবলী ভাড়িয়াল প্রভৃতি ৭৭ গাঁই কষ্ট-শ্রোত্রিয়। অর্থাৎ ইহাদিগকে কুলের অরিস্বরূপ জ্ঞান করেন।

বারেন্দ্র সম্প্রদায়ের এই একশত গাঁই মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রে—১৮ গাঁই। শাণ্ডিল্যে—১৪ গাঁই। বাৎস্যে—২৪ ও সাবর্ণগোত্রে—২০ গাঁই। ভরদ্বাজ——২৪ চতুর্বিংশতি গাঁই।*

দেবীবর যে প্রকার রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনদিগকে ৩৬ মেলে, বিভক্ত করেন, সেই প্রকার কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, দেবীবরের কিছুকাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র-দিগের কুলীনগণের দোষগুণ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক কুলীনগণকে, আট শাখায় বা পটীতে বিভক্ত করেন। রাঢ়ীদিগের মেল শব্দে যে প্রকার অর্থপরিজ্ঞান হয়, ইহাদিগের পটীশব্দে ও সেই প্রকার অর্থ বোধ হইয়া থাকে। পটী গুলির নাম। যথা—

১ ম—নিরাবিল, ২ য়—ভূষণা † ৩ য়—রোহিলা, ৪ র্থ—

মৌলার কুলপদ্ধতির বচন।

* কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যেষু চতুর্দ্দশ।
চতুর্বিংশতি বাৎস্যানাং ভারদ্বাজে তথাবিধঃ॥
সাবর্ণে বিংশতিজ্ঞেয়াঃ কথিতাঃপঞ্চ গোত্রকাঃ।

† রুদ্রগাঁইকে বাগ্‌চি বলে। বাগ্‌চি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা রুদ্র-বাগ্‌চি ও সাধু, বাগ্‌চি। সাধু রুদ্র ও লোকনাথ নামে তিন সহোদর ছিলেন। ইহাদিগের পিতার নাম পীতাম্বর, লোকনাথ লাহিড়ী গাঁই। লাহিড়ী নামে বিখ্যাত হন। রুদ্র ও সাধু, বাগ্‌চি গাঁই নামে বিশেষ পরিচিত হইয়া থাকেন। যথা—

ভবানীপুর, ৫ ম—বেণী, ৬ ষ্ঠ—আলেখানী, ৭ ম—কুতুবখানি ৮ ম—ত্তোনালী।

রাঢ়ী বারেন্দ্র এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ গোত্রে কোন্ গ্রামীণ কৌলীন্য প্রাপ্ত হন তাহা দেখ।

গোত্র	রাঢ়ীবংশ		বারেন্দ্রবংশ		গাঁই সমষ্টি
শাণ্ডিল্যে	বন্দ্য	১	রুদ্র, সাধু*	২	৪
			লাহিড়ী	১	
কাশ্যপে	চট্ট	১	মৈত্র	১	৩
			ভাদুড়ী †	১	
বাৎস্যে	পূতিতুণ্ড	১	সংযামিনী	১	৫
	ঘোষাল	১	ভীম	১	
	কাঞ্জিলাল	১			
সাবর্ণে	গাঙ্গুলী	১	+		২
	কুন্দ	১	+		
ভরদ্বাজে	মুখটী	১	+		১
		৮	+	৭ =	১৫

বারেন্দ্র শ্রেণী—কাপের বিষয়।

রাঢ়ীয় শ্রেণীদিগের বংশজ যে প্রকার বারেন্দ্রদিগের

* পীতাম্বরস্য ত্রয়ঃপুত্রাঃ সাধুরুদ্রলোকনাথাঃ। সাধুরুদ্রকৌ বাগ্‌চী লোকনাথস্তু লাহিড়ী॥ হরিনাবাগ্‌বাটীর পুস্তক। † ভাদড়কেও কেহ কেহ কুলীন বলেন।

বংশজ (কাপ) সেপ্রকার নহে ইহাদিগের কাপেরা সৎকার্য্য দ্বারা মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন।

ইহাদের কাপ সৃষ্টির বিবরণ যথা—লাড়ুলী গ্রামীণ বরেন্দ্রগণ পূর্ব্বে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। শান্তিপুর নিবাসী নৃসিংহ লাড়ুলী সমাজ মধ্যে সম্মান পাইবার অভিপ্রায়ে মধুমৈত্রেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষ করেন। বিধাতার ভবিতব্যতা বশতঃ মধুমৈত্রেয় অন্যের সহিত পরামর্শ না করিয়াই হঠাৎ বিনা বিচারেই নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। যখন স্বগৃহে স্বস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন, তখন ইহাঁর পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, পিতা অঘরের কন্যাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এবং বাটীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বেড়া দিল।

মধুমৈত্রেয় কর্ত্তৃক নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যাগ্রহণ রূপ দোষ, মধুর সহিত তদীয় পুত্রগণের অসদৃশ ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচার হইল।

পুত্রগণ পিতৃদ্বেষ্টা এবং মধু নিজে হীনবংশের কন্যাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কিছু দিন সমাজে স্থগিত থাকিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত ইহাঁর ভগিনীপতি ধেঁই বাগ্‌চির কর্ণ-গোচর হইল। তিনি শুনিয়া মধুর প্রতি প্রথমতঃ সদয় হই-লেন না বরং অসন্তুষ্ট থাকিলেন।

একদিবস মধুমৈত্রের পিতার একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত, ঐ দিন মধু স্বীয় ভগিনীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন

আজি যদি ধেঁই বাগচি আমার পিতৃ শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইয়া এখানে ভোজন করেন, তবেই আমি পিতৃ শ্রাদ্ধ করিব, নতুবা অদ্যাবধি পিতৃ শ্রাদ্ধ পণ্ড হইল। ধেঁই বাগ্‌চির সহধর্ম্মিণী ভ্রাতার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া স্বামীকে কহিলেন তোমাকে অবশ্য আমার ভ্রাতার বাটীতে যাইয়া আমার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া আসিতে হইবে, নতুবা দুরদৃষ্ট জন্মিতে পারে। ধেঁই বাগ্‌চি অগত্যা প্রণয়িণীর কথায় সম্মত হইয়া মধুমৈত্রের বাটীতে সমাগমনপূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনাদি করিলেন।

মধুর পুত্রদিগকে নানাপ্রকার হিতগর্ভ উপদেশ দ্বারা স্বপক্ষে আনয়ন করনে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে তাহাদিগকে কহিলেন তোরা চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া কি এক কাপ (কাচ) করিয়াছিস্ এই সময় ঐ বৃত্তি উত্তোলন কর্, নতুবা তোদের মর্য্যাদা থাকিবেক না। তাহারা সম্মত না হওয়াতে প্রতিবাদিরা তাহাদিগকে পিতৃদ্বেষ্টা বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল এবং অবশেষে সমাজ মধ্যে কুলভ্রষ্ট কাপ বলিয়া পরিগণিত হইল।

মধুমৈত্রের পুত্রগণ সমাজ মধ্যে স্থগিত হইল। তাহারা যাহাকে দেখে তাহাকেই বারি বিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা কাপ করিয়া লইতে লাগিল। এই সময়ে মধুমৈত্রের ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকিলেন। একদিন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ রাজা কংশ নারায়ণের * শ্রুতি পথে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎ-

* কোন কোন ব্যক্তির মতে রাজা কংশ নারায়ণ তাহির পুরের পূর্ব্বতন রাজ গোষ্ঠী সম্ভূত। তাহিরপুর জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত।

কালের প্রধান কুলাচার্য্য উদয়ানাচার্য্য ভাদুড়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয় মধুমৈত্রেয় নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া সমাজ মধ্যে পতিত হইয়াছেন, ইহা কদাচ হইতে পারেনা।

আমি কুলীন হইতে যদি মর্য্যাদায় একপাদ নিম্নেও যাই তথাপি মধুমৈত্রেয়কে আমার তনয়া দান করিব। নৃসিংহ লাড়ুলীর কন্যা গ্রহণ দ্বারা মধুমৈত্রেয় অসৎকার্য্য করেন নাই নৃসিংহ অদ্বৈত গোস্বামীর জনক, অদ্বৈত সামান্য মনুষ্য নহেন, অদ্বৈতের সহোদরা ও সামান্য নারী নহেন।

এইরূপে রাজা কংশনারায়ণ মধুমৈত্রেয়কে কন্যাদান করিলেন আপন কৌলীন্য মধুমৈত্রয়কে দিলেন, তদবধি রাজা কংশ নারায়ণ স্বেচ্ছাক্রমে নিজে কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে অবতরণ করিলেন।

মধুমৈত্রেয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রক্ষতাই, নন্দাই গদাইএই তিন সহোদর, কুলভ্রষ্ট কাপ হইলেন। অপর পক্ষের সন্তানগণ অর্থাৎ নৃসিংহ লাড়ুলীর দৌহিত্র ও রাজা কংশ-নারায়ণের দৌহিত্র কুলীনপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন।

এই সময় অবধি শান্তিপুরের লাড়ুলী বংশীয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়েই বারেন্দ্র বংশের করণের বাঁধা বাঁধি হয়।

কন্যা পুত্রের সম্বন্ধকালে উভয় পক্ষে পঞ্চগো-ত্রের পঞ্চব্যক্তির সাক্ষাতে কুশত্যাগ রূপ পরি-বর্ত্তের প্রতিজ্ঞা হইতে লাগিল। এই সময়েই উদয়না-

চার্য্য ভাদুড়ী তদীয় দুহিতা লীলাবতীকে মণ্ডন মিশ্রকে সম্প্রদান করেন মণ্ডনমিশ্র জলবিন্দুস্পর্শে ছিটেকাপ হইয়া ছিলেন। এই লীলাবতীর ঔরসে যে পাঁচ পুত্র জন্মিল তাহারাও কাপ হইলেন। তাঁহাদিগের নাম। যথা। উমাপতি, ভূপতি ভবানীপতি রুদ্রপতি পশুপতি।

বারেন্দ্র শ্রেণীর করণ।

" কুলীনের সহিত কুলীনের অথবা কাপের সহিত কাপের সম্বন্ধ বন্ধন কালে উভয় পক্ষে কুশময়ী কন্যার আদান প্রদান বিষয়ক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে বাগ্‌দান হয়, তাহার নাম করণ। এই করণের সৃষ্টি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলজ্ঞ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

কাপগণ অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, কিন্তু সমস্ত গুলিই প্রধানত নিম্ন লিখিত তিন সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট। যথা—

১ ধার্বকাবাদ, ২ সুলতান প্রতাপ,ও৩ গঙ্গাতীর।

১ হরিপুর, লালুর কাশীমপুর প্রভৃতি রাজসাহি জেলার অন্তর্গত স্থানগুলি ধার্বকাবাদস মাজের অধীন।

২ বাকৃকারি কোলা লয়া বাড়ী ও ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি পাবনা জেলার অধীনস্থানগুলি সুলতান প্রতাপ সমাজের অন্তর্গত।

খাগড়া, অমরকুণ্ড, ব্যাসপুর, আচার্য্যপাড়া ও ভট্টাচার্য্য পাড়া প্রভৃতি, জিলা মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি স্থানগুলি গঙ্গাতীর সমাজের অন্তর্গত; গঙ্গাতীরের নদীয়া সমাজে

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ দুষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রক্ষিপ্ত জলস্পর্শে কাপের নিম্নে গণ্য হন।

শান্তিপুরের আগম বাকীশ, সহস্রাক্ষ,জটে যাদু, কামাই ঢোল, মুকুটরায় ভীমকালীর দুর্গাদাস লাহিড়ী, জগদীশ সান্যাল প্রভৃতি।

কাশীমপুর প্রভৃতির চৌধুরীরা কাপদিগের মধ্যে বিশেষ মান্য। ক্ষেতু পাড়ার রায় গোষ্ঠীদিগের সম্মান ও ইহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহারা আদি ও আঢ্য কাপ।

রাঢ়ী শ্রেণীর মেলগুলি যেমন নানা থাকে বিভক্ত,বারেন্দ্র দিগের পটীগুলিও আবার নানা ভাবে বিভক্ত। ঐ ভাব গুলি কাপ সংশ্রবেই ঘটে। তন্মধ্যে আঢ্য কাপের ভাবগুলিই প্রধান।

বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি গোত্রে কোন ব্যক্তি কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই। সাবর্ণি গোত্রে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় কেহ নাই। শুদ্ধ শ্রোত্রিয় যে আটঘর তাহারাও নিম্নলিখিত চারি গোত্রের অন্তর্গত। যথা

গোত্র	কুলীন	শুদ্ধশ্রোত্রিয়
কাশ্যপ	মৈত্র, ভাদুড়ী	করঞ্জ
বাৎস্য	ভীম,সংযামিনী (শান্যাল)	আদিত্য, রুদ্রশালী, ঝম্পটী, ঝামাল,
শাণ্ডিল্য	রুদ্র ও সাধু(বাগচি) লাহিড়ী	কামদেবক। নন্দনাবাসী, চম্পটী, লাড়ুলী।
ভরদ্বাজ		

আদিশূর ও সেনবংশের রাজত্বকাল।

আদিশূর—৯০০খৃঃ—৯৫২ পর্য্যন্ত রাজত্বকাল।

পুত্র ভূশূর ও	পুত্রিকা কন্যা	৯৫২—৯৭০
	অশোক সেন	৯৭০—৯৮১
	শূরসেন	৯৭১—৯৯৪
	বীরসেন	৯৯৪—১০১২
	সামন্তসেন	১০২২—১০৩০
	হেমন্তসেন	১০৩০—১০৪৮
(বিশ্বক্‌সেন)	বিজয়সেন	১০৪৮—১০৬৬
	বল্লালসেন	১০৬৬—১১০১
	লক্ষ্মণসেন	১১০১—১১২১
	মাধবসেন	১১২১—১১২২
	কেশবসেন	১১২২—১১২৩
	লক্ষ্মণসেন	১১২৩—১২০৩খৃ, পর্য্যন্ত

ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির।
মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির॥
ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রীকায় গণি॥

তাহার তনয় দেখি যায় স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছুদূর॥
অশোক দৌহিত্র জ্ঞান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর॥
যাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিষ্বক, তাত বলি যারে করে বন্ধন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে একপাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥
বল্লাল নৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ।
মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কেশব ভূপতি হন মাধব তনয়।
তার সুত গুণ যুত লক্ষ্মণ সে হয়॥
যার গুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান।
রাজবল্লভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান॥
পর্গণে বিক্রমপুর রাজার নগর।
সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর॥

কৌলীন্য।

অধিকাংশ লোকেরই সংস্কার আছে যে বল্লালের পূর্ব্বে ধরাতলে কুলীন ছিল না। তিনিই প্রথম কৌলীন্য সৃষ্টি করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মনুর সময় হইতে কৌলীন্য দেখা যায়। মনুর কন্যা দেবহুতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে। মনু উহা-দিগের প্রত্যেকটীকেই এক এক ব্রহ্মর্ষির করে সম্প্রদান করেন। তদবধিই কৌলীন্য সৃষ্টি।

এসকল পুরাণ কথা পুরাণেই থাকুক। ইদানীন্তন কালের কথা বলা যাউক। বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য দেশেও কৌলীন্য আছে। সেখানে বল্লালের অধিকার ছিল না। সেখানে কেমন করিয়া কৌলীন্য প্রবেশ করিল? অতএব অবশ্য বলিতে হইবে যে কৌলীন্য পূর্ব্বাবধিই আছে।

উত্তরকালে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য লোপ না হয়, এই মান সেই বল্লাল নবগুণ বিচার করিয়া কৌলীন্য ব্যবস্থাপন করেন।

গুণ না থাকিলেও যে ধারাবাহিক পুরুষগণের কৌলীন্য মর্য্যাদা দায়াদদিগের মধ্যে সংক্রান্ত হইবে এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। সে যাহা হউক অন্য দেশের ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কাহারা কুলীন বলিয়া খ্যাত। উহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ যাহারা পুরুষ পরম্পরায় সদ্গুণ সম্পন্ন তাহারাই কুলীন পদবাচ্য।

দ্বিতীয়—নিম্নলিখিত উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ কুলীন।

যথা।

আচার্য্য, ত্রিবেদী, ত্রিপাঠী, দশাশ্বমেধী, ভট্ট, উপাধ্যায়, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিগুলি কৌলীন্য ব্যঞ্জক।

পঞ্চ ব্রাহ্মণসন্ততিগণের মধ্যে ঐ সকল উপাধির কয়েকটী দৃষ্ট হয়। যথা

ভট্টনারায়ণ সন্তান বরাহ ও নীপে বাজপেয়ী উপাধি ছিল বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয়ী উপাধি গ্রহণ করেন।

এক্ষণেও ঐ বংশের যে ব্যক্তি রাজসিংহাসনে আসীন হন তিনি বাজপেয়ী রূপ পৈতৃক সম্মান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাবর্ণি গোত্রে শিশু গাঙ্গুলীর পিতার নাম কুলপতি,* আমরা বিবেচনা করি উহা তাঁহার উপাধি।

কাশ্যপ গোত্রে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার উপাধি অধ্বর্য্যু ছিল তদনুসারে তাঁহাকে অধ্বর্য্যু শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় কহা যায়।

বাৎস্য গোত্রে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পিতার নাম নীলাম্বর আচার্য্য। উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী ইহার উপাধি উপাধ্যায়।

বারেন্দ্র কুলেও এরূপ উপাধি দেখা যায়। যথা বারেন্দ্র

*মুনীনাং দশ সাহস্রং যোন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ সবৈ কুল পতিঃস্মৃতঃ॥

কুলের সাবর্ণগোত্রের আদি পুরুষ পরাশরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নারায়ণের উপাধি অগ্নিহোত্রী।

শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্টের পুত্র আদি গাঁই নামক পুত্রের উপাধি ওঝা। ওঝা শব্দটী উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র।

কাশ্যপ গোত্রের আদিপুরুষ সুসেন হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ স্বর্ণরেখক ও ভবদেবের উপাধি ভট্ট। ইনি রাঢ়ী।

ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ গৌতম হইতে ৮ম পুরুষ পশুপতির উপাধি আগ্নিহোত্রী দেখা যায়।

বাৎস্য গোত্রের আদি পুরুষ ধরাধরের প্রপৌত্রের উপাধি চতুর্বেদান্ত ও দামোদরের উপাধি ওঝা।

উপাধ্যায়,ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র এই চারিটী উপাধি বল্লাল দত্ত মর্য্যাদার মধ্যে এখনও দেখা যায়।

অধুনা মুখটী, বাড়ুরী ও গাঙ্গুলী উপাধ্যায় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যথা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘোষাল, কুন্দ. পূতিতুণ্ড ও কাঞ্জিলাল ইহাদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ও মিশ্র উপাধি শ্রবণ করা যায়।

বারেন্দ্রদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য আচার্য্য ও মিশ্র* উপাধি আছে। উপাধ্যায় সংজ্ঞা ও দেখা যায়।

স্বাম্ভুব মনুর সময় হইতেই উৎকৃষ্ট জাতীয় সদ্গুণসম্পন্ন

*পূর্ব্বোত্তর মীমাংসে জানন্ মিশ্র উদাহৃতঃ। মিশ্রা।

বরে অথবা সমান জাতীয় গুণ সম্পন্ন বরে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা দেখাযায়।

তৎকালে এরূপ ব্যবহার ছিল উৎকৃষ্ট জাতীয় সদ্গুণ-শালী বর পাইলেই কন্যা সম্প্রদান করা হইত, কন্যার বয়ঃ-ক্রমের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। সদ্গুণশালী বরের অপ্রাপ্তি স্থলে নির্গুণ বরে কদাচ কন্যাদানের ব্যবস্থা দেখা যায় না।*

এক্ষণে এ সকল ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হয় না। কুলীন পুত্রই কুলীন। মেল বন্ধনের পূর্ব্বে এইরূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট উপাধি কুলগত ছিল না। তৎকালের উপাধি গুলি এক ব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল। যথা

মুখটী বংশে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র। ঐকুলে গঙ্গানন্দ—ভাতৃপুত্র শিবের উপাধি আচার্য্য ঐকুলে যোগেশ্বরাদি পণ্ডিত, তৎপিতা হরি মিশ্র। বন্দ্যো কুলে ধ্রুবানন্দ মিশ্র, রামেশ্বর প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী।

মুখ কুলের প্রথম কুলীন উৎসাহ পৈত্রিক উপাধি উপাধ্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহাকেই আদি কারণ ধরিয়া সকল কুলের আদান প্রদানের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ হয়।

---

* উৎকৃষ্টায়াভি রূপায় বরায় সদৃশায়চ।
অপ্রাপ্তামপিতাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥ দক্ষ
সদৃশায় সমান জাতীয়ায়. কালাৎ প্রাগ্পি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈ বৈন্যাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু। ৮৮। অ৯

দেবীবর যে সময়ে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন তৎকালে ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যকে মুখপাধ্যায়কে কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কুল মর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে মুখটীরা প্রকৃতি; অন্য বংশ গুলি পাল্টী, সুতরাং গঙ্গানন্দাদির পূর্ব্ব পুরুষের উপাধি উপাধ্যায় রূপ প্রকৃতিতে বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলী প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁদিগের সকলেরই উপাধি উপাধ্যায় হয়। সেই হেতু বশতঃ মুখটী, বন্দ্য, গাঙ্গলী ও চাটুতি এই চারি বংশ উপাধ্যায় সংজ্ঞা যোগপূর্ব্বক নিজ নিজ কুল মর্য্যাদার কীর্ত্তন করেন। যথা মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ও গঙ্গোপাধ্যায়।

অধুনা এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নবদ্বীপাধিপতিগণ আপনাদিগের বংশাবলীর রায় উপাধি নিজ দৌহিত্র কুলেও সংক্রান্ত করেন। তদবধি নবদ্বীপাধিপতির বংশের দৌহিত্রগণ আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে বা পরে রায় সংজ্ঞা * কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলি নির্গুণ ব্যক্তিদিগের পক্ষেই বিশেষ শোভা পাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সার্ব্বভৌম, তর্কালঙ্কার, চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন। যথা সুসেন, দুর্গাবর, যোগেশ্বর, কামদেব প্রভৃতি পণ্ডিত নামে খ্যাত।

* রৈ শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়-রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায়। ঋক্ বেদ ও মুগ্ধবোধ দেখ।

মধুসূদন তর্কালঙ্কার নামে খ্যাত। বিষ্ণু প্রভৃতি ঠাকুর নামে খ্যাত। চট্টোবংশে উদয় কুলবর, চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ সর্ব্বভৌম, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ইত্যাদি, পৃথক পৃথক উপাধিতে খ্যাত। অন্যান্য বংশেও এইরূপ।

——০০——

ফুলিয়ামেল।

মুখবংশই বন্দ্যাদির প্রকৃতি সুতরাং তাহাই অগ্রে লেখা গেল। মনোহর শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৩শ পুরুষ (১৬৬ পৃঃ দেখ)। মনোহরের বংশাবলী যথা—মনোহরের পিতার নাম লক্ষ্মীধর।

মনোহর (২৩শ)

সুসেনোজগদানন্দো গঙ্গানন্দোকুলেকৃতী। মিশ্রীগ্রন্থ।

(২৪শ)	সুসেন	জগদানন্দ		গঙ্গানন্দ
(২৫শ)	শিবাচার্য্য	ভবানী	কানাই	
(২৬শ)	রামেশ্বর	গোপীশ্বর	রত্নেশ্বর	
(২৭শ)	হরিবংশ	রঘুবংশ	যজ্ঞেশ্বর	রামদেব

(২৮) রমণ রাজবল্লভ। উলার নিবাস, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুদেব ও রামদেবের সহিত পাল্টী।

(২৫) কানাই ইহাকে ছোট্ঠাকুর ও বলে। ইনি ঐ নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।* অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহাঁর পাল্টী প্রকৃতি ভাব। হুগলী জিলার ছরিপালে ইহাঁর বংশ আছে। রজনীকরী থাক।

(২৬) গোপেশ্বর ও রত্নেশ্বরের বংশাবলী রাঢ়দেশে বিরাজ করিতেছেন।

কুলেরমুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য (২৪শ) ইনি মনোহরের পুত্র
|
রামাচার্য্য (২৫শ) ইহার ছয় পুত্র। যথা—
|
(২৬শ) রাঘবেন্দ্র | কাশীশ্বর | বিশ্বেশ্বর | গোপাল | গোপীনাথ | পার্ব্বতী
|
(২৭শ) যাদবেন্দ্র | নীলকণ্ঠ প্রভৃতি (নীলকণ্ঠের সাত পুত্র)
|
(২৮শ) রঘু | গঙ্গাধর | শ্রীধর | বিষ্ণু | রতি | রামেশ্বর | রাধাকান্ত

ইহারা সকলেই সমানরূপে মান্য ও ঠাকুর নামে খ্যাত।

(২৬শ) গোপীনাথের চর দোষ। পার্ব্বতীনাথের বীরভদ্রী দোষ।

(২৭) রাঘবেন্দ্রের পুত্র যাদবেন্দ্র সন্তানগণ কেশর কুলীভাব প্রাপ্ত, পরে ভঙ্গ। নদীয়া জিলার উলায় ও মুর্শিদাবাদ জিলার গোঘাটা পাটিকা বাড়ীতে নিবাস।

* কানাই ছোটঠাকুর নাম সবে বলে।
অবসতি গঙ্গানন্দ যার চরণতলে॥ মেলমালা

[২৪] গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার।
যাহা হইতে মেল কূল হইল উদ্ধার ॥

শভ্যোবন্দ্যাবতংসঃ কুশলমতিরভুৎভ্রাতৃযোগে হিরণ্যঃ
তুল্যোঽয়ং পূর্ব্বদৃষ্ট্যা উদয় কুলবরোঽপার্ত্তিগাং নীলকণ্ঠঃ।
গঙ্গাদাসঃ সুচট্টো পিতৃকুল সদৃশো যস্য ভদ্রোচিতা শ্রীঃ
গঙ্গানন্দঃ সুধীর মুখ কুল জলধেঃ পূর্ণচন্দ্রস্য ভাতিঃ ॥ মিশ্রী

[২৫শ] গোপীনাথে লাগে ধন্ধ শোঁধা সৈকার পাকে।
গোপীনাথ করণে ধন্ধ শ্রীনাথেতে ডাকে ॥
এই সে কারণে ধন্দ গঙ্গানন্দে পায়।
আদ্যরসে আর্ত্তিরসে নীলকণ্ঠে যায় ॥

[২৬শ] রাঘবেন্দ্র কাশীবিশু কুলে কল্পতরু।
চরে গেল গোপীনাথ বীরেগেল পারু ॥ মেলমালা।

(২৫শ) রামাচার্য্য তৎপুত্র কাশীশ্বর (২৬শ) তৎপুত্র রমানাথ (২৭শ) তৎপুত্র মধুসূদন তর্কালঙ্কার (২৮শ) ইনি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র রতি বিষ্ণুদিগের সহিত সমান পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র গোপালসুত পুত্র মহেশ পঞ্চানন (২৭শ) গোপালের অন্য পুত্র মুরহর তর্কবাগীশ (২৮শ) উভয়েই রতি বিষ্ণুর সমান পর্য্যায়ের লোক।

রামাচার্য্যের পুত্র বিশ্বেশ্বর (২৬শ) তৎপুত্র লক্ষ্মীনাথ (২৭ শ) তৎপুত্র রামগোবিন্দ (২৮ শ) তদীয় পুত্র বলরাম ঠাকুর ইনি রতি বিষ্ণুর ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ের লোক।

[২৮ শ] ফুলের রাজা মধুসূদন গঙ্গাধর পাছ।
রতি বিষ্ণু সমভাব আর সব কাছ ॥

বিষ্ণুদ্বয় বলরাম উলায় রমণ।
বাঘাণ্ডায় রঘুবিশু সম ছয় জন ॥
দোশর শোষর নাই মুরহর একা।
কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা।
অষ্টদলে অষ্টজন মধ্যে বলরাম।
গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম ॥ মেলমালা

(২৭ শ) কি কব যাদুর কুল তিতে কল্লে আধামুল, শ্রীধর সমান ডাক।
বিধিকুলে হৈল বাম, নৈলে কেন জয়রাম এখন এক থাক।।
তিল তুলসী কুশমোড়া, খেয়ে রামেশ্বরের হুড়া কুলের কুণ্ডড়ী ভেঙ্গেগেল।
পঞ্চানন মুলোকর, তেজীয়ান নয়োধায়,
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গেলো।

[২৮ শ] নীলের তনয় সাত পুরোজাত রঘু।
শ্রীধর রামেশ্বর বিষ্ণু নয় লঘু ॥,
রতিকান্ত রাধাকান্ত আর রামেশ্বর।
যাহা নিয়ে কুলগাই ফুলের ভিতর ॥ মেলমালা

আদৌ খড়দা ফুলিয়া শেষ ; খড়দা ফুলিয়া নাস্তি বিশে

খড়দহ মেল।

যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতে খড়দহ মেল ধরা যায়। ইনি আহিত সহোদর মহাদেবের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র। মহাদেব শ্রীহর্ষ হইতে ১৫শ পুরুষ অন্তর। মহাদেবের দুই পুত্র ঈশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। (১৬শ)

বিশ্বেশ্বরের বংশাবলী।

(১৭শ) গাঙ্গ　গোপী　ভব

(১৮শ) ধ্রুত　কৃষ্ণ　মহেশ্বর

(১৯) বসু　বল　হরি

(২০) দিগম্বর　যোগেশ্বর　কামদেব

(২১) শঙ্কর　শত্রুঘ্ন　মুকুন্দ　ত্রিবিক্রম　জানকী　রুক্মিণী　কমলাকর

কুমুদ　রাঘব　সুরানন্দ　নরনানন্দ　পূর্ণানন্দ

(২৩শ) রামভদ্র　শিবরাম

(২৪শ) রামভদ্র

(২৫শ) রামনারায়ণ

রামনারায়ণের সহিত রামাচার্য্য ও শিবাচার্য্যের সমান সম্বন্ধ অর্থাৎ ইহারা তিন জনেই শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন (২৫শ) পুরুষ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত, রামনারায়ণের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যোগেশ্বর ও কামদেব পণ্ডিত খড়দহ মেল প্রাপ্ত। রামনারায়ণ কাশ্যপ কাঞ্জিড়ী দোষ দুষ্ট।

(২৫) আদৌবন্দ্য চতুষ্টয়ং ধনযুগং ধন্যঞ্চবন্দ্যদ্বয়ং।
সপ্তানামপি চৈতলী ত্রয়োমুখা এতেচ অষ্টাদশ॥ মেলমালা

সত্যবানে দুই সুত নবাই শুভাই।
মুকুন্দ শুভাই সুত বিবাহ ডিংসাই॥
রায়ের দোষে বিসন্তাষে পড়ে সত্যবান।
সেইকালে যোগেশ্বর মধুচট্টপান॥
মধুচট্টো শিরে ধরি ভরদ্বাজ মুনি।
যোগেশ্বর অবতার শিব শিব গণি॥
আর গাঙ্গ চিন্তামণি চাঁদেরে চিয়ায়।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্টো মাধাই॥
কামদেবসুতাঃ সপ্তা দামোদর সুতাবভৌ।
যোগেশ্বর সুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ ঘূর্ণিতা॥ মেলমালা।

বল্লভীমেল।

"রণ্ডপিণ্ডাদি দোষৈরিদানীং যাচ কুলশ্রীঃ সা বল্লভী।"
"দুগু মনু দুটী ভাই যা নিয়ে কুল গাই ফুলের ভিতর॥"

শ্রীহর্ষের অধস্তন (২২শ) পুরুষ লক্ষ্মীধর। ইহার দুই পুত্র, একের নাম দুর্গাবর অপরের নাম মনোহর। দুর্গাবর পণ্ডিত হইতেই বল্লভী মেল গণনা করে।

[২৩শ] দুর্গাবরের বংশাবলী দেখ।

(২৪শ) শ্রীনিবাস

(২৫শ) অমর রামচন্দ্র যাদব

(২৬শ) গোপাল মজুমদার রামনাথ

(২৭শ) গোপীরায় মুকুটরায়

(২৮শ) জানকীনাথ

(২৯শ) বলরাম বাণেশ্বর কানু নিধি

[২৮শ] রঘু জানকী

৩০শ মনোসুখ দয়ারাম:

[২৯শ] প্রাণনাথ নরদেব রামগোবিন্দ নন্দরাম

বল্লভী মেলের প্রধান স্থান শান্তিপুর

[৩১শ] ভরত সদাশিব হরিহর রামচন্দ্র

ভট্টনারায়ণ বংশ।

ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র। যথা—আদিবরাহ ১, রাম ২, নীপ ৩, নানো ৪, বিকো ৫, সাহু বা সাটু ৬, শুভ ৭, নিহ্লো ৮, গুঁই ৯, মধু ১০, গুণ ১১, বটুক ১২, গুগু ১৩, বিভু (দেব) ১৪, কাম বা শুভ ১৫, মহীপতি ১৬। ইহাদিগের মধ্যে আদিবরাহ, বন্দ্য বংশের মূল পুরুষ।

আদি বরাহ বংশ যথা—পুত্র বৈনতেয়, পৌত্র সুবুদ্ধি, প্রপৌত্র বিবুধেশ, বৃদ্ধ প্রপৌত্র গুঁই, অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র গঙ্গাধর, সুহাস বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইহাঁর পুত্রের নাম

শকুনি ইনি ভট্টনারায়ণ হইতে ৯ম। ইহার পুত্র মহেশ্বর ১০ম ইনিই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইঁহার সহিত বন্দ্যবংশের আরও চারিজন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। তাহাদিগের নাম; যথা জাহ্লাল, দেবল, বামন ও ঈশান [১৬৩ পৃঃ দেখ।]

মহেশ্বরের পুত্রের নাম মহাদেব (১১শ) ইহঁার তিন পুত্র, যথা তিকু, পুতি, দুর্ব্বলী ও ইহঁারা ভট্ট হইতে [১২শ]।

দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র, যথা অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ, ও সঙ্কেত। [১৩শ]

[১৩শ] হরি, তৎপুত্র বিষ্ণুমিশ্র (১৪শ) তৎপুত্র পৃথ্বীধর ও ধ্রুবানন্দ (১৫শ) পৃথ্বীধর পুত্র,গঙ্গাধর (১৬শ) তৎপুত্র ভগীরথ (১৭শ) ভগীরথের পাঁচপুত্র যথা—মনোহর, জিতামিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমন্ত ও শ্রীপতি [১৮শ]।

মনোহর জিতামিত্রো দেবানন্দস্তুতঃপরঃ।
শ্রীমন্তঃ শ্রীপতিশ্চৈব ভগীরথসুতাইমে॥

(১৮শ) শ্রীপতির পুত্র দুর্গাদাস [১৯শ] দুর্গাদাসের চারিপুত্র,যথা রামকৃষ্ণ, রামেশ্বর রাঘব ও রমাকান্ত [২০শ] ইহঁারাই চারি চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্যবংশে সাগর দিয়া নামে বিশেষ খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র করিয়াছেন তাহার নাম চতুঃসাগরী। যথা—

সাগর পূর্ব্বেতে ছিল মীনের আলয়।
অদ্ভুত তদ্ভাব এতে আছয়ে প্রত্যয়॥

মেলবন্ধ কালে যাতে সাগরের অংশ।
পড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥
সেকালে সাগর ছিল গাঙ্গবংশে যোগ।
তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ॥
সমবায়ি ভাবে তাহা সুচট্টেতে যায়।
গাঙ্গুলী সম্বন্ধ যবে খড়দহে পায়॥
চট্টবংশে মিশ্রিত হয় গাঙ্গুলীর কুল।
পরম্পরা সম্বন্ধে তাহা সর্ব্বানন্দে মূল॥
বল্লভীতে এই মতে আছে তার অংশ।
চতুঃসাগরী বলে যে হইল প্রশংস॥
স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়।
অন্যথা সিদ্ধতা ভাব ঘটক না লয়॥
এই চারি মেল যেই শ্রোত্রিয়ের ঘরে।
শুদ্ধক শ্রোত্রিয় বলি তাহারে বিচারে॥ কুলচন্দ্রিকা

(২০শ) রাঘবের পুত্র জয়রাম (২১শ) ইহার তিন পুত্র যথা রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশব রাম। (২২শ)

এখানে কেহ কেহ বলেন যে—

"এক রাম প্রসবিল কৌশল্যাধন্যা।
তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা॥" মেলমালা

কুমুদ ন্যায়ালঙ্কার সারলবাসী কাঞ্জীয়ারি গোষ্ঠীসম্ভূত। সারল যশোহর জিলার অন্তর্গত।

জয়রাম (২১শ) জয়রামের সহিত ফুলের মুখটী রতি-বিষ্ণুর যোগে কুল। জয়রাম জগাই নামে প্রসিদ্ধ। যথা—

"জগাইয়ের যোগভঙ্গ, পাইয়ে রতির সঙ্গ,
হড়গুড় পোড়ারির দোষে।
রামদেব বলে খুড়া, কিহলো কুলের গোড়া
ত্রিদোষ বলিয়া লোকে ঘোষে॥" মেলমালা

(২০শ) রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের পুত্র গোপীনাথ (২১শ) ফুলিয়া মেলের রমণ ঠাকুরের সহিত কুল।

(২০শ) রামেশ্বর। তৎপুত্র রামদেব ও রঘুদেব রামনারায়ণ, রামনাথ ও লক্ষ্মণ এই পাঁচ জন (২১শ)

ফুলিয়ার মুখটী রমণ রাজ বল্লভের সহিত রামদেব ও রঘুদেবের কুল। মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত রামনারায়ণের কুল। জঙ্গল বাদালনিবাসী ফুলের মুখটী রঘুনন্দনাদির সহিত রামনাথ ও লক্ষ্মণের কুল। জঙ্গলবাদাল যশোহরে।

(২২ শ) রুদ্ররাম পোড়ারী দোষ হেতু ফুলের মুখটী রঘু কেশবের দলে প্রবিষ্ট হয়েন।

(২১) রমানাথ চক্রবর্ত্তীকে অন্তিমকালে নবদ্বীপাধিপতি কেশরকুণিপ্রাপ্ত করান।

বঙ্গদেশে সে দোষ অগ্রাহ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়। তদনুসারে মধুসূদন তর্কালঙ্কারের সহিত ইহার কুল বন্ধন হইয়াছে।

গায়ঘড়।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ সাগর দিয়া বাঁড়ুরী বলিয়া খ্যাত।

নিম্নলিখিত ব্যক্তি বর্গ গয়ঘড়ী বন্দ্য বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মহাদেবের পুত্র দুর্ব্বলী ভট্ট হইতে অধস্তন (১২শ) ইহার পুত্র হরি,অনন্ত,ভাস্কর (১৩ শ) অনন্তবংশে যাদবেন্দ্র হইতে গয়ঘড়ীভাবের উৎপত্তি। নীলকণ্ঠ ঠাকুর হইতে ফুলে মেলের মুখটীর সঙ্গে ইহাঁদিগের যোগ যথা—

লবণ যবন যোগাৎ সাগরোদগ্ধসারঃ
কুসুম কুলকুলারিঃ কালঃকূটঃ কুলারিঃ।
ইতি বিষম সময়ে নীলকণ্ঠোঽপি কুণ্ঠঃ
গড়ঘড় কুলকেতুঃ কেবলং ত্রাণহেতুঃ॥

কাঁটাদিয়া।

কাঁটাদিয়া—কাটাদিয়া বন্দ্যঘটীর আদিপুরুষ (১) ভব। ইহাঁর ধারাবাহিক অধস্তন পুরুষগণের নাম যথা—জীয়, ২, দিগম্বর, ৩, ভরত, ৪, মহেশ, ৫ দুর্গাদাস ৬, রতনেশ্বর ও ৭ রামেশ্বর। রামেশ্বরের বংশ আমুদপুরে আছে, ইহাঁরা পণ্ডিত রত্নীমেলে গত।

কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীর মধ্যে বৈদ্যনাথ, গৌরীকান্ত, রামভদ্র, রতিকান্ত, রামচন্দ্র, রামদেব ও রামকৃষ্ণ বল্লভী মেলে গত।

(১২ শ) দুর্ব্বলীর বংশাবলী।

(১৩ শ) অনন্ত সঙ্কেত হরি নারায়ণ ভাস্কর

অনন্ত হইতে গয়ঘড়। সঙ্কেত হইতে সাগর দিয়া।

(১৩ শ) অনন্তের বংশাবলী।

(১৪ শ) কৃষ্ণ বনমালী চক্রপাণি শ্রীপতি

(১৫শ) জনাই দিবাকর সৌরী পদ্মনাভ সুরেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ

(১৬ শ) সুধাকর নিধাকর জয়পতি

(১৭ শ) বম্বু বল হরি

(১৮ শ) ধবাই শক্রঘ্ন হিরণ্য

(১৯শ) আনাই শিবানন্দ তপন বিদ্যানন্দ

(২০ শ) রঘুনাথ লক্ষ্মীনাথ জগদীশ শ্রীনিবাস

(২১ শ) হরিহর ষষ্ঠীদাস

(২২ শ) রামভদ্র রামচন্দ্র রামনাথ মথুরেশ

(২৩ শ) রতনেশ্বর গোপাল

(২৪ শ) ভুবন, রাজারাম রঘু বলরাম জগন্নাথ জগদীশ অনন্ত

(২২ শ) রামচন্দ্রের পুত্র যাদবচন্দ্র, শিবরাম, মহাদেব ও পঞ্চানন।

[২২ শ] মথুরেশের পুত্র মধুসূদন, রামদেব, রতিকান্ত বামদেব ও রামচরণ।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ।

দক্ষ ১। সুসেন ২। মহাদেব ৩। হলধর ৪। কৃষ্ণদেব ৫। বরাহ ৬। শ্রীধর ৭। বহুরূপ ৮। গাহী ৯। সর্ব্বেশ্বর ১০। দোকড়ী ১১। গোবর্দ্ধন ১২। তপন ১৩। সত্যবান ১৪। শুভাই ১৫। মধু ১৬।

দোকড়ীর সহোদর তেকড়ী [১২] তেকড়ীর পুত্র সিদ্ধেশ্বর ১৩। তৎপুত্র লক্ষ্মীধর ১৪। পৌত্র, দিগম্বর ১৫। প্রপৌত্র, জগন্নাথ ১৬। বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীগর্ভ ১৭। শ্রীগর্ভের ছয় পুত্র ভগবান্ পঞ্চানন, কেশব, কামদেব কুমুদ ও ঈশ্বর [১৮]।

[১৮ শ] ভগবানের পুত্র গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়। [১৯ শ] ইহাঁকে অবসথ গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বলে। ইহাঁর পুত্রগণের নাম। যথা—বিশ্বেশ্বর, গোপেশ্বর, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণবল্লভ, রামচন্দ্র ও জনার্দ্দন [২০শ]

[৮ ম] বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। ১৬৬ পৃঃ।

[১০] সর্ব্বেশ্বর হইতে অবসথী সংজ্ঞা হয়।

[১৬] মধুচট্টো খড়দা। [১৮] গঙ্গানন্দ কুলে।

(১০) নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃকল্প মহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞাবসথপালনাৎ॥

চৈতল।

চৈতলের আদি উদয় কুলবর। উদয় কুলবরের সহিত ফুলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের যোগ হয়। উদয়চট্টের পুত্র হরিদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, শ্রীনিবাস ও কৃষ্ণদাস। [২] কৃষ্ণদাসের পুত্র, মহেশ মাধব ও চন্দ্রশেখর [৩]।

[৩] মহেশের পুত্র রামেশ্বর, মহাদেব ও বিশ্বেশ্বর (৪) রামেশ্বরের পুত্র যাদবেন্দ্র (৫) পৌত্র কেবলরাম। (৪) মহাদেবের পুত্র রুদ্র (৪) পৌত্র কালিদাস (৫) প্রপৌত্র রামচরণ (৭)।

[৪] বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরি [৫] পৌত্র জগন্নাথ ও সদানন্দ [৬] সদানন্দের পুত্র কৃষ্ণানন্দ [৭]।

(৩) মাধববংশ। পুত্র মধুসূদন, পৌত্র নারায়ণ বাচস্পতি, প্রপৌত্র রঘুরাম, বৃদ্ধপ্রপৌত্র কালীশঙ্কর।

(৩) চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার বংশ। রামচন্দ্র, রামনাথ ও রামদেব তর্কভূষণ পুত্র (৪) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার পৌত্র, ইনি রামচন্দ্রের পুত্র, (৫) তাহার পাঁচ পুত্র যথা—রঘুনন্দন সন্তোষ, রামনারায়ণ, রাজারাম, রামকৃষ্ণ [৬]।

[৬] সন্তোষের পুত্র বিশ্বেশ্বর (৭) পৌত্র হরেকৃষ্ণ (৮) প্রপৌত্র শ্যাম (৯)।

[৬] রামকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন, পৌত্র রামসুন্দর।

[৪] রামনাথের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সার্ব্বভৌম। পৌত্র রঘুনারায়ণ বাচস্পতি [৫]।

(৪) রামদেব তর্কভূষণের পুত্রগণের নাম। যথা যাদব গোবিন্দ ও মধুসূদন (৫)।

ইহাদিগকে ফুলিয়া খড়দা উভয় দলেই দেখা যায়।

চৈতল—রজনীকরী থাকে—রুদ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রসিদ্ধ. ইনি উদয় কুলবর হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। ইঁহার পিতা কৃষ্ণদেব (২) পিতামহ রতিকান্ত (৩)প্রপিতামহ রাম রাম (৪) বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীনিবাস (৫) অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ উদয় কুলবর।

অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের রামকৃষ্ণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শম্ভুরাম, এবং বিশ্বেশ্বরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মদন, রাজারাম ও কৃপারাম প্রভৃতি রজনীকরী প্রাপ্ত।

ইঁহাদিগের সহিত ফুলেরমুখটী সুসেন বংশের হরি, পরমানন্দ, রামকেশব ; রমেশ্বর সন্ততির কৃষ্ণের পুত্র শঙ্কর শ্রীবল্লভ প্রভৃতির কুল।

রজনীকরী থাকে খড়দা মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের বাণেশ্বর বংশের কৃষ্ণশরণ, আত্মারাম ও দর্পনারায়ণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ধন চাটুতি।

ধন চাটুতি এই থাকে গঙ্গাদাস, ভুবন, রতিনাথ, রামচন্দ্র কৃষ্ণজীবন, রামনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। ইহারা খড়দা প্রাপ্ত।

মুকুন্দ, নিমাই, রাঘব, রামকান্ত, মধুসূদন, গোপীশ্বর, ইন্দ্রনারায়ণ অযোধ্যারাম ও রামপঞ্চান বল্লভীমেল প্রাপ্ত। রতিনাথ, নারায়ণ, রঘুদেব রামবল্লভ প্রভৃতি ফুলিয়া খড়দা উভয় মেল প্রাপ্ত।

ফুল্লকুলে ভাল জীয়ে গঙ্গানন্দ ভট্ট।
কাছাধরে বেড়ায় যার উদয়নামে চট্টো।।" মেলমালা।

সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভবংশ।

বেদগর্ভ ১। কুলপতি ২। শোভন ৩। সৌরী ৪। পীতাম্বর ৫। দামোদর ৬। কুলপতি ৭। শিশু ৮। আঁউ (আয়ুঃ) ৯। হল ১০। গদাধর ১১। আয়ু ১২। নিক্লোবাহল ১৩। শিব ১৪। পুরাই বা পরমেশ্বর ১৫। ভৈরব ১৬। শ্রীধর ১৭। নীলকণ্ঠ ১৮। শ্রীপতি ১৯। রামনাথ ২০। রাঘব ২১। রামচন্দ্র ২২।

[৮ম] শিশু গাঙ্গুলী বেদগর্ভ হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ, ইনি বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হন।

[১৮শ] নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর সময় মেলবন্ধন হয়। শ্রীপতি নীলকণ্ঠের পুত্র [১৯] শ্রীপতির পুত্র দ্বয়ের নাম রামনাথ ও ও জানকীনাথ। [২০]

ইঁহাদিগের সহিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য, ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের পাল্টী প্রকৃতি ভাব। *

---

* গঙ্গাআর্ত্তি ভগীরথ গঙ্গাধরের শিরে।
নীলআর্ত্তি গঙ্গানন্দ তারে ধরে শিরে॥ মেলমালা।

[২২] রামচন্দ্রাদি হইতে বেগের গাঙ্গুলী প্রসিদ্ধ। বেগের গাঙ্গুলী খড়দামেলের আশ্রয়স্থান।

[১৮] নীলকণ্ঠের ভ্রাতৃসন্তানগণ আমুটের গাঙ্গুলী শিবের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে কেহ কুলীন নাই। নীল কণ্ঠের ভ্রাতৃগণের নাম নিতাই বলাই ও রাখাই।

[২১] রাঘব গাঙ্গুলী বেগে গ্রামে (বটব্যাল) বড়াল কন্যা বিবাহ করেন। এই বড়াল কন্যার গর্ভে রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ, ও শ্রীকৃষ্ণ এই চারি পুত্র জন্মে, ২২শ। বড়ালদিগের এই চারি দৌহিত্র হইতেই বেগে গ্রাম অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়। ইহাঁদিগের সন্তান পরম্পরা হইতেই বেগের গাঙ্গুলীর নাম সম্ভ্রম হয়, এই সময় হইতেই কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী সংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত ইহাঁদিগের সংস্রব ঘটে। বেগে ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত। রামচন্দ্রের পুত্র হরিরাম, পৌত্র আত্মারাম প্রপৌত্র রাজারাম; (২৫ শ)

সাবর্ণি গোত্রের বেদগর্ভ সন্ততির কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর—বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু দেবীবরের সময় তদীয় অধস্তন বংশের সন্ততিগণ বংশজ মধ্যে পরিগণিত হইয়া ছিলেন। যথা

কুন্দলালে কুলং নাস্তি ন কুলং রগুপিণ্ডয়োঃ।

সর্ব্বানন্দী।

"সর্ব্বানন্দী মহিন্তয়া।"

মহিন্তা গৌণ বটে নহে সর্ব্বানন্দে।
মহিন্তায় যায় তারা পরম আনন্দে ॥

মুখ বংশের মৃত্যুঞ্জয় হইতে ধারাবাহিক অধস্তন সপ্তমপুরুষ সর্ব্বানন্দী মেলে বিশেষ খ্যাতাপন্ন। যথা মৃত্যুঞ্জয় ১। রাম ২। রাজীব ৩। রঘুনন্দন ৪। দুর্গারাম ৫। দুর্গাদাস ৬ ও রাঘব ৭।

রিশড়াতে দুর্গারামের সহোদর মহাদেবের বংশাবলী আছে। মহাদেবের পুত্রের নাম দুর্গাদাস, পৌত্রের নাম শ্রীনারায়ণ।

সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রহিত হইলে ছান্দড় বংশের ঘোষালকে সর্ব্বানন্দী মেলে প্রবেশ করিতে দেখা যায়।

ঘোষাল বংশ।

ছান্দড় ১। সুরভি ঘোষাল ২। পিঙ্গল ৩। শির ৪। উধ ৫। গদ ও পশুপতি ৬। পশুপতি সন্তান—তৈঁই, রুদ্র, হিঙ্গল ৭।

আঁড়িয়াদহের ঘোষালগণ সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন। এই স্থানে চক্রপাণি ঘোষালের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র কানাই ঘোষালের বংশ আছে।

চক্রপাণির পুত্রের নাম হরিহর, পৌত্র রামতর্ক বাগীশ

প্রপৌত্র শিবদেব, বৃদ্ধ প্রপৌত্র জগন্নাথ। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র কানাই। কানাইয়ের পিতৃব্যের নাম কেশব।

নদীয়া জিলার বিল্লগ্রামে রামতর্কবাগীশের পুত্র রঘুদেবের পৌত্র দয়ারামের বাস। দয়ারামের পিতার নাম মধুসূদন।

পাটুলীর চাটুতি কৃষ্ণের সন্তানগণ সর্ব্বানন্দীমেলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তি স্থল মহিন্তা, সুতরাং মহিন্তা এই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয়।

"আনাইশ্চ বিভাইশ্চ সত্যবাণ স্তুতোমতঃ।
লম্ভোবাণেশ্বরোবন্দ্যো গৌরীবরো যথোচিতঃ।
ন্যূনোচিতঃ সতানন্দো ষট্ ক্ষেম্যান্ ক্রমশঃ শৃণু
চণ্ডীবরো বিদ্যাধরস্তে যাম্মিশ্চ বিভ্রাকরঃ
সবাইশ্চ জিতামিত্রো ডিণ্ডীশ্চ পরিবর্জ্জিনঃ
মহিন্তা জগদানন্দো দদ্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডীচ পরমানন্দস্ত্রয়ো রায়াঃ কুলান্তকাঃ॥ মেলমালা।

সুরাই মেল।

পূতিতুণ্ডে সুরানন্দে প্রভাকর তনূম্ভবে।
ছায়ান্য পূর্ব্বা পিণ্ডৈশ্চ সুরাইমেল উচ্যতে॥" মেলমালা।
অন্যপূর্ব্বা গৃহীতেচ মেলশ্চৈব সুরাইকঃ। ঐ

হড় গুড় সুরাই মেলের উৎপত্তিস্থল এ জন্য ঐ দুই ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয় ইহাঁদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান।

বাৎস্য গোত্রের ছান্দড় বংশসম্ভূত ভূধরের পৌত্র সুরাই, সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিলেন বলিয়া তৎসংস্পৃষ্ট কুলীন মাত্র সুরাই নামে খ্যাত। সুরাই-পূতি তুণ্ডের পিতার নাম প্রভাকর। যথা—

"চট্ট বশি ভাবে ঘরে, বলে কে বা লবে মোরে,
পরে তার উপায় করিল।
ভূধর তনয় বর, পূতিরাজ প্রভাকর,
তারসুত সুরাই বাখানি।
সদাশিব আসি পরে, কন্যাদিল শুনি বরে,
প্রভাকর সংজ্ঞা কুলে জানি।
সুরাই বসিয়া ভাবে, কেবা মোরে লবে,
অন্য পূর্ব্বা দোষেতে দূষিত।
বরাই নিতাই সুত, অনাই তাহার যুত,
ছায়া দোষে তারা যে ভাবিত॥
সুরাই তাহাতে যায়, ছায়া দোষ পেলে তায়,
এই হেতু সুরাই ডাকিল।" মেলমালা।

সুরাই মেলের মধ্যে কংশারি তনয় পরমানন্দ পূতি-তুণ্ডের নাম অতি বিখ্যাত। পূতিতুণ্ডবংশের প্রথম কুলীন গোবর্দ্ধনাচার্য্য। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ছয় পুত্র। উদয়ন, গুণ, শিক, যোগী, নৃসিংহ ও ঋষি।

এক্ষণে পূতিতুণ্ডবংশকে পণ্ডিতরত্নী ও ভৈরব ঘটকী প্রভৃতিতে ও দেখা যায়। যথা—চক্রপাণি সুত ভূধর জটাধর,

শম্ভু ও শশী ভৈরব-ঘটকী। পূতিতুণ্ড প্রভাকর সন্তানগণ পণ্ডিতরত্নী মেলগত।

কাঞ্জিলাল বংশ।

কাঞ্জিলাল বংশের প্রথম কুলীন কানু, ইনি ছান্দড়ের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র অর্থাৎ ইনি ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অধস্তন। দেবীবরের সময় কানুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ আচার্য্য কৃষ্ণ ও মধুসূদন কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। ইহাঁদিগের পিতার নাম নরপতি। কাঞ্জিলাল বংশের আদি হইতে কৃষ্ণকিঙ্কর পর্য্যন্ত ২১ এক বিংশ পুরুষের বংশাবলী দেখ।

বাৎস্যে ছান্দড় ১। শ্রীধর কাঞ্জিলাল ২। বেদগর্ভ ৩। বেদগর্ভের দুই পুত্র, বীর ও বসুন্ধর ৪। বীর উত্তর দেশ-বাসী। বসুন্ধরের পুত্র হিঙ্গু ৫। ইহাঁর দুই পুত্র, কানু ও কুতূহল ৬। ইহাঁরা উভয়েই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। কানুর পুত্র চাঁদ ৭। চাঁদের চারিপুত্র, ভুঁই, রুদ্র, হিঙ্গণ, ও গণ ৮। ভুঁইপুত্র গোপী, তপন, ভীম ও গঙ্গাধর ৯। গোপীর দুই পুত্র কুশল ও কৌতুক১০। ৯ম তপনের পুত্র বসু, মিত ও মাধব ১০। কুশলের দুই পুত্র, একের নাম কাঞ্জিনর, অপরের নাম নরপতি (১১শ)। নরপতির দুইপুত্র, প্রথমের নাম আচার্য্যকৃষ্ণ; দ্বিতীয়ের নাম মধুসূদন (১২ শ)। ইহাদিগের সময়েই মেলবন্ধ হয়। আচার্য্যকৃষ্ণের বংশাবলী; ইহার পুত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু (১৩ শ)। প্রজাপতির পুত্র চতুষ্টয়ের নাম রামচন্দ্র, রামভদ্র পুরুষোত্তম ও গঙ্গাধর (১৪ শ) রামচন্দ্রের দুই পুত্র; শ্রীগর্ভ ও রত্নগর্ভ (১৫ শ)। রত্নগর্ভের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ১৬ শ) তৎপুত্র হরি (১৭ শ)। ইহার পুত্রদ্বয়ের নাম, ধীর, মার্কণ্ডেয় ও গঙ্গারাম (১৮ শ)। মার্কণ্ডেয় পুত্র, গুণজ্ঞ ও হৃদয়ানন্দ (১৯ শ)। হৃদয়ানন্দের পুত্র, শম্ভু ও গঙ্গারাম (২০)। শম্ভুর পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর প্রভৃতি।

পুরন্দরপুর, মহেশপুর মৃজাপুর ও কোঁচমালিতে কাঞ্জিলাল বংশ আছে। প্রথম তিনটী স্থান নদিয়া জিলার অন্তর্গত। ছান্দড় বংশের কানু ও কুতূহল ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অন্তর। শ্রীহর্ষ বংশের উৎসাহ, শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তর। বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান সময়ে কানুর সহিত উৎসাহ আট পুরুষ অধস্তন ছিলেন। এখন ও শ্রীহর্ষের অধস্তন ৩৫ পঞ্চত্রিংশ পুরুষ রায় শ্যামাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত ছান্দড় গোষ্ঠীর শিমলাল বংশ সম্ভূত ২৮ অষ্টাবিংশ পুরুষ পাঁচু [তারাপদ] ভট্টাচার্য্যের ঐকাকর, ৭ সাত পুরুষ অন্তর দেখা যাইবে। শ্রীহর্ষের বংশাবলী (১৬২ পৃ দেখ)।

ছান্দড়ের শিমলাল গোষ্ঠীর এক দেশ মাত্র এখানে দেখান গেল যথা—

ছান্দড় ১। কবি শিমলাল ২। ভয়াপহ ৩। কিরণ ৪। গৌতম ৫। কর্ণবাল ৬। গঙ্গাধর ৭। ভগীরথ ৮। রাম ৯। রুদাই বা [রুদ্র] ১০। বিষ্ণু ১১। শ্রীমান ১২। মধুসূদন হাজরা ১৩। সুবুদ্ধি ১৪। উষাপতি ১৫। গঙ্গাদাস ১৬। অভয় ১৭। রামগোপাল ১৮। রমাবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ ১৯। ইহারা নদিয়া জিলার অন্তর্গত মহেশপুরে আবাসগ্রহণ করেন। এই খানে ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হয়েন।

নিম্নে রমাবল্লভের বংশাবলীর একদেশ মাত্র দেখান গেল। যথা—

(১৯) রমাবল্লভ (বিদ্যাবাগীশ)

(২০) রঘুনন্দন রাজেন্দ্র • মহাদেব মধুসূদন

(২১) ঘনশ্যাম রামচন্দ্র • নারায়ণ † রামরাম বা মাণিক

(২২) রামকেশব রামশরণ • কালীশঙ্কর রামলোচন কমলাকান্ত পদ্মলোচন

(২৩) জগন্নাথ বলরাম • রামকিঙ্কর* রমেশ• রাধামোহন* ব্রজ *

(২৪) রামধন রামশঙ্কর * ভোলানাথ * পূর্ণ • শ্রীধর• হরিমোহন•

(২৫) ভুবন বিধু কালী • হরিদাস • ভূধর * বিধু • ভব •

(২৬) অম্বিকা •

(২৭) পাঁচু (তারাদাস)

শ্রোত্রিয়গণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী, এমন কি এই বংশের অনেককেই দীর্ঘ জীবন পাইয়াছেন। কেহ শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়াছিলেন। সে দিন রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের প্রথম পুত্র পরম পণ্ডিত ৺ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ৯৭ বৎসর বয়ক্রম সময়ে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। রামধন ও ভোলানাথ অদ্যাপি স্বচ্ছন্দ শরীরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা অনেক দিন হইল অশীতির প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছেন। ভরসা করি ইঁহারা ও শতাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম পাইবেন।

দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় হইতে যাহারা কুলীন তাঁহারাই এক্ষণে কুলীন পদবাচ্য, দেবীবরের পূর্ব্বের কুলীন অর্থাৎ যাহারা উৎসাহ, গুরুড় বা বহুরূপাদির নামে পরিচয় দেয় তাহারা কুলীন নহে। দেবীবর ছাটাবংশজ।

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে বিশেষকাণ্ড সমাপ্ত।

• ইহাদিগের ভ্রাতৃগণের বংশাবলীর উল্লেখ করা হয়।

† নারায়ণ নিঃসন্তান।

পরিশিষ্ট ।

রাঢ়ীয় ৫৬ষট্ পঞ্চাশৎ গ্রামীণের কুলীন শ্রোত্রিয়াদি নির্ণয়পত্র ।

াণ্ডিল্য গোত্রে ভট্ট-নারায়ণ বংশ	কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ বংশ	ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ-বংশ	বাৎস্য গোত্রে ছান্দড় বংশ ।	সাবর্ণি গোত্রে দেবগর্ভ বংশ
* বন্দ্য	* চট্টো	* মুখটী	* কাঞ্জিলাল * ঘোষাল * পূতিতুণ্ড	* কুন্দ * গাঙ্গুলী
* বটব্যাল	† পাকড়াসী		† সিমলাল	
* মাসচটক	† পালধি		† কাঞ্জারী	
* কুশারি	† সিমলায়ী			
১ কুসুম ২ ঘোষলী ৩ কুলকুলী ৪ সেয়ক	১ অম্বুলী ২ তৈলবাটী ৩ ভূরিষ্টাল • ৪ পুষলী	সাহরি ✤	১ বাপুলি ✤	১ পুংসিক ২ নন্দীগ্রামী ৩ সিয়ারী ৪ সাটেশ্বরী

আকাশ
বসুয়ারি
করাল

৫ মূলগ্রামী
৬ কোয়ারী
৭ পলশায়ী
৮ ভট্টাচার্য্য

ডিণ্ডী
বা
ডিংসাঁই
(সত)

৫ দায়ী
৬ নায়েরী
৭ পারিহাল
৮ বালী
৯ সিদ্ধল

দীর্ঘাঙ্গী
পারিহা
কুলভি
গড়গড়ি
কেশরী

পোড়ারি ১
হুড় ২
গুড় ৩
পীতমুণ্ডী ৪

ডিংসাই ১
রাই ২

মহিন্তা ১
পিপ্‌লাই ২

ঘণ্টেশ্বরী

---

* কুলীন

সিদ্ধ
† শ্রোত্রিয়

সাধ্য শ্রোত্রিয়

কষ্ট শ্রোত্রিয়
* বা অরি

† পুর্ব্বদেশে কেঁজেয়ারি দক্ষিণে গদাই।
পশ্চিমে মধুসূদন উত্তরেতে নাই॥ } মেলমালা

সাধ্য

রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ। মধুসূদন হাজরা শিমলাল। ঐ

মেলমালার কয়েকটী বচন এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা দেখিলে সমাজের পূর্ব্বাবস্থা জানা যায়।

"পোড়াড়ীর ভাব অন্য কুলে নাহি হেরি।
কেশব রঘুর ভাই রুদ্রক পোড়ারী ১
দীর্ঘাঙ্গী নাম শুনি সে নহে দীর্ঘাঙ্গ।
বড় খাট ভাবে তারা কুলেতে আসঙ্গ ॥২
চতুর্দ্দশ গৌণ কুল ভাব লেখা গেল।
কেশর অপেক্ষা এরা সকলি অচল ॥৩
কুন্দগ্রামী ছাড়ি কুল শুনি সাত গাই।
তার মধ্যে তিন গাঁই সগোত্রেতে পাই ॥৪
কাঞ্জি পূতি ঘোষাল ছান্দড়ের তিন অংশ।
পূর্ব্বাপর হইল যে কুলীনের বংশ ॥" কুলচন্দ্রিকা

"নাধা ধাঁদা বারু হাটী আর মুলুক জুড়ী।
কুলের প্রধান যাতে পড়ে হুড়ো হুড়ী ॥
মনোহর বিয়ে করে নাঁধার বাঁড় রী।
পরে কুলে ভেঙ্গে পায় শোঁধার আকুঁড়ী ॥
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় রহিত ॥
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়।
রামেশ্বরের কুলে যথা পিণ্ড দোষ পায় ॥
ঘ্রাণমাত্র পীরআলি দেখে সর্ব্বজন।
সাক্ষাৎ যবন স্পর্শে কি ? হয় আচরণ ॥
নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে ॥
হাঁসাই থানদারের কথা সত্য সত্য নয়।
চট্টসুতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয় ॥
ব্যাজ দেখি যত সখী কাব্য কথা কয় ॥
আইলা আইসো বসো বসো বুঝিলাম ঐ।

ছল করি খানদারি ভেটা আইলা সৈ ॥
তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে।
এদেশ ও দেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে ॥
সেই হইতে বিপক্ষেতে বাঁধা ধাধাঁ কয়।
কিন্তু জানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয় ॥
মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়।
মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয় ॥৪ মেলমালা।
দস্তুপুলের ঠাকুরদাস চট্টবলি তায়।
রামেশ্বর পুরের শ্যাম কুটুম্বিতা দায় ॥
উলোর মধ্যে শিবশঙ্কর সপ্তশতী পায়।
বুড়োনের বিষ্ণুরামে ভাগ্য বলি ধায় ॥৫ মেলমালা।
আর গঙ্গে চিন্তামণি চাঁদেরে চিয়ায়।
ত্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্টো মাধাই ॥৬
গুড়মহিষী, মাধব সর্ব্বানন্দী,
জগ ঘোষলী, খানি গুণানন্দী। ৭ কবিতা
গুপ্তি পাড়া সমাজে কিশের হুলাহুলী।
বল্লভ বাঁড়ুরী আর রূপ কুসুম কলি ॥৮
কেহ হড়, কেহ কেশর, কেশব গুড়ধরি।
নির্ব্বংশ হরিহর পুত্র বিদ্যমান করি ॥৯
এক বাপের দুই বেটা শুন পরিপাটী।
রাম হলেন ডিঙী সাঁই গোপাল মুখটী ॥১০
রূপকূপে ত্রয়ো মগ্নাঃ যড় দগ্ধা দগ্ধমন্দিরে।
সুগন্ধিত্বং সমাসাদ্য পতিতঃ কুলকুঞ্জরঃ ॥ ১১
যদি ভবতি নিতান্তং বারিধিবারিশূন্যো।
যদি হয়গজে বা দৃশ্যতে শৃঙ্গসৃষ্টিঃ।
রবিকরনিকরশ্চেৎ শীতভাবং প্রয়াতি।

তদপি নহি পিতাড়ী মিশ্রিতাপৎ কুলজ্ঞীঃ ॥ ১২

অনাই কি কব তোমার কুল কাশীনাথ সমতুল।

রামনাথ পাছে পাছে ধায়।

আছিল বাপের পুণ্য কুলে হলো অগ্রগণ্য

রামাচার্য্য করিয়া সহায় ॥ ১৩

পণ্ডিতরত্নী মেলে কাঁটা দিয়া বন্দ্যঘটীর রত্নেশ্বরের বংশের রাম রাম, বাসুদেব, কৃষ্ণদেব, কৃষ্ণদেবপুত্র রামনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রত্নেশ্বরের পিতার নাম দুর্গাদাস, পিতামহ মহেশ, প্রপিতামহ ভরত, বৃদ্ধ প্রপিতামহ দিগম্বর। অতিবৃদ্ধ জীবের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধের নাম ভব।

এই মেলের কুলীনগণ হুগলীজিলায় উত্তরপাড়া, নদীয়া জিলার তেঘরীতে অধিক।

নিত্যানন্দের বংশ মর্য্যাদা।

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত ধাম।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম ॥

মাঘমাস শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।

পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে ॥

হাড়াই পণ্ডিতনাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।

মূলে সর্ব্বপিতা তারে করি পিতাব্যাজ ॥

রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।

যথা অবতীর্ণ হৈল নিত্যানন্দ ধাম ॥ চৈতন্য ভাগবত।

নিত্যানন্দের অপত্য গঙ্গা আর বিরু।

মাধব গঙ্গার পতি সর্ব্বশাস্ত্র গুরু ॥ কুলচন্দ্রিকা।

কুলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্ব্বতীনাথ বীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদবধি পার্ব্বতীনাথে বীরভদ্রী দোষ স্পর্শ করে। নিত্যানন্দের কন্যার নাম গঙ্গা, ইহার

সহিত মাধব, চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নিত্যানন্দের পুত্র কন্যা উভয় বংশই প্রসিদ্ধ। পুত্রের বংশের নাম নিত্যানন্দ গোষ্ঠী-বীরবংশ, গঙ্গাসন্ততির নাম নিত্যানন্দ গোষ্ঠী গঙ্গা-বংশ।

হাড়াই পণ্ডিতের পিতার নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী। বীরভদ্রের সন্তানগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচয় দেন। হাড়াই পণ্ডিতের অন্য বংশের সন্তানগণ যাহাঁরা রাঢ়দেশে আছেন তাহারা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন।

বারেন্দ্র বংশ।

কোন্ গোত্রে কত গাঁই, তাহার নির্ণয় পত্র।—

কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যেষু চতুর্দশঃ।
চতুর্বিংশতি বাৎস্যানাং ভারদ্বাজে তথাবিধঃ॥
সাবর্ণে বিংশতি জ্ঞেয়াঃ কথিতাঃ পঞ্চগোত্রকাঃ।।
বারেন্দ্র কুলপঞ্জি। (মুর্শিদাবাদের পুস্তক)

কাশ্যপ গোত্রে মৈত্র ১, ভাদুড়ী ২, করঞ্জ ৩, বালজঠিক ৪, মধুগ্রামী ৫, বলীহারী ৬, মোয়ালী ৭, কেরল ৮, বীজকুঞ্জ ৯, অক্ষকোটি ১০, সর্ব্বগ্রামকোটি ১১, পরেশ ১২, চমগ্রামী ১৩, সেনগ্রামী ১৪, ধোসক ১৫, অক্র ১৬, সর্ব্বগ্রামী ১৭, ভাত্র-গ্রামী ১৮।

শাণ্ডিল্য গোত্রে—রুদ্র বাগচী ১, সাধুবাগচী ২, লাহিড়ী ৩, চম্পটী ৪, নন্দনাবাসী ৫, কালিন্দী ৬, শীহরি ৭, চট্টগ্রামী ৮, বিশি ৯, মৎস্যাসী ১০, চম্পশঙ্ক ১১, সুবর্ণতোঠক ১২, পুষণ ১৩, বেল্লুড়ি ১৪।

বাৎস্য গোত্রে—সংযামিনী ১, ভীমকালী ২, ভট্টসালী ৩,

কামকালী ৪, কুড়মুড়ী ৫, ভাড়িয়াল ৬, লক্ষক ৭, জামরুখী ৮, শীতলী ৯, ধোসলী ১০, তামুড়ী ১১, বৎসগ্রামী ১২, দেউলী ১৩, নিম্রালী ১৪, কুক্কুটী ১৫, বোড়গ্রামী ১৬, ক্ষতবটী ১৭, চাক্ষুষগ্রামী ১৮, সিহরী ১৯, কালীগাই ২০, কালীহর ২১, পৌণ্ড্রীকাক্ষী ২২, কালীন্দী ১৩, চতুরান্দী ২৪।

কোন কোন পুস্তকে আদিত্য ও কামদেবক নামে আরও দুই গাই দেখা যায়।

ভরদ্বাজ গোত্রে—ভাদড় ১, লাড়ুলী ২, ঝামা (বা ঝামাল অথবা ঝম্পটী) ৩, আধ ৪, উর্দ্ধিবাহী ৫, রত্নাবলী ৬, উগ্রবেখী ৭, গোস্বা ৮, শিরাখ ৯, পিপ্পীনি ১০, কাঞ্চনগ্রামী ১১, বিশালা ১২, অস্রু ১৩, রাজগ্রামী ১৪, শাকোটক ১৫, ক্ষেত্রগ্রামী ১৬, খনি ১৭, দধিয়াল ১৮, পঞ্জুক্তি ১৯, বৃহন্তী ২০, নন্দিগ্রামী ২১, পিপ্পলী ২২, চেঙ্গা ২৩, খাজুরী ২৪।

সাবর্ণ গোত্রে—পাকড়ী ১, শৃঙ্গী ২, সেধুকী ৩, সিংহভালক ৪, উম্ভুড়ী ৫, ধুম্ভুড়ী ৬, ভাডোয়া ৭, সেতু ৮, সোম ৯, কপালী ১০, পেটর ১১, পুণ্ডরীক ১২, পঞ্চবটী ১৩, খণ্ডবটী ১৪, নিকড়ী ১৫, সমুদ্র ১৬, কেতুগ্রামী ১৭, যশোগ্রামী ১৮, পুষ্পক ১৯, ভাদুৰী ২০।

বারেন্দ্র বংশের যে যে ব্যক্তি বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদিগের নাম, ধাম ও গোত্র। যথা—

নাম	গোত্র	গাঁই	আদিপুরুষ	তাঁহা হইতে কয় পুরুষ অন্তর
মৈত্রেয়	কাশ্যপ	মৈত্র	সুষেণ	১২ শ
রুদ্র	ঐ	ভাদুড়ী	ঐ	১২ শ

সাধু	শাণ্ডিল্য	বাগ্‌চী	নারায়ণ ভট্ট	১২ শ
রুদ্র	ঐ	ঐ	ঐ	১২ শ
লোকনাথ	ঐ	লাহিড়ী	ঐ	১২ শ
লক্ষ্মীধর	বাৎস্য	সংযামিনী †	ধরাধর	৬ ষ্ঠ
জয়মণি মিশ্র	ঐ	ভীমকালী	ঐ	৬ ষ্ঠ

বারেন্দ্র বংশের শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণ অত্যন্ত বিখ্যাত।

গাঁই	গোত্র	নাম	কান্যকুব্জাগত দ্বিজ-পঞ্চকগতে কয় পুরুষ অন্তর।	
শ্রীহরি	শাণ্ডিল্য	স্বর্ণরেখ	১১ শ	
চম্পটী	ঐ	আদিমাধব	ঐ	*
নন্দনাবাসী	ঐ	মৌনভট্ট *	ঐ	
কুড়ীমুড়িয়াল	বাৎস্য	হরিহর	৬ ষ্ঠ	
ভড়িয়াল	ঐ	দিবাকর *	ঐ	*
কালী গাঁই	ঐ	জয়মণি	ঐ	
শিমুলী	ঐ	বিশ্বম্ভর	৭ ম	
জমরুখী	ঐ	বিশ্বপতি	৭ ম	*
আকাশ গাঁই	কাশ্যপ	গুণাকর	৯ ম	

† সান্যাল।

* এই বংশে কুল্লুকভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বম্ভর ও বিশ্বপতি লক্ষ্মীধরের পুত্র। বাৎস্য বংশে শক্তিধর মুকুন্দ মিশ্র কন্দর্প ও শশিধর প্রভৃতি জয়মণি মিশ্রের ভ্রাতৃবর্গ। সমান পর্য্যায়ের লোকগুলি পরস্পর ভ্রাতা।

যে ভবদেব ভট্টের দশ সংস্কার পদ্ধতি সর্ব্বত্র সমাদৃত সে ভবদেব ভট্টকে বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রের শাসনানুসারে কান্য-কুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের অধস্তন দশম পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করে। রাঢ়ীবারেন্দ্র বিভাগ কালে তিনিই রাঢ়ীয়দিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর স্বর্ণরেখক বারেন্দ্র বংশের অগ্রণী হন।

* সুষেণস্যাভবদ্বংশো দশমঃ স্বর্ণরেখকঃ।
বারেন্দ্রো ভবদেবস্তু রাঢ়ীয়স্তৎ সহোদরঃ ।। ৩৯
অদ্যাপি ভবদেবেন কৃতা সংস্কার পদ্ধতিঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বর্ত্ততে দশকর্ম্মসু ।। ৪০
কুলীতিহাস ২য় খণ্ড বল্লালসেনোপাখ্যান।

উত্তর বারেন্দ্র।

রংপুর জিলার বোদাচাকলা অঞ্চলে ও দিনাজপুর জিলার গঙ্গারামপুর ও পোর্ষা থানার অন্তর্গত কোঁচকুডলিয়া অঞ্চলে উত্তর বারেন্দ্র নামে এক বিভিন্ন সম্প্রদায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন। ইহারা দক্ষিণ বরেন্দ্র ভূমির বারেন্দ্র হইতে পৃথক্ ভূত। সুতরাং দক্ষিণ ও উত্তর এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিত উভয়ের আদানপ্রদান নাই। উত্তর বারেন্দ্রগণ নিম্নলিখিত পাঁচ গোত্রে সম্বদ্ধ। যথা—১ ম স্বর্ণ কৌশিক, ২ য় রজত কৌশিক, ৩ য় ঘৃত কৌশিক, ৪ র্থ কৌণ্ডিল্য কৌশিক, ৫ ম কৌশিক।

তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজত কৌশিকঃ ।।৫০

কৌণ্ডিল্য কৌশিকঃ পশ্চাদ্বৃত্ত কৌশিক কৌশিকো।
এতে উত্তর বারেন্দ্রা উত্তরেচ প্রতিষ্ঠিতাঃ।।৫১

কলীতিহাস ২য় খণ্ড, বল্লালসেন প্রস্তাব।

কেহ কেহ বলেন কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই কুসুমাঞ্জলীর প্রণেতা। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ঘটক, অদ্বৈত গোস্বামীর পিতা নৃসিংহ লাহুড়ীর সমসাময়িক লোক। ইহার নিবাস নিশিন্দাগ্রাম জিলা রাজসাহী। সুতরাং ইহাঁকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীর লোক কহিতে হয়। কুসুমাঞ্জলী প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া প্রতীতি হয়। মহামহোপাধ্যায় ই, বি, কাউয়েল সাহেব কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থকে খৃঃ দ্বাদশশতাব্দীর লিখন বলিয়া অনুমান করেন। কুসুমাঞ্জলীর প্রণেতা উদয়নাচার্য্য কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্রকুলের ভাদুড়ীগোষ্ঠিসম্ভূত।

ঘোষ বসু গুহ মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী॥

এই কথাদ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে বিপ্রচঞ্চকের ...হিত যে পুরুষোত্তম দত্ত আসিয়া ছিলেন, তিনি কদাচ ভৃত্য-...াব অস্বীকার করেন নাই। সাত আট পুরুষ পরে যখন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান হয় এবং যখন দত্তেরা বালীর দত্ত ...লিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তখনই নিম্নলিখিত কথা হয়। ...থা—

দত্তকারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন।।

যদি দেশ ভ্রমণ মাত্রই তাঁহার অভীষ্ট ছিল, তাহা হইলে ...নি কেন অবমানিত হইয়া বঙ্গদেশে থাকিবেন। তৎক্ষণাৎ

প্রস্থান করিলেই পারিতেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা-প্রাপ্তি জন্য ব্যগ্রতা দেখাইবেন কেন? বিশেষতঃ কান্যকুব্জাগত ব্যক্তি হুগলী জিলার অন্তর্গত বালীর দত্ত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে অবশ্য লজ্জিত হইতেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ যখন বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্তি জন্য লালায়িত ছিলেন সেই সময়েই এই কথা রচিত হয়। পুরুষোত্তম দত্ত একথা বলিলে রাজা তাঁহাকে কদাচ বাসস্থল দিতেন না। বল্লালের সময় পুরুষোত্তমের অনেক বংশাবলী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগের শাস্তিমানসে বালীর দত্তকে অকুলীন করিলেন। যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে তিনি কেন বালীর দত্তমাত্রের উল্লেখ করিবেন, কেবল বলিলেই হইত যে পুরুষোত্তমের বংশাবলী নিস্কুল হইল।

বঙ্গজ কায়স্থ।

গুহ, ঘোষ, বসু কুলীন। পূর্ব্বকালে মিত্র বংশেও কৌলীন্য ছিল। মিত্রগণ এক্ষণে মৌলিক মধ্যে পরিগণিত। দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস এই চারি ঘর বঙ্গজদিগের মধ্যে মধ্যল বলিয়া খ্যাত। অর্থাৎ ইহাঁরা কুলীন ও বাহাত্তুরে উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আদান করিতে পারেন। কুলীনগণ বাহাত্তুরেদিগকে কন্যাদান করিতে পারেন না।

সেন, সিংহ, দে ও রাহা এই চারি ঘরকে মহাপাত্র সংজ্ঞায় অবিহিত করে। ইহাদিগের সহিত কুলীনগণের আদানপ্রদানে মর্য্যাদার হানি হয়, কিন্তু একেবারে কুল ধ্বংস ঘটে না। তিন পুরুষ এরূপ অকার্য্য চলিলে কুলচ্যুতি ঘটে।

বঙ্গজ সমাজে কর, ধর, ভদ্র, নন্দী, দাঁ [দাম] পাল, চন্দ্র, পালিত, নন্দন, কুণ্ড সোম [সোঁ] রক্ষিত, আদ্য (আঢ্য) কুরু ও বিষ্ণু এই কয়েক ঘরকে সামান্য মৌলিক কহে।

এই সাতাইশ ঘর ব্যতীত অন্য যত কায়স্থ আছে তাহার অধিকাংশই দক্ষিণ রাঢ়ীয় বাহাত্তুরে কায়স্থের মধ্যে অন্তর্ভাব হয়, এ জন্য তাহাদিগের পৃথক নামোল্লেখ করা গেল না। যে গুলি দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে নাই তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা গেল। যথা—

ভৃতক, সাহা কুন্দ, ক্রন্দ, সুবুদ্ধিদ, হীরা, ঈর্ষা, চম্পক, শুক, অনন্ত [অদো] হল, হরি, কুশ, মাঝি, মালী, হাতী ও অজ্ঞ প্রভৃতি চৌষট্টি ঘর কায়স্থকে চতুষষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত কহিয়া থাকে। ইহাদিগের অধিকাংশই নিকৃষ্ট কায়স্থের মধ্যে গণ্য।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে যে প্রকার এক একটী কুল পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট গোত্র ভজনা করেন বঙ্গজদিগের মধ্যে সে প্রকার গোত্র বন্ধন দেখা যায় না। তবে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রের গোত্র কয়েকটী কতক পরিমাণে স্থিরতর আছে। অর্থাৎ যাঁহারা কুলীন তাহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের মত ঠিক রাখিয়াছেন। যথা ঘোষ সৌকালীন, গুহ কাশ্যপ, মিত্র বিশ্বামিত্র, ও বসু গৌতম গোত্র।

মৌলিকদিগের মধ্যে দত্ত মৌদ্গাল্য, দাস কাশ্যপ, সেন বাসুকি, সিংহ বাৎস্য, দে আলম্যান, নাগ সৌপায়ন ও নাথ পরাশর গোত্র এই কয়েকটী বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মধ্যে সমান আছে। অন্যগুলির সমতা নাই। বাহাত্তুরে ও চতুঃষষ্টি যোগিনীর মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্র গুলি দেখা যায়।

যথা ১ কাশ্যপ, ২ শাণ্ডিল্য, ৩ বাৎস্য, ৪ ভরদ্বাজ, ৫ কৃষ্ণাত্রেয়, ৬ আলম্যান, ৭ মৌদ্গাল্য, ৮ আত্রেয়, ৯ বাসুকি, ১০ অগ্নিবেশ্য, ১১ বশিষ্ঠ, ১২ গৌতম, ১৩ জামদগ্ন্য,

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
পরাশর, ঘৃতকৌশিক, বৈয়াঘ্রপদ্য, সৌকালীন, কন্দীশ, সাবর্ণি
২০
কুশিক।

এই বিংশতি গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রের বঙ্গজ কায়স্থ নাই। নিম্নলিখিত বংশগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র দেখা যায়। যথা ——

কুল	অঙ্কচিহ্নিত গোত্রভাগী	কূল	অঙ্ক চিহ্নিত গোত্রভাগী
ঘোষ	+ ২।৩। + + ১৭ + + +	চন্দ্র	১ + + ৪ + + + + + + + + +
গুহ	১ + + + + + + + + ১৮ + +	বিষ্ণু	+ ২ + ৪ + + + ১২ + + ১৬
দত্ত	১ ২ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭ + + ১১	সিংহ	+ + ৩ + + + + ১২ + + ১[illegible]
দাস	১ + + + + ৬ + ৭ + ৮ + ১২	কর	১ + + + + ৬ + ১২ + ১৩
সেন	+ + + + + ৬ + + + ৯	দাম	+ ২ + ৪ + + + + + + + +
দে	১ ২ ৩ ৪ ৬ ১১ ১২ + ১৪	পাল	১২ + ৪ + + + + + + + +
কুণ্ড	১ + + + + + ১২ + +	রক্ষিত	+ + ৩ + + ৭ + + + + +

কুলরমার বচন।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাপূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্রাদৌ সর্ব্বতোমান্যঃ শাণ্ডিল্যোমুনি সত্তমঃ।
তত্রজাতঃ কলিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ॥
তৎসুতো বামদেবোহ ভূম্মহাদেবশ্চতৎসুতঃ।
ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূ দাগতো গৌড়রাজ্যকে॥
তস্যাসীবহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতা।
দামোদর স্তথাশৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ॥
শঙ্করো লোক বিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপিচ। কুলরমা

K. M. Chakerbutty—— Printer